সমবায় অধিদপ্তর
সমবায় ভবন, আগারগাঁও
শেরে-ই-বাংলা, নগর, ঢাকা-১২০৭
www.coop.gov.bd

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ

একটি প্রায়োগিক গবেষণা

মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী, অতিরিক্ত নিবন্ধক
জেবুন নাহার, যুগ্মনিবন্ধক
সাইয়্যেদাতুন নেছা, যুগ্মনিবন্ধক
মুহাম্মদ শরিফ উল ইসলাম, উপনিবন্ধক
আইনিন নাঈম ফিমা, সহকারী নিবন্ধক

সমবায় অধিদপ্তর

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ

গবেষণার সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস মাছ এবং মৎস্য সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। মৎস্য খাতে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ –সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায় ভিত্তিক মৎস্য সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা, মৎস্যজীবী এবং ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সমন্বয় করে ন্যায়সংগত বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত হয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারী উন্মুক্ত জলাশয় এ সকল সমিতির নামে ইজারা দেয়ার মাধ্যমে এদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় কার্যকরী মূলধনসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে আইজিএ এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আধুনিক মৎস্য চাষের উপর সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

গবেষনার যৌক্তিকতা

সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় এই তিন স্তরবিশিষ্ট। তন্মধ্যে জাতীয় সমবায় সমিতি ০১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৬ টি ও প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯৫৪০টি । এর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৮৩,৮৭৮ জন। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্যজীবীদের একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, যেখানে তারা মৎস্য আহরণ ও অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা লাভের জন্য সম্পদ লগ্নি করে। মাছ ক্রয় ও বিক্রয় বা মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ সরবরাহ এ সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। জাপান, নরওয়ে ও অন্যান্য দেশের মৎস্যজীবীরা সফল সমবায়ের আওতাভুক্ত, সেসব দেশে ঋণ-সুবিধা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সমবায় ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ব্যবসা অধিকাংশ মৎস্যজীবী মধ্যসত্ত্বভোগী অর্থাৎ মহাজন দ্বারা শোষিত হয়। মধ্যসত্ত্বভোগীরা মৎস্যজীবীদের নগদ টাকা দাদন দেয় বলে কখনও তারা মহাজনদের কবল থেকে রেহাই পায় না। ফলে দেশে সামগ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদনে অভাবনীয় উন্নতি হলেও মৎস্য সমবায় কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অমৎস্যজীবিদের অনুপ্রবেশ, জলাভূমির হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সমিতির সদস্যগণ প্রত্যাশিত সুবিধা

থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে যেমন প্রান্তিক মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আনুপাতিক উন্নয়ন হয়নি তেমনি ভোক্তাগণও ন্যায্যমূলে মানসম্মত মৎস্য প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় দশ হাজার নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে অনেক সমিতি অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং অধিকাংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কোন কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এসকল সমিতির অকার্যকর হওয়ার কারণ ও প্রতিকার অনুসন্ধানসহ মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিগুলোকে শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরনের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সে প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়:

ক) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ;

খ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ অকার্যকর হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা;

গ) অকার্যকর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহকে কিভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় নির্ধারণ;

ঘ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ;

ঙ) মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের এড়িয়ে মৎস্য সহজলভ্যভাবে আহরণ ও বাজারজাতকরণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপন;

চ) মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ।

গবেষণা পদ্ধতি

নমুনায়ন

যেহেতু এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ সেহেতু এই গবেষণাটি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (Purposive Sampling) মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বৈশিষ্ট মোটামুটি এক হলেও এলাকা ভিত্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাটিতে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের যেসকল জেলায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে সে সকল সমিতি হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৩% হারে ৩০০টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ৯০৯ জন উত্তরদাতা নির্বাচনপূর্বক নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯৪ জন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক।

তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের জন্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য আধা-কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (Semi-Structured Questionnaire),

দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নপত্র (Key Informant Interview (KII) , মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী সমবায়ী, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে Focus Group Discussion(FGD) এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের উপর সমবায় অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে মতামত ও সুপারিশ গ্রহন করা হয়।

প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও সুপারিশ

নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণা দল কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, FGD (Focus Group Discussion) ও সেকেন্ডারী উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা পূর্বক পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরুপ:

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীদের অধিকাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ৬৫ এর মধ্যে এবং অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত। সমবায়ী মৎস্যজীবী পরিবারগুলো একক উপার্জনকারীর উপর নির্ভরশীল। মৎস্য আহরণই এদের প্রধান পেশা। তবে অনেকেই এ পেশার পাশাপাশি কৃষি কাজেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। অধিকাংশ মৎস্যজীবী ১০ বছরের অধিককাল ধরে এ পেশায় সম্পৃক্ত রয়েছেন যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নীচে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় মৎস্যজীবীগণের বড় অংশ পেশাটির সাথে সম্পৃক্ত থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটি এ সম্প্রদায়ের পেশার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন।

- সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ যে সমবায় সমিতির সদস্য তার সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় অধিকাংশ সমিতিতে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যাদের বড় অংশই নিয়মিত মাসিক সভা করে থাকে। এ সকল সমিতির স্থাবর সম্পত্তি নাই বললেই চলে। যদিও কিছু কিছু সমিতি বছর শেষে মুনাফা অর্জন করে বলে তথ্য রয়েছে, তবে অধিকাংশ সমিতিরই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাৎসরিক নীরিক্ষা সম্পাদিত হয়না। সমবায় সমিতিগুলোর সাংগঠনিক কর্মকান্ড থাকলেও সমবায় অধিদপ্তরের সাথে তেমন কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই।

- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর কাছ থেকে এ সদস্যরা বিভিন্ন রকমের সহয়তা পেয়ে থাকেন বলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগন জানিয়েছেন। সমিতির সদস্যগণ তাদের সমিতি হতে ঋন, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ সহায়তা আশা করে থাকেন। সমিতিগুলো মুলত তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও মৎস্য উপকরণে সহায় প্রদান করে থাকেন। তবে এ সংখ্যা খুব বেশী নয়- অর্ধেকের কিছু বেশী মাত্র। বাদবাকী সমিতিগুলো তেমন কোন সহায়তা প্রদান করেনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

- বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের সমর্থণ প্রদানের জন্য সরকার সময়ে সময়ে নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে। পাশাপাশি সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এ সকল নীতিমালা বা কর্মসূচীর সুফল পাওয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত মৎস্যজীবী কার্ডধারী হতে হবে। তথ্য প্রদানকারী অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী কার্ডধারী হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো মৎস্যজীবী কার্ড পায়নি। যে কারণে মৎস্যজীবী হিসেবে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জনে সমবায়ী

মৎস্যজীবীগণ ব্যর্থ হচ্ছেন। মৎস্যকার্ড না থাকায় অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিশেষ করে জলমহাল ইজারা গ্রহণ ও মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সরকারী সহায়তা প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ছাড়াও মৎস্যজীবী হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরের সেবা গ্রহণেও বেগ পেতে হয়। এ সকল কারণে সহায়তা বা সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী মৎস্যকার্ড প্রদানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

- মৎস্য আহরণের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের উৎপাদন খরচের তুলনায় মুনাফা আশানুরুপ নয়। এছাড়া আহরিত মৎস্য হতেও কাংখিত মুনাফা অর্জিত হয়না। মৎস্য আহরণের উৎসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাড়া বা ইজারায় পাওয়া-যা মুনাফা আশানুরুপ না হওয়ার মুল কারন। এছাড়া বাজারজাতকরণ সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, উৎপাদন সম্পর্কীত আধুনিক ধরনার অভাবও কাংখিত মুনাফা অর্জন না হওয়ার জন্য দায়ী।

- মৎস্য আহরণে উৎসের মালিকানা মৎস্যজীবীদের শোভন কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ সকল উৎসের অধিকাংশই ইজারা ভাড়ায় প্রাপ্ত, কিছু অংশ সমিতির মালিকানায় থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। সমিতির সাংগঠনিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সমিতির মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণে আশাবাদী থাকেন। একারনে মৎস্য আহরেণে উৎসগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের জন্য লাভজনক।

- মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদ। কাংখিত মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে সঠিক উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। তাই মৎস্য উৎপাদন বা মৎস্যচাষ সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। অধিকাংশ মৎস্যজীবী এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। আরো আধুনিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন সমবায় সমিতির তত্বাবধানের সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদসংশ্লিষ্ট গবেষক বা শিক্ষকদের গুরুত্ব ভুমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

- বিশ্বব্যাপী অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে যে প্রয়াসের ফলাফল জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। পরিবেশ ও মান সম্মত মৎস্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অন্যান্য সশ্লিষ্ট চ্যালেন্জের কারনে উদ্যোগগুলো সার্থক হয়নি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সমবায়ের গুরুত্ব তুলো ধরেন।

- প্রাকৃতিক মৎস্য আহরনের ক্ষেত্রে জলমহালগুলোর ভুমিকা সর্বাধিক। জলমহালগুলোর ইজার গ্রহণের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমাবায় সমিতির অগ্রাধিকার থাকলেও মৎস্যজীবী কার্ড এর অপ্রাপ্যতা, মধ্যসত্ত্বভোগীর দৌরাত্ব, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রকৃত মৎস্যজীবী ইজারা প্রথার সুবিধা থেক বঞ্চিত হচ্ছেন। জলমহাল ইজারা প্রথায় সরকারী নীতিমালা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে এর প্রয়োগ সঠিকভাবে করা যচ্ছেনা।

- মৎস্য বিপণনে কাংখিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায়ী মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে নিরাপদে তাদের আহরিত মৎস্য বাজারজাত করতে সক্ষম হননা। প্রথমতঃ এজন্যে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংরক্ষণাগার নেই। কোন সময়ে কোন বাজারে তাদের উৎপাদিত মৎস্য বিপনণের জন্য প্রেরন করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব লাভজনক বাজারজাতকরণের বড় বাধা। এছাড়া মৎসের মত পচনশীল পণ্যের পরিবহনে কোন সহনশীল নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্থানীয় বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট মাছ বিক্রয় করতে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ বাধ্য হন। ফলে তার ন্যয্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হন। যেহেতু সংরক্ষণাগার, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল তাই এ সকল ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- ইজারা, মৎস্য উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, তথ্য ইত্যাদি উপাদানের সুফল গ্রহণ করার জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলোর পক্ষে যা সম্ভব হয়না। অনেক বড় ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হলেও এ খাতে বিনিয়োগের সামর্থ্য সমাবায় সমিতি বা এর সদস্যদের নেই। বাধ্য হয়ে অন্যের দারস্থা হতে হয় অর্থের জন্য। অথবা মধ্যস্বত্বভোগীরা নিরীহ মৎস্যজীবীদের ব্যবহার করে এ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। যার পরিনামে মৎস্যজীবীগণ তাদের প্রধান জীবিকা হতে প্রয়োজনীয় উপার্জন করতে সক্ষম হননা। জীবন জীবিকার জন্যে ভালবেসে একটি পেশাকে আকড়ে ধরে রাখলেও এ খাতে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হলেও দিনশেষে মৎস্যজীবীগণের জীবনযাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনা। দেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদের উৎপাদনে নিয়োজিত এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সর্বাগ্রে তাদেরই দিতে হবে। মৎস্যজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে যে কোন ব্যাংক অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর এ বিষয়ে ভুমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে সাংগঠনিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা হলে সমিতিগুলো সমবায়ী মৎস্যজীবী সদস্যদের সহায়ক ভুমিকা পালনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রকাশ করতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠনের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগীতার প্রয়োজন হবে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মৎস্যজীবী সমাবায় সমিতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

- সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে মৎস্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উদ্বৃত্ত হচ্ছে প্রচুর। ফলে মাছের মুল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করে বিপণনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে মতামত পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্টতায় এ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

- দেশের বাইরে বাংলাদেশের মাছের চাহিদা রয়েছে। কাজেই মৎস্য রপ্তানীর বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর মৎস্য রপ্তানীতে সম্পৃক্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুজির সরবরাহ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

- মৎস্য অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় অথবা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত বা একক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প এলাকায় চাহিদামতো পোনা উৎপাদনের হ্যাচিং প্লান্ট, ফিড মিল ফ্যাক্টরী, বরফকল, কোল্ড স্টোরেজ, ফিস প্রসেসিং ফ্যাক্টরী স্থাপন; প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় সমবায় মৎস্য বাজার স্থাপন করা; প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের ব্রান্ডিংকরণ, অনলাইনে প্লাটফর্ম সৃষ্টি ও কনজ্যুমার সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহনকারীগণের কাছ থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে।

- এছাড়াও সকল ধরণের সরকারি জলাধার বরাদ্দ প্রদানে সমবায় অধিদপ্তর/জেলা সমবায় কর্মকর্তার সরেজমিন যাচাই ও সুপারিশ/প্রত্যয়ন আবশ্যিক করা; জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় নির্ধারিত স্থানে নিয়মিতভাবে ‘সমবায়-মৎস্য বাজার’ পরিচালনা;সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় মৎস্য/মৎস্যজাত পণ্যের অনলাইন বাজার প্রতিষ্ঠা; সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control) নিশ্চিতকরণ এবং ব্রান্ড ডেভেলপমেন্ট; কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বরফকল/সংরক্ষণাগার/প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন/পরিচালনা; মৎস্যজীবী সমবায়ীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজিকরন এবং উৎপাদন, বাজার, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্যের জন্য কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা করার বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক মৎস্যখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে মৎস্য খাতের উন্নয়ন নিতান্তই অপরিহার্য । বাংলাদেশ সরকার এ খাতের উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সূচীপত্র

ক্রঃ নঃ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.০	পটভূমি	১
	১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু	৪
	১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
	১.৩ গবেষণার সুফলভোগী	৫
	১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫
	১.৫_গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)	৫-৬
	১.৫.১ গবেষণা দল	৫
	১.৫.২ গবেষণার সময়ভিত্তিক পর্যায়সমূহ	৬
	১.৫.৩ নমুনায়ন (Sampling)	৬
	১.৬ তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ	৭-৮
	১.৬.১ গবেষণা প্রশ্নমালা (Questionnnaire):	৭
	১.৬.২ তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৮
২.০	লিটারেচার রিভিউ	৯-১১
৩.০	তথ্য বিশ্লেষণ	১২-৪৫
	৩.১ সদস্য উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য	
	৩.২ সাংগঠনিক তথ্য	
	৩.৩ সমবায় সমিতির আর্থিক অবস্থা	
	৩.৪ সমিতি কর্তৃক সমবায়ীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম	
	৩.৫ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায়ীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম	
	৩.৬ ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত	
	৩.৭ মৎস্যজীবী কার্ড এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা	
	৩.৮ মৎস্যজীবীদের মৎস্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা	
	৩.৯ মৎস্য উৎপাদন/আহরণের উৎস এবং মৎস্য উপকরণের উপর মালিকানার ধরণ	
	৩.১০ প্রশিক্ষণ	
	৩.১১ আহরিত/ সংগৃহীত মাছ বিক্রয়ের স্থান	
	৩.১২ সদস্যদের উৎপাদিত/আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা	

	৩.১৩ মাছ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ৩.১৪ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৩.১৫ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ ৩.১৬ জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ৩.১৭ জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ৩.১৮ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ৩.১৯ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ৩.২০ ঋণ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা ৩.২১ মৎস্যভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সম্ভাবনা ৩.২২ সরকারী-বেসরকারী সংস্থা হতে মৎস্যজীবেদের জন্য প্রদত্ত সহায়তা ৩.২৩ মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন নীতি/পলিসি ৩.২৪ মৎস্যখাতে মূল্য সংযোজনের সুযোগ ৩.২৫ মৎস্য রপ্তানীতে সম্ভাবনা ও ঝুঁকি ৩.২৬ সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ ৩.২৭ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ	
৪.০	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	৪৬-৫০
৫.০	**সুপারিশমালা**	৫১-৫৮
৬.০	**উপসংহার**	৫৯
গ্রন্থপুঞ্জি		৬০-৬১
পরিশিষ্ট -১ দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের নিমিত্ত নির্বাচিত জেলার তালিকা		৬২
পরিশিষ্ট -২ সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য প্রণীত জরীপ প্রশ্নমালা		৬৩-৬৭
পরিশিষ্ট -৩ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমটির সদস্যদের জন্য প্রণীত জরীপ প্রশ্নমালা		৬৮-৭১
পরিশিষ্ট -৪ Key Informant Interview (KII)		৭২-৭৪
পরিশিষ্ট -৫ একনজরে বিভাগভিত্তিক সমবায় সমিতির আর্থিক চিত্র		৭৫-১০৫
পরিশিষ্ট -৬ মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রমের ছবি		১০৬-১১১

১.০ পটভূমি

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস মাছ এবং মৎস্য সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচন ও রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫০ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে ২৫.৭২ শতাংশ (সূত্র:কৃষি তথ্য সার্ভিস ২০২২)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে, (২০২০) মিঠাপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান ২য়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১ম ও তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখতে ৩৯ লাখ হেক্টরের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় যেমন নদ-নদী, হাওড়-বাওড় ও বিলকে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা এখন সময়ের দাবী।

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। মৎস্য খাতে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ –সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায় ভিত্তিক মৎস্য সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা, মৎস্যজীবী এবং ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সমন্বয় করে ন্যায়সংগত বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত হয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারী উন্মুক্ত জলাশয় এ সকল সমিতির নামে ইজারা দেয়ার মাধ্যমে এদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় কার্যকরী মূলধনসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে আইজিএ এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আধুনিক মৎস্য চাষের উপর সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্যজীবীদের একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, যেখানে তারা মৎস্য আহরণ ও অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা লাভের জন্য সম্পদ লগ্নি করে। মাছ ক্রয় ও বিক্রয় বা মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ সরবরাহ এ সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। জাপান, নরওয়ে ও অন্যান্য দেশের

মৎস্যজীবীরা সফল সমবায়ের আওতাভুক্ত, সেসব দেশে ঋণ-সুবিধা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সমবায় ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ব্যবসা অধিকাংশ মৎস্যজীবী মধ্যসত্ত্বভোগী অর্থাৎ মহাজন দ্বারা শোষিত হয়। মধ্যসত্ত্বভোগীরা মৎস্যজীবীদের নগদ টাকা দাদন দেয় বলে কখনও তারা মহাজনদের কবল থেকে রেহাই পায় না। এসব ক্ষেত্রে মৎস্য সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষা করা যেতে পারে, মহাজনদের শোষণ থেকে তাদের বাঁচাতে পারে ও মাছের ব্যবসা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় এই তিন স্তরবিশিষ্ট। তন্মধ্যে জাতীয় সমবায় সমিতি ০১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৬ টি ও প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯৫৪০টি । এর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৮৩,৮৭৮ জন। এ সমিতির মোট শেয়ার মুলধন ২২১৪.৮২ লক্ষ টাকা , সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৫৯৩.৭৯ লক্ষ টাকা ও কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩১৭৫০.৯১ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ১৮৬.২৬ লক্ষ টাকা ও আদায় ৩৬৬.৮২ লক্ষ টাকা (বকেয়াসহ)।

কৃষকদের পর দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কল্যাণের ব্রতে জাল যার জলা তার - বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণার বাস্তবায়নের মানসে তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রথম জলমহাল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত নীতিমালায় দেশের জলমহালসমূহ কেবলমাত্র খাঁটি মৎস্যজীবী সমন্বয়ে গঠিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকুলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারই সুবাদে দেশের শোষিত ও বঞ্চিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় নিয়মিত জলমহাল বন্দোবস্ত পেয়ে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি সহ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করে নিজেদের ভাগ্যোন্নায়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ অনুসারে কেবল নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে জলমহাল বরাদ্দের সুযোগ রাখা হয়েছে।

এ খাতে একমাত্র জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলায় মৎস্যজীবীদের ১২০টি সমবায় সমিতি ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজীবী সমবায়ের সূচনা হয় ১৯৬০ সালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। সরকার কর্তৃক ১৯৮৬ সালে নতুন উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের পর সাবেক প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি’ গঠিত হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে:

১. মাছ ধরার সরঞ্জাম সংগ্রহ ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে সেগুলি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা;

২. সদস্যদের অর্থ যোগানের জন্য সদস্যভুক্ত সমিতিগুলিকে ঋণদান;

৩. মাছ ধরার আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪. বরফ কারখানা স্থাপন, হিমাগার নির্মাণ, জাল তৈরির যন্ত্রপাতি স্থাপন ;

৫. মাছ বাজারজাত করার ব্যবস্থা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন;

৬. মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে পরিকল্পনা গ্রহণ।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রথম নাইলন সুতার জালসহ মাছ ধরার যন্ত্রচালিত নৌকা প্রবর্তন করে। অতঃপর 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্য আহরণ যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে সমবায় এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: এর জরুরী পুর্নবাসন প্রকল্পের আওতায় ১০৭.০০কোটি টাকা ব্যয়ে চট্রগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগে ৬০০টি যান্ত্রিক নৌকা, ইঞ্জিন ও মৎস্য ধরার সরঞ্জাদি ৬০০টি সমবায় সমিতির মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের অধিকাংশ অকাযর্কর হয়ে পড়ায় অধিকাংশ পুনর্বাসন ঋণ খেলাপী কুঋণ হয়ে পড়েছে এবং উক্ত ঋণ এখন বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর গলার কাঁটা হয়ে পড়েছে।

দেশে সামগ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদনে অভাবনীয় উন্নতি হলেও মৎস্য সমবায় কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অমৎস্যজীবিদের অনুপ্রবেশ, মহাজনী শোষণ, জলাভূমির হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সমিতির সদস্যগণ প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে যেমন প্রান্তিক মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আনুপাতিক উন্নয়ন হয়নি তেমনি ভোক্তাগণও ন্যায্যমূলে মানসম্মত মৎস্য প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মৎস্যচাজীবী ও মৎস্যচাষীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ একটি সম্ভাবনাময় খাত। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও এ পর্যন্ত এ সকল সমবায় সমিতির সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়নপূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ণের জন্য কোন সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম এ যাবৎ পরিচালিত হয়নি। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় দশ হাজার নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে অনেক সমিতি অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। এসকল সমিতির অকার্যকর হওয়ার কারণ ও প্রতিকার অনুসন্ধানসহ মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণপূর্বক এ সকল

সমবায় সমিতিগুলোকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এখন সময়ের দাবী। সে প্রেক্ষাপট থেকেই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নিয়ে আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত অনেক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। অধিদপ্তরের জন্য এই সমিতিগুলো বর্তমানে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ তথ্যমতে, বাংলাদেশে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯৬১৭ টি। এর মধ্যে অকার্যকর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে ১৩১১ টি। কার্যকর অধিকাংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কোন কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এইসব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ কেন সফল হতে পারেনি এবং এই নিস্ক্রিয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ কিভাবে কার্যকর করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উৎপাদন ও সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারে তার সম্ভাবনা নিরূপণই অত্র গবেষণার মূল বিষয়বস্তু।

আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহকে বাস্তবিক অর্থে কার্যকর সমবায় সমিতিতে রূপান্তর করার কর্মকৌশল নির্ধারণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের আপামর জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব হবে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ;

খ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ অকার্যকর হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা;

গ) অকার্যকর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহকে কিভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় নির্ধারণ;

ঘ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ;

ঙ) মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের এড়িয়ে মৎস্য সহজলভ্যভাবে আহরণ ও বাজারজাতকরণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপন;

চ) মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ।

১.৩ গবেষণার সুফলভোগী

বাংলাদেশে প্রায় ১.২ কোটি সমবায়ী রয়েছে। এর মধ্যে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৭৮ জন। এছাড়া, প্রতিনিয়তই সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে যে সকল ব্যক্তি সমবায়ের পতাকাতলে এসে সমবেত হবেন তারাই এই গবেষণার সুফলভোগী। এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী সমবায় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং সমবায় আন্দোলন আরও বেগবান হবে। এছাড়াও গবেষক, লেখক, শিক্ষক, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমকর্মী এবং নীতিনির্ধারকগণ এ গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি হযেছে তথ্য সংগ্রহ নিয়ে। সত্যিকার অর্থে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো প্রাথমিক বা সেকেন্ডারী কোন উৎস থেকেই আকাংখা অনুযায়ী পাওয়া যায় নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মতামত এবং সুপারিশ প্রণযন করা কষ্টকর হযেছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব এবং কর্মকর্তাদের আলোচ্য কার্যক্রমের গুরুত্ব অনুধাবনের ব্যর্থতার ফলে নির্ধারিত সময়ে যথাযথ তথ্য প্রাপ্তি ও প্রক্রিয়াকরণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের সমন্বিত কোন ডাটাবেজ না থাকায় ক্যাটাগরী ভিত্তিক তথ্যের আন্তঃতুলনা করা সম্ভব হয়নি।

১.৫_গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

১.৫.১ গবেষণা দল

আলোচ্য গবেষণার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি দল গঠন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

০১। মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী, অতিরিক্ত নিবন্ধক (মা: ক্রে: গৃ: মওবি) - আহ্বায়ক

০২। জেবুন নাহার, যুগ্মনিবন্ধক (ব্যাংক, বীমা ও কৃষিঋণ) - সদস্য

০৩। সাইয়্যেদাতুন নেছা, যুগ্মনিবন্ধক (উৎপাদনমূখী শিল্প) - সদস্য

০৪। মুহাম্মদ শরিফ উল ইসলাম, উপনিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) - সদস্য

০৫। আইনিন নাঈম ফিমা, সহকারী নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) - সদস্য সচিব

উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়ঃ

০১। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা - উপদেষ্টা

০২। অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা - সদস্য

০৩। যুগ্ম নিবন্ধক (এমআইএস ও গবেষণা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা - সদস্য

১.৫.২ গবেষণার সময়ভিত্তিক পর্যায়সমূহ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	তারিখ
১.	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (questionnaire)	০১ জানু, ২০২২-১৫ জানু, ২০২২
২.	নমুনা নির্বাচন (sample selection)	১৬ জানু, ২০২২-২২ জানু, ২০২২
৩.	প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মাঠপর্যায় হতে উপাত্ত সংগ্রহ (data collection)	২৩ জানু, ২০২২- ২২ ফেব্রু, ২০২২
৪.	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ	২৩ ফেব্রু, ২০২২-৩ এপ্রিল, ২০২২
৫.	সংগৃহিত উপাত্তসমূহ এন্ট্রি (data entry) ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	৪ এপ্রিল,২০২২-২৩ এপ্রিল, ২০২২
৬.	উপাত্ত বিশ্লেষণ (data analysis)	২৪ এপ্রিল, ২০২২-২৩ মে, ২০২২
৭.	খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত (report writing)	২৪ মে, ২০২২-৮ জুন, ২০২২
৮.	খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালার প্রস্তুতি ও আয়োজন	০৯ জুন, ২০২২-১৯ জুন,২০২২
৯.	মূল রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ	২০ জুন, ২০২২-২৫ জুন, ২০২২
১০.	গবেষণা রিপোর্ট মুদ্রণ	২৬ জুন ২০২২

১.৫.৩ নমুনায়ন (Sampling)

যেহেতু এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ সেহেতু এই গবেষণাটি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (Purposive Sampling) মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে যুক্তি হলো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বৈশিষ্ট মোটামুটি এক হলেও এলাকা

ভিত্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাটিতে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের যেসকল জেলায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে সে সকল সমিতি হতে ভিন্ন ভিন্ন নমুনা বাছাই করার মাধ্যমে সব ধরণের তথ্যের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে করে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রমে সারা বাংলাদেশের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে দেশের আটটি বিভাগ থেকে ৩% হারে ৩০৫টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ৯০৯ জন উত্তরদাতা নির্বাচনপূর্বক নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯৪ জন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক।

১.৬ তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

১.৬.১ গবেষণা প্রশ্নমালা (Questionnnaire)

গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা প্রশ্ন গবেষণার উদ্দেশ্যকে খুঁজে পেতে নির্দেশনা দেয়। সে প্রেক্ষিতে একটি আধা-কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (semi-structured questionnaire) প্রণয়ণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণগত উভয়প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে open ended questionnaire এবং close ended questionnaire ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের জন্য প্রশ্নপত্র, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশ্নপত্র, দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নপত্র Key Informant Interview (KII), মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী সমবায়ী, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে Focus Group Discussion (FGD) এর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের উপর মতামত ও সুপারিশ প্রাপ্তির নিমিত্তে সমবায় অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১.৬.২ তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

তথ্যের উৎস (Sources of Data)

প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী এ দুটি উৎসের মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে ছিল প্রশ্নপত্র পূরণ ও সমবায়ী ও কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা এবং সাক্ষাতকার গ্রহণ। সেকেন্ডারী

উৎসের মধ্যে ছিল সমবায় সমিতির সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র, অডিট নোট ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Data Collection Method)

(ক) দ্বৈবচয়ন ভিত্তিতে দেশের আটটি বিভাগ থেকে ৩% হারে ৩০৫টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হতে নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;

(খ) মৎস্যখাতে সরাসরি জড়িত এমন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ১৪ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; Key Informant Interview (KII);

(গ) মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী সমবায়ী, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে ২টি Focus Group Discussion(FGD) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রশ্নমালার সাথে তথ্য সংগ্রহকারীদের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালার বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও প্রেরণ করা হয় যাতে প্রশ্নপত্র পুরণের সময় তথ্য সংগ্রহকারীর কোনরূপ দুর্বলতা বা বিভ্রান্তি দেখা না দেয়। প্রশ্নমালাসমূহ জেলা/ উপজেলা সমবায় অফিসের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক পুরণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing)

তথ্য সংগ্রহের পর পূরণকৃত প্রশ্নমালার প্রশ্নক্রমিক অনুসারে একটি তথ্য সংকলন ছক তৈরী করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে কোডিং অনুযায়ী ভাগ করে সেগুলোকে তথ্য সংকলন ছকে সন্নিবেশিত করা হয়। গবেষণা দল কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহকারী দল এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

২.০ লিটারেচার রিভিউ (Literature Review)

'মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি' সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতির ধরণ। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত, ২০২০) এর বিধি (৩.১.২) তে উল্লেখ করা হয়েছে "মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি", 'যাহার সদস্যগণ মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন'। জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ তে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সমবায় পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় সমবায় নীতির উদ্দেশ্য (৪.১৩) বলা হয়েছে সমবায় সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী করা। ফলে মৎস্যখাতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নে সমবায় খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে মৎস্যখাতের উন্নয়নে এখন পর্যন্ত যে সকল গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশিরভাগই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত জাত সৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ এর সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মেরিন ফিশারিস একাডেমি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন অন্যতম দপ্তর। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের জীবনযাত্রা, চ্যালেঞ্জ এবং করনীয় বিষয়ে কম গবেষণা সংগঠিত হয়েছে।

আলম, কেনিথ যে, থম্পসন (২০০১) বাংলাদেশে মৎস্য খাতের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ তাদের গবেষণায় উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে তারা সম্পদের সীমাবদ্ধতা, আইনের অপব্যবহার, প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাবকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে ঘোষ, বি (২০১৪) জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, অধিক হারে মাছ শিকার এবং পরিবেশ দূষণকে মৎস্য খাতের উন্নয়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেন। এসকল প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণে বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট গবেষণা অপরিহার্য।

হুসাইন, এম (২০১০) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন যে, গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক, কারিগরি ও পরিবেশগতভাবে উচ্চমান সম্পন্ন প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অপরদিকে তিনি আরোও উল্লেখ করেন, নগরায়ন, কৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শিল্পায়ন ও পরিবেশ দূষণের ফলে মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

তিনি টেকসই মৎস্য উৎপাদন ও জাত সংরক্ষণের জন্য সরকারি নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাব্য করনীয় চিহ্নিত করেন।

হুসাইন এম, ইসলাম এম, রিডয়ে এস, মাতসুইসি টি (২০০৬) বলেন যে, প্রচলিত মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক বিরোধ ও প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য প্রতিকুল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে সামগ্রিকভাবে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে ধনী প্রকৃত মৎস্যজীবী নয় এমন ব্যক্তিরা অধিক মুনাফার আশায় জলাশয়ের দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনশীলতা বিবেচনায় না নিয়ে অধিক হারে মৎস্য আহরণ করে যা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মৎস্য খাতের ক্ষতির অন্যতম কারণ। তিনি প্রচলিত মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরে ভবিষ্যতের জন্য টেকসই মৎস্যখাত সৃষ্টির লক্ষ্যে Community Based Fisheries Management (CBFM) পদ্ধতি প্রচলনের সুপারিশ করেন। একইভাবে জাহান কে (২০০৯) মৎস্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে বলেন যে, প্রতিবন্ধকতাসমূহ মৎস্য উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক জেলে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জীবন ও জীবিকাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। তিনি এ অবস্থা থেকে উত্তরণে অংশীজনদের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহে মূলত মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জাত উন্নয়ন এবং কারিগরি দিকগুলোতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি উঠে এসেছে। অপরদিকে মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা, চ্যালেঞ্জ ও আর্থ-সামাজিক দিকগুলোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা পাওয়া দুস্কর। একইভাবে সমবায়ী মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় এবং এর সদস্যদের বিষয়ে কোন প্রকার বিস্তারিত গবেষণা এখন পর্যন্ত সম্পাদিত হয় নি।

ব্যক্তি পর্যায়ের মৎস্য চাষ/আহরণ এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিতভাবে মৎস্য চাষ/আহরণ কার্যক্রমের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং সরকারি বেসরকারি অন্যান্য উৎসে মূলত ব্যক্তি পর্যায়ের মৎস্য চাষ/আহরণ এর তথ্য এবং মোট দেশীয় উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়। সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ/আহরণ এর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে এখাতে সংশ্লিষ্ট সমবায়ী, সমবায় নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত বিশ্লেষণ করে এ খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করনীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে মাঠ পর্যায়, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় এবং অন্যান্য প্রাথমিক ও প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমবায়ী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমবায় অধিদপ্তরের করনীয় নির্ধারণে বিস্তারিত গবেষণা

সম্পাদন করা প্রয়োজন। গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তা উৎপাদনমুখী সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত ‘মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায়’ এর বিকাশ এবং এর সদস্যদের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও এ বিষয়ক গবেষণা মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষী সমবায়ীদের বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

৩.০ তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis)

তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে গুণবাচক (Qualitative method) ও পরিমাণবাচক (Quantitative method) উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য ৪টি মাধ্যম থেকে মাঠ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। জরীপ প্রশ্নমালা-১ এর মাধ্যমে ৫৯৪জন সমবায়ী হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় । জরীপ প্রশ্নমালা-২ এর মাধ্যমে ৩১৫টি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষী সমবায়ী , মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সমবায় অধিদপ্তরেরর কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন সভার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনপূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের উপর মতামত ও সুপারিশ প্রাপ্তির নিমিত্তে সমবায় অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয় এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৩.১ সদস্য উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য

৩.১.১ লিংগ ও বয়স

গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সারা বাংলাদেশের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো হতে দৈবচয়নভিত্তিতে৯০৯ জন উত্তরদাতা নির্বাচনপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯৪ জন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক। জরিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ১% মহিলা এবং ৯৯%পুরুষ। শুধুমাত্র ১৮ বছরের কর্মক্ষম বয়সের ব্যক্তি যারা সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ এবং ২০১৩) অনুযায়ী সমিতির সদস্য হবার যোগ্য তাদের তথ্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অধিকাংশের বয়স ১৮-৬৫ এর মধ্যে।

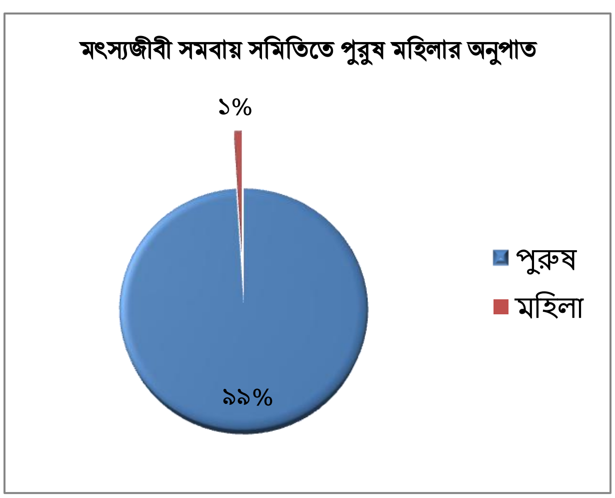

লেখচিত্র-১: গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের লিঙ্গের অনুপাত

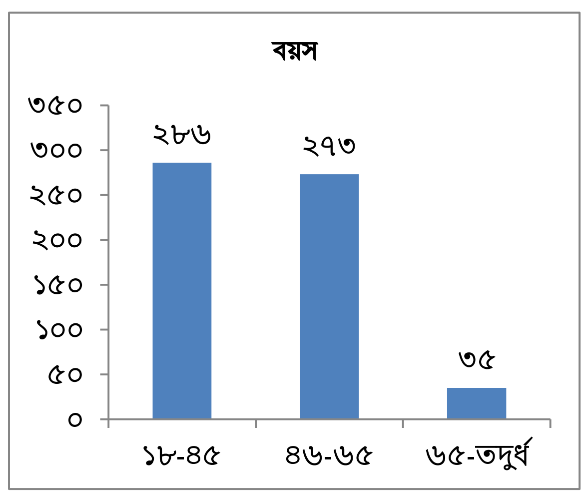

লেখচিত্র-২: সদস্যদের বয়সের অনুপাত

৩.১.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

বর্তমানে বাংলাদেশে জনগণের স্বাক্ষরতার হার ৭৫.৬% (বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক-২০২০, বিবিএস) ।সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও মৎস্যজীবী এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮৪.৬৮% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এর কম। এসডিজির ৮নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে এ পেশায় জড়িত ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হচ্ছে ফলে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারছে না।

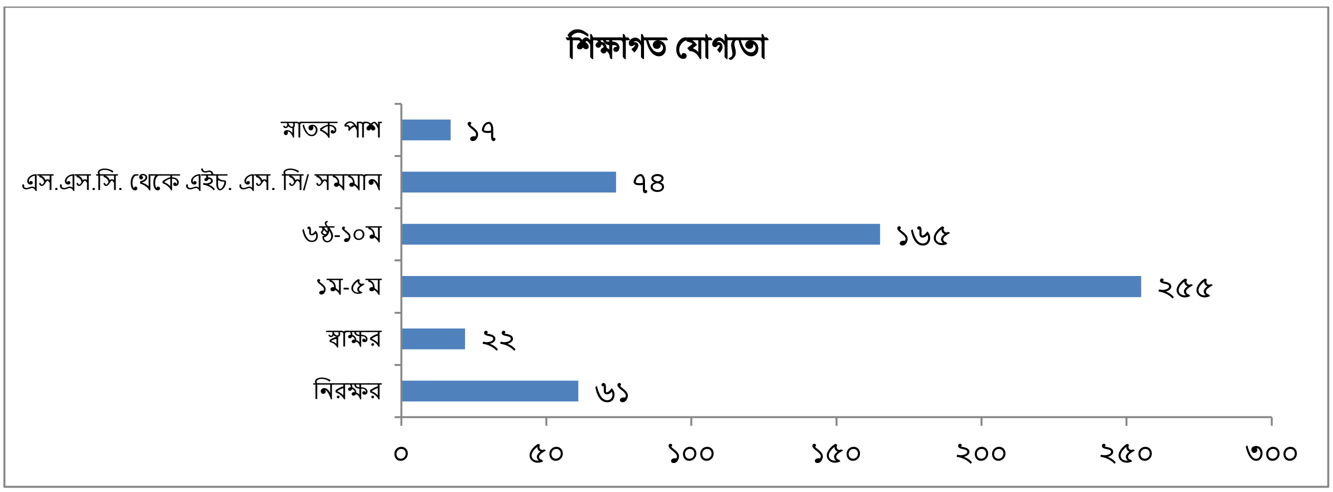

লেখচিত্র-৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.১.৩ পরিবার

বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। ফলে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে বাবাই মূল ভূমিকা পালন করে। জরীপ প্রশ্নমালা ১ (সমবায়ী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত) হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিবারের মোট সদস্যের মধ্যে ৬৫% পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ১ জন। ২৪% পরিবারে ২ জন, ৮% পরিবারে ৩ জন, ২% পরিবারে ৪জন এবং ১% পরিবারে ৫জন হতে তদুর্ধ সংখ্যক ব্যক্তি উপার্জনের সাথে জড়িত।মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী বংশানুক্রমে এ পেশায় জড়িত থেকে জীবীকা নির্ধারণ করে।

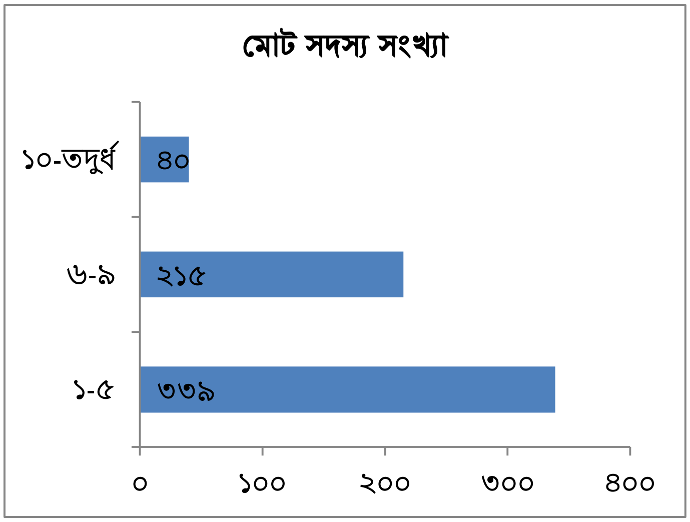

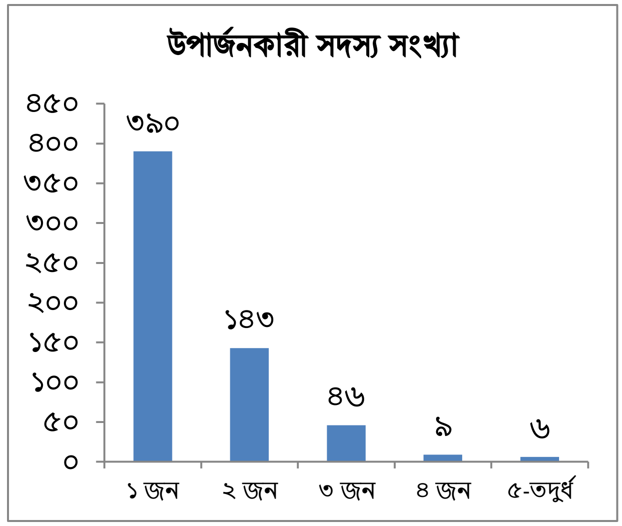

লেখচিত্র-৪: পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা

লেখচিত্র-৫: পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য

৩.১.৪ পেশা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়৯১% উত্তরদাতার প্রধান পেশা মৎস্য উৎপাদন/আহরণ বা মৎস্যচাষএবং ৯% ব্যক্তি অপ্রধান পেশা হিসেবে এ পেশায় জড়িত রয়েছে।

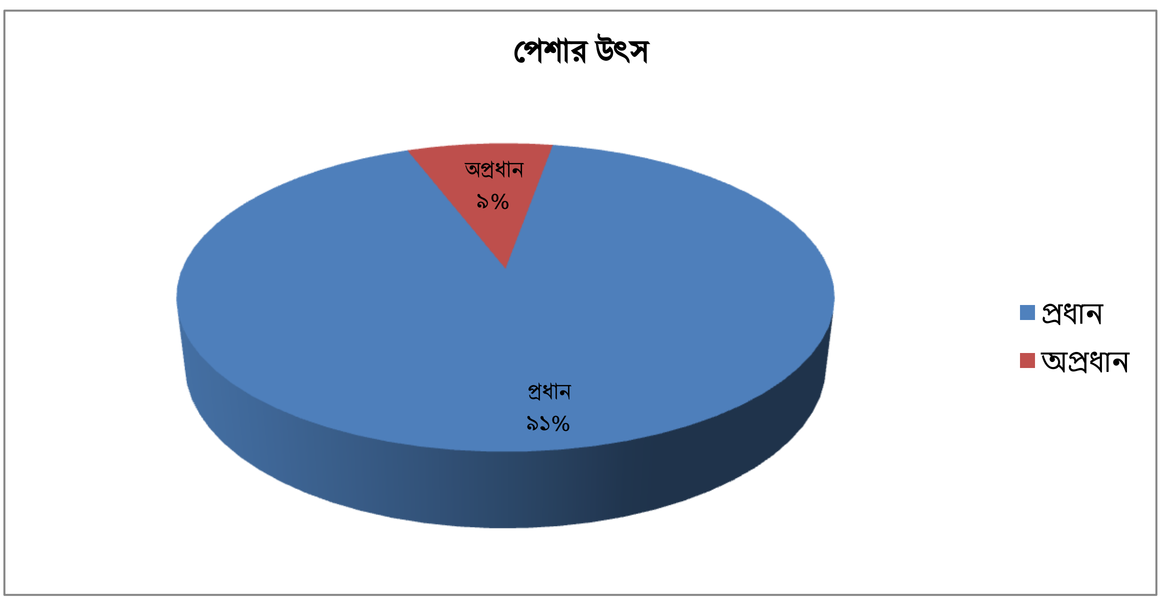

লেখচিত্র-৬: পেশার উৎস

অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকা হয় কি না এবং হলে কি ধরণের পেশাএ প্রশ্নের জবাবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৭% হ্যাঁ উত্তর দেন এবং ৩৩% না উত্তর দেন। উল্লেখযোগ্য পেশাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি (৬৯%), গবাদি পশু (১০%), ক্ষুদ্র ব্যবসা (১০%), হস্তশিল্প (৬%) ভ্যান চালক (৫%) ।

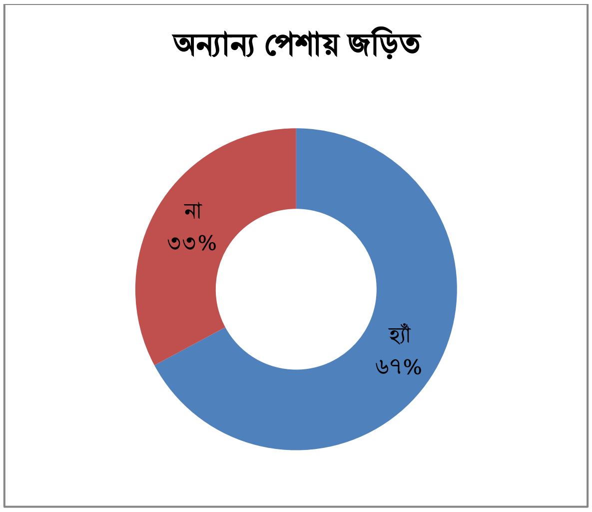

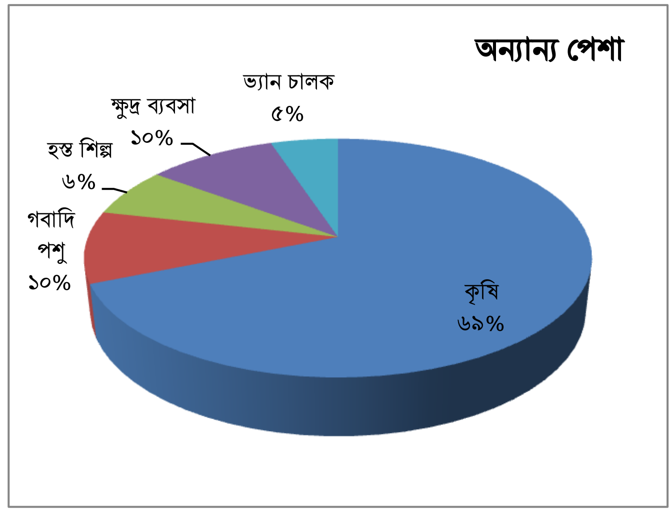

লেখচিত্র-৭: অন্যান্য পেশায় জড়িতঅনুপাতলেখচিত্র-৮: পেশার নাম

জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে মৎস্যজীবীদের পেশা পরিবর্তন ঘটছে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের বংশধেরদের অনেকেই এ পেশায় আগ্রহী হচ্ছে না। তবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মৎস্যজীবী অপেক্ষা মৎস্য চাষকে পেশা হিসেবে নেয়ার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। জরিপে অন্তর্ভুক্তদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৪৫% এ পেশায় সন্তুষ্ট না হলেও ৫৫% ব্যক্তি এ পেশা হিসেবে নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। জরীপ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১০ বছরের বেশী সময় ধরে এ পেশায় আছেন এমন সদস্য ৭১%; ৫-১০ বছর এ পেশায় রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ১৭%, ৩-৫ বছর ধরে ১০% ব্যক্তি এপেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন এবং ২শতাংশ ব্যক্তি ০-৩ বছর ধরে এ পেশায় জড়িত রয়েছে।

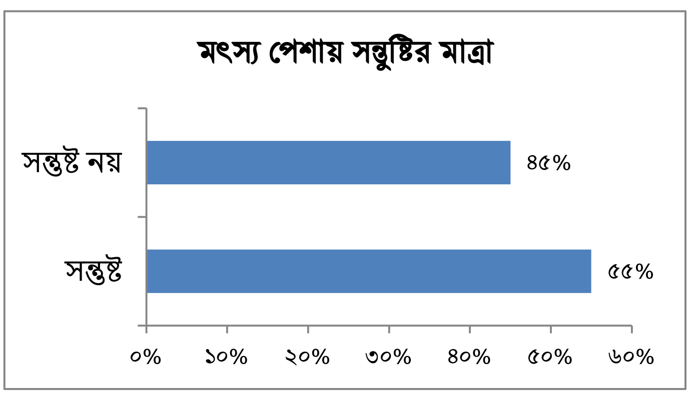

লেখচিত্র-৯: মৎস্য পেশায় সন্তুষ্টির মাত্রা

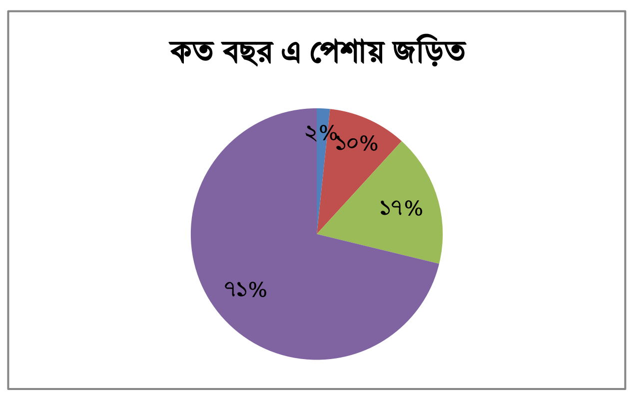

লেখচিত্র-১০: পেশায় সম্পৃক্ততার বছর

৩.১.৪.১ বছরে কত সময় মৎস্য পেশায় সম্পৃক্ত থাকা হয়

বাংলাদেশের বিশাল জলরাশি অপরিমেয় মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ।বর্তমানেমাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে পাওয়া যায় ৫৭% মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী বছরে ৩-৬ মাস এ পেশায় সম্পৃক্ত থাকে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সারাবছর এ পেশায় সম্পৃক্ততার হার ৩৭% ।

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল মৎস্য খাতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ৩৫% উত্তরদাতা বলেছেন যুবকদের মধ্যে মৎস্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। এ খাতে ব্যক্তি উদ্যোক্তা তৈরী হচ্ছে। তবে তারা গতানুগতিক মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী নন। মৎস্য ব্যবসায়ী হিসেবে তারা কার্যক্রম করছেন। তবে ৪৩% উত্তরদাতা মনে করেন মৎস্য পেশায় ঝুঁকির কারণে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নীচু এলাকা, অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি) পেশা হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা তৈরী হয়নি। মৎস্যচাষীদের জন্য এটি একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে মনে করেন ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে ৪৩% উত্তরদাতা মনে করেন মৎস্য পেশায় জড়িত পরিবারগুলো ঝুঁকি, প্রতিবন্ধকতা এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় এ পেশায় থাকতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এবং জীবীকার তাগিদে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

৩.১.৪.২ গড় আয়

বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে ২৮২৪ মার্কিন ডলার (২, ৫৯,৮০৮ বাংলাদেশী টাকা) এ উন্নীত হয়েছে (সূত্র: প্রথম আলো,জুন,২৮,২০২২)। জরিপের আওতাভুক্ত মৎস্যজীবীদের ৫৯% এর গড় মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার কম। অর্থাৎ এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মাথাপিছু গড় আয় থেকেও কম আয় করে।যাদের আয়ের পরিমাণ ১০,০০০ হাজার টাকার বেশী তারা মৎস্যচাষসহ নানাবিধ পেশায় জড়িত।

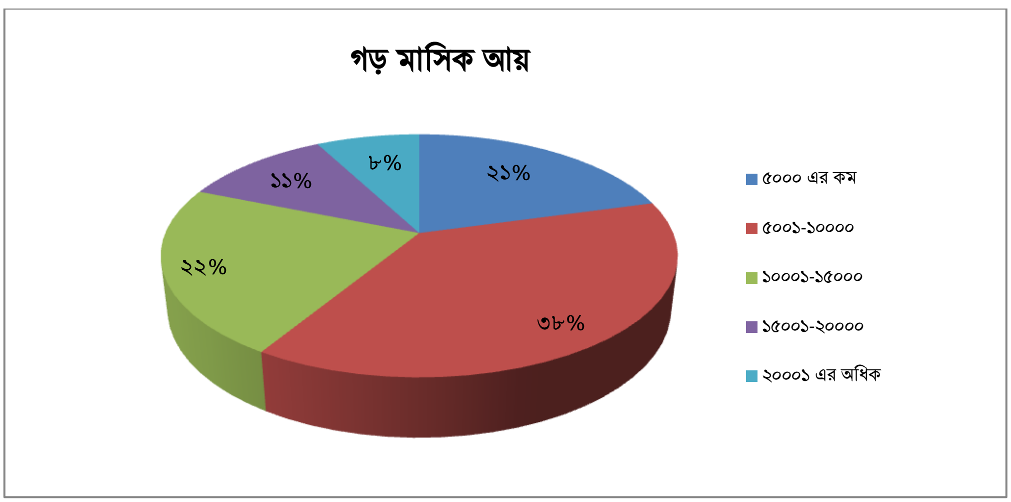

লেখচিত্র-১১: গড় মাসিক আয়

৩.১.৫ সামাজিক মর্যাদা/ ক্ষমতায়ন

জরীপ প্রশ্নমালা ০২ (ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত) এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা কমিটির ৭৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমিতিতে জড়িত থাকার কারণে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। তবে ২৭% সদস্য মনে করেন তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি।

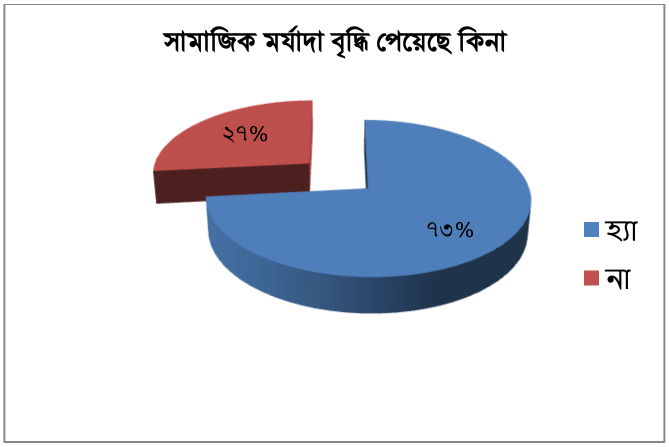

লেখচিত্র-১২: সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

৩.২ সাংগঠনিক তথ্য

৩.২.১ ব্যবস্থাপনা কমিটির ধরণ

সারা বাংলাদেশ থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক হতে জরীপ প্রশ্নমালা ২ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা মোট অংশগ্রহণকারীর ৩৫%। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৮০% সমিতিতে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান। ১৩% সমিতি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বার পরিচালিত হচ্ছে এবং মাত্র ৬% সমিতিতে নিয়োগকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

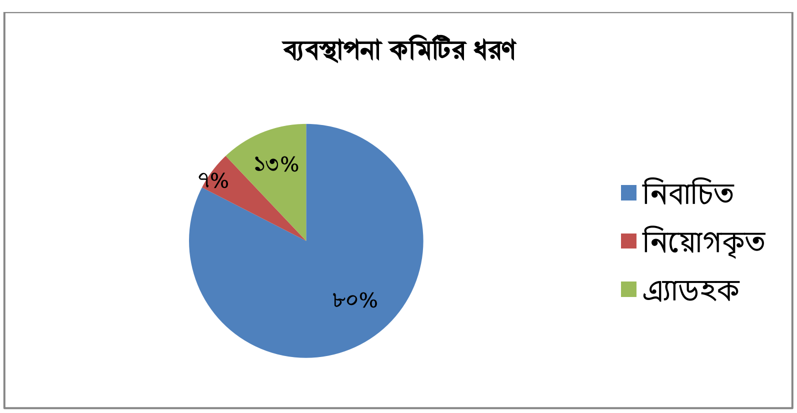

লেখচিত্র-১৩: ব্যবস্থাপনা কমিটির ধরণ

৩.২.২ সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান

সমবায় সমিতিগুলো সঠিক ভাবে কার্যক্রম করছে কিনা তা নিরূপণের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সমিতিতে নিয়মিত মাসিক ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা। জরীপে অংশগ্রহণকারী ভাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯০ ভাগ সদস্য জানিয়েছেন সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান হয়।

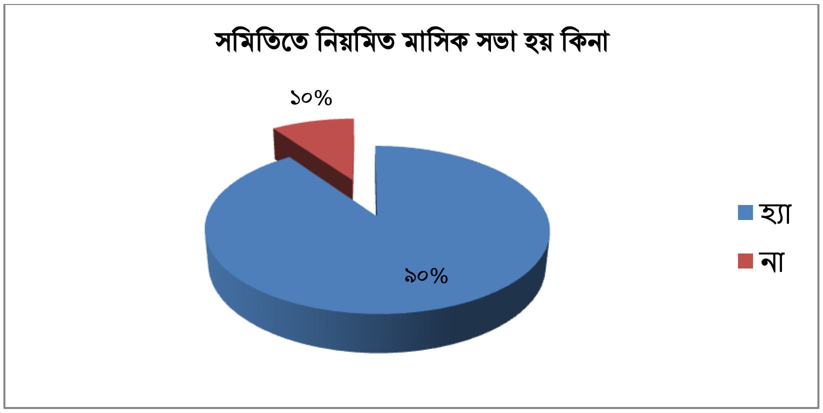

লেখচিত্র-১৪: নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্টান

৩.২.৩ সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদন

সমবায় সমিতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতি অর্থবছরে সমিতির বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা একটি বিধিবদ্ধ কার্যক্রম। সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদিত হলে সমিতির কাযক্রমে স্বচ্ছতা থাকে। জরীপে অংশগ্রহণকারীব্যবস্থাপনা কমিটির ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন সমিতিতে নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন হয়।

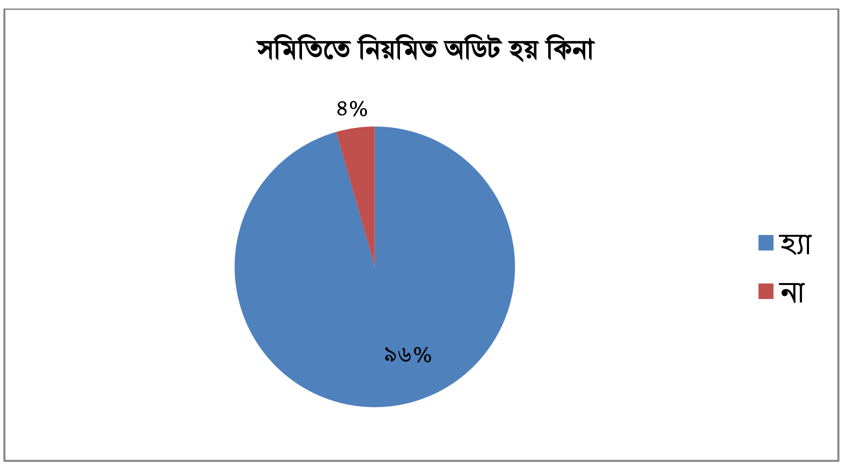

লেখচিত্র-১৫: নিয়মিত অডিট সম্পাদন

৩.৩ সমবায় সমিতির আর্থিক অবস্থা

৩.৩.১ সমিতির সম্পদ

মৎস্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হলেও এ পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রান্তিক পযায়ের। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ১০,০০০ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। এসকল সমিতির শেয়ার, সঞ্চয় আমানত, কার্যকরী মূলধন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থা দূর্বল যার প্রতিফলন এ গবেষনার ফলাফলেও উঠে এসেছে। মাঠ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩১৫টি সমিতি হতে প্রাপ্ত সম্পদের বিবরণ অনুযায়ী ৯৩% সমিতির কোন স্থাবর সম্পদ নেই।

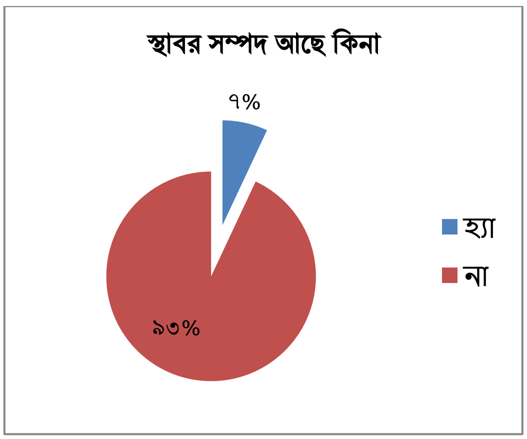

লেখচিত্র-১৬: সমিতির স্থাবর সম্পদ

জরীপ প্রশ্নমালা ২ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাত্র ৭ শতাংশ সমিতির স্থাবর সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ১৩ টি সমিতির জমি রয়েছে, ৫টি সমিতির নৌকা, জাল রয়েছে। মাত্র ৪টি সমিতির নামে জলাশয়/খাস পুকুর বরাদ্দ রয়েছে।

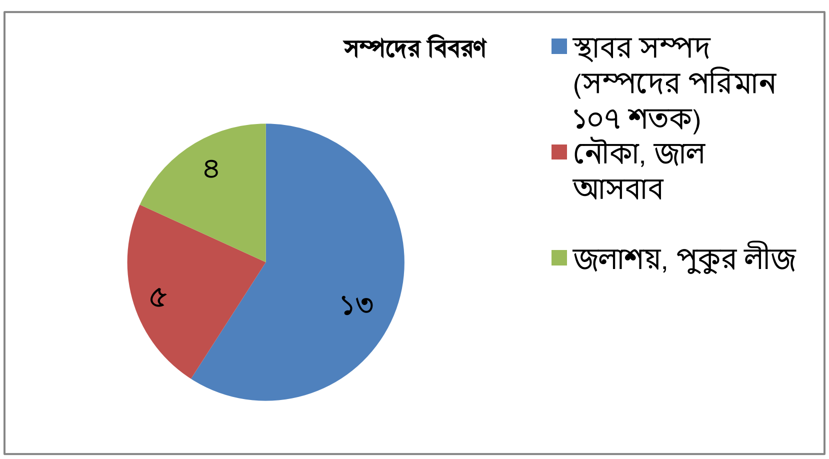

লেখচিত্র-১৭: সম্পদের বিবরণ

৩.৩.২ নীট মুনাফা

জরীপে অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬৩% সমিতিতে মুনাফা অর্জিত হয় এবং গড় মুনাফার পরিমান ৩৬,৮০৪ টাকা। অবশিষ্ঠ ৩৭% সমিতিতে কোন মুনাফা নেই বলে জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকগণ উল্লেখ করেছেন।

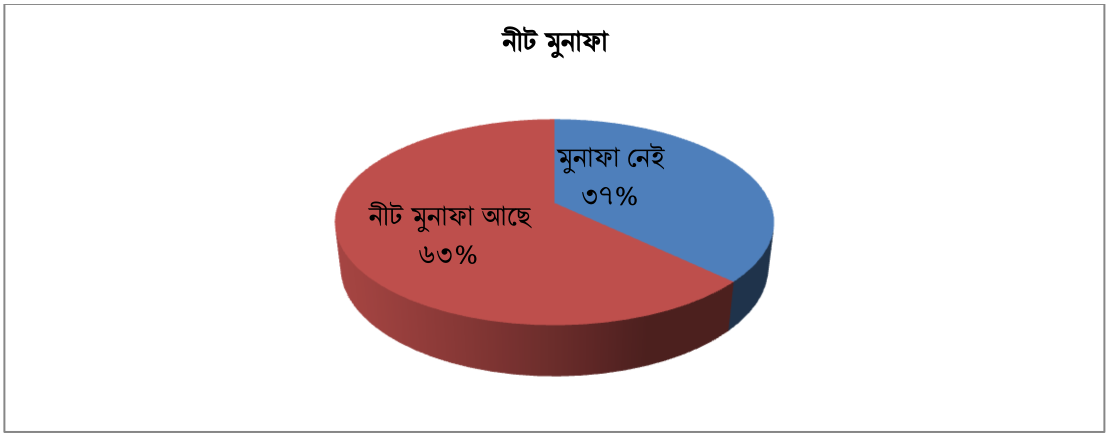

লেখচিত্র-১৮: নীট মুনাফা

৩.৩.৩ লভ্যাংশ প্রদান

অনুরূপভাবে সমিতিগুলো সদস্যদের মধ্যে যথাযথভাবে লভ্যাংশ প্রদান করে কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫৮% সমিতি সদস্যদের লভ্যাংশ প্রদান করে ।

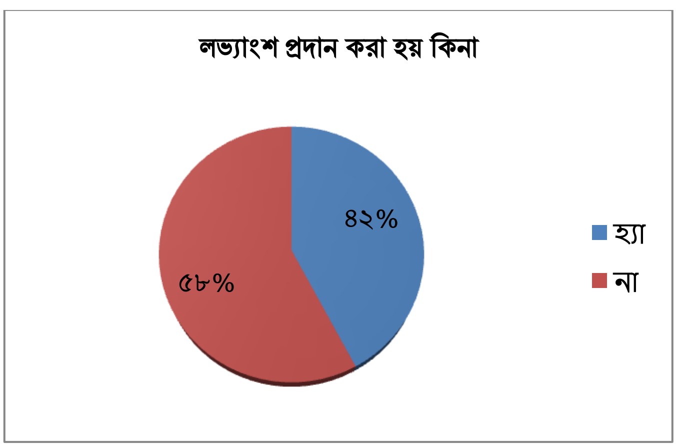

লেখচিত্র-১৯: লভ্যাংশ প্রদান

৩.৩.৪ সিডিএফ প্রদান

সিডিএফ আদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৬৯% সমিতি হতে সিডিএফ আদায় হলেও আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ায় ৩১% হতে কোন সিডিএফ আদায় হয়না।

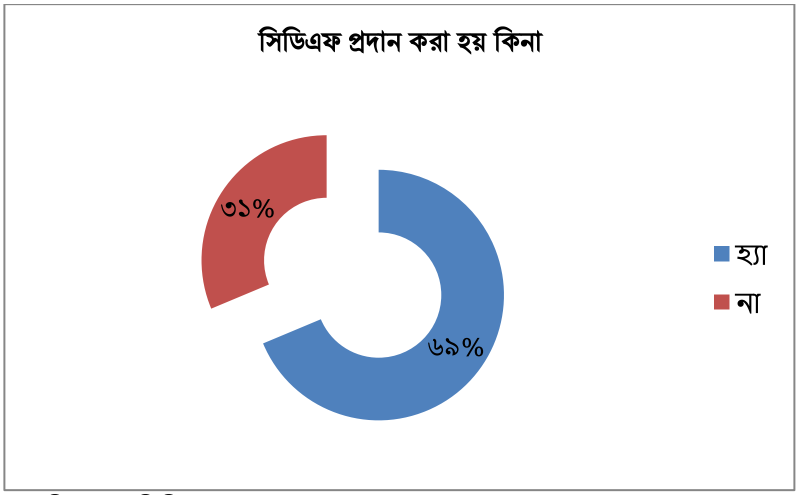

লেখচিত্র-২০: সিডিএফ প্রদান

৩.৪ সমিতি কর্তৃক সমবায়ীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

জরীপ প্রশ্নমালা ২ এর মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো হতে সদস্যদের কোন ধরণের সহায়তা করা হয় কি না এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিকট প্রশ্ন করা হলে ৬৭% উত্তরদাতা বলেছেন সমিতি হতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করা হয় । তবে ৩৩% অংশগ্রহণকারী মনে করেন সমিতি থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা করা হয় না। উত্তরদাতাগণ সমবায় সমিতি হতে প্রাপ্ত সহায়তার মধ্যে ঋণ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তার কথা বলেছেন। সমিতি হতে সদস্যরা কি ধরণের সহায়তা চায় এমন প্রশ্নের জবাবে ৪৮% অংশগ্রহনকারী মনে করে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশিক্ষণ (১৮%), মৎস্য উপকরণ (২৩%), জলমহাল ইজারা প্রাপ্তিতে সহায়তা (১১%) চান বলে উত্তরদাতাগণ মতামত দিয়েছেন।

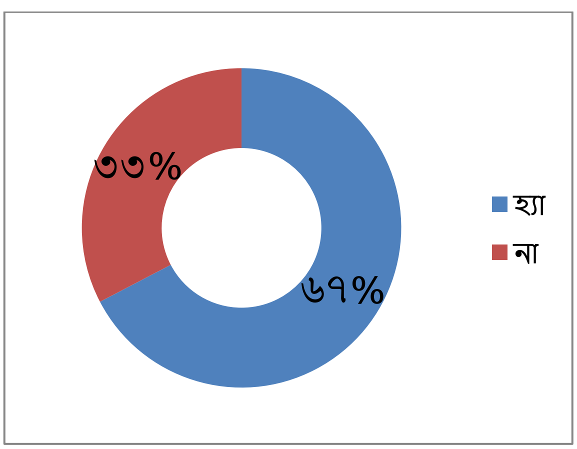

লেখচিত্র-২১: সমিতি হতে সহায়তা পায় কি না

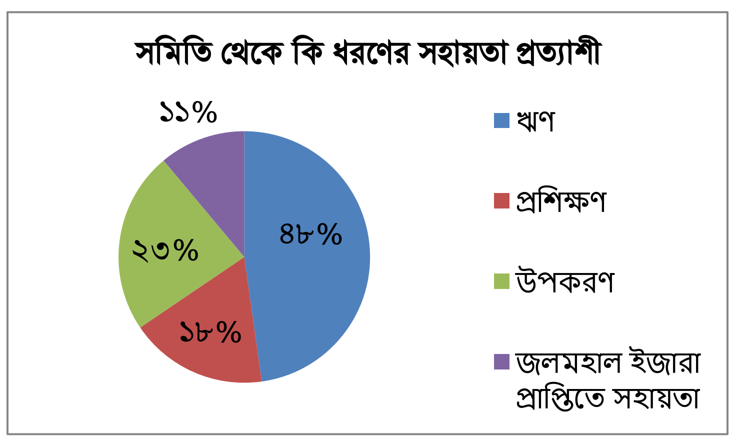

লেখচিত্র- ২২:সমিতি থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা

অন্যদিকে সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমিতি কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে এ প্রশ্নের জবাবে ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ/সহায়তার কথা বলেছেন:

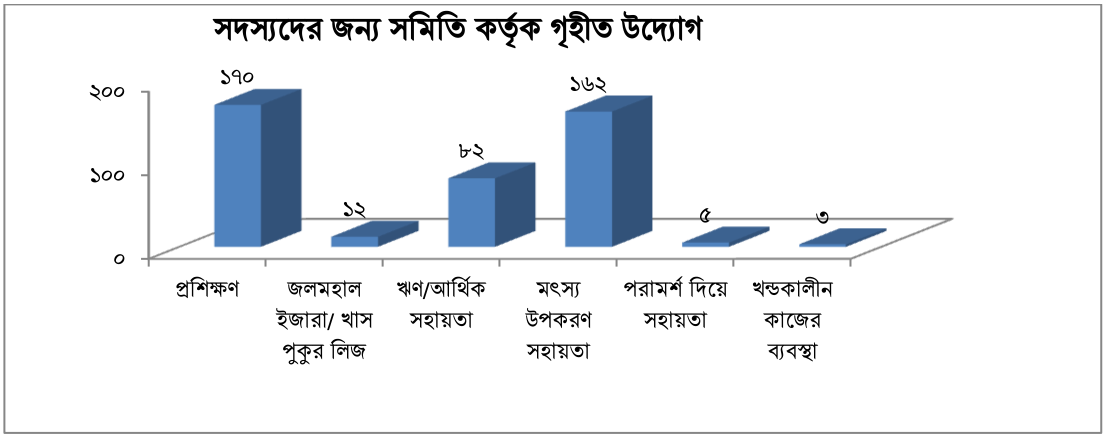

লেখচিত্র-২৩: সমিতি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

৩.৫ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায়ীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরীপে অংশগ্রহণকারী ৭৮% উত্তরদাতা সমবায় অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের কথা বলেছেন । ৮% উত্তরদাতা ঋণ সহায়তা প্রদানের কথা বলেছেন। তবে সমবায় অধিদপ্তর থেকে কোন ঋণ সহায়তা পান না বলে মতামত দিয়েছেন ৮% উত্তরদাতা।এছাড়াও জলমহাল ইজারা প্রাপ্তিতে সহায়তা, সমিতির কাযক্রম মনিটরিং ও আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেতে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকার কথা অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখ করেছেন।

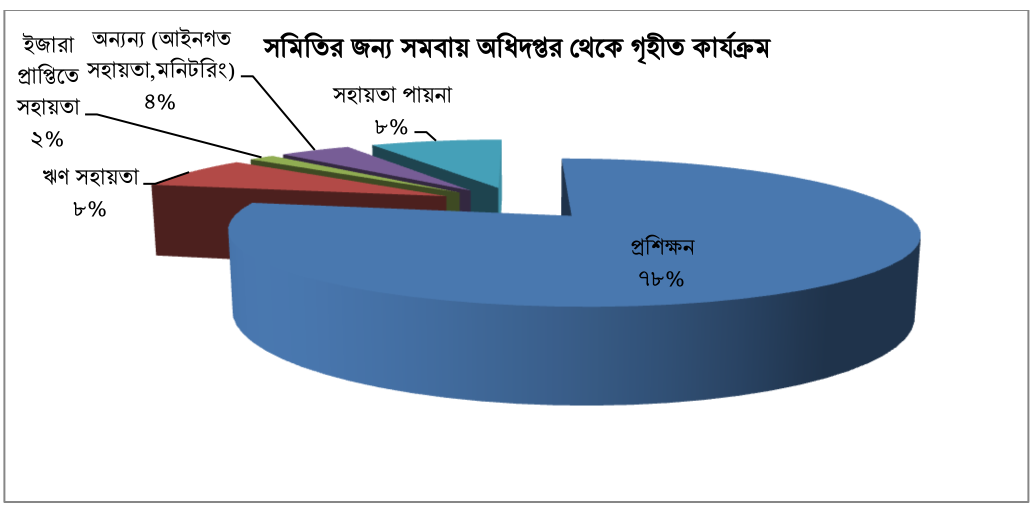

লেখচিত্র-২৪: সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

৩.৬ ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত

জরিপ প্রশ্নমালা ১ হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে৬৬% মৎস্যজীবীর কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। অন্যদিকে জরীপ প্রশ্নমালা-২ এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য বিশ্লেষন করে ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় ২৩৫টি সমবায় সমিতিতে (৭৫%) সমিতির নামে ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে এবং ৮০টি সমিতির (২৫%) কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই।

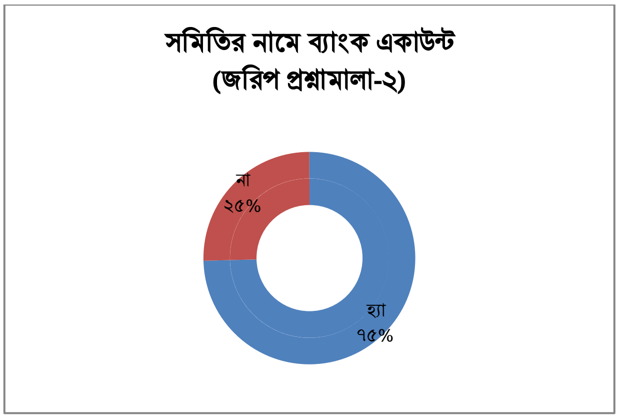

লেখচিত্র-২৫: সমিতির ব্যাংক একাউন্ট তথ্য (জরিপ প্রশ্নামালা-২)

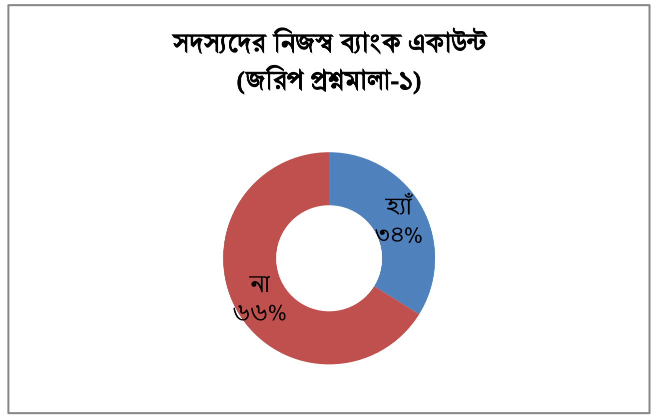

লেখচিত্র-২৬: সদস্যদের ব্যাংক একাউন্ট তথ্য (জরিপ প্রশ্নামালা-১)

৩.৭ মৎস্যজীবী কার্ড এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় জরীপে অংশগ্রহণকারী সমবায়ী সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৬৪% উত্তর দাতার FID কার্ড রয়েছে এবং ৩৬% উত্তর দাতার FID কার্ড নেই। তবে FID কার্ড থাকার পরেও এ পেশায় নিয়োজিতগণ স্বল্প আয় ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারছে না।

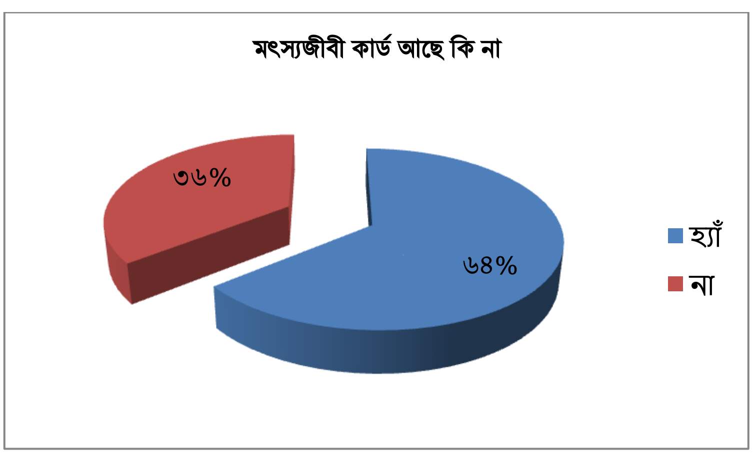

লেখচিত্র-২৭: মৎস্যজীবী কার্ড আছে কিনা

৩.৭.১ মৎস্যজীবী কার্ড না থাকায় কোন সমস্যা হয় কিনা

জরীপে অংশগ্রহণকারী ৩১৫টি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য যাদের ৪২% এর মৎস্যজীবী কার্ড নেই তাদের কাছে জরীপ প্রশ্নমালা ২ এর মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল মৎস্যজীবী কার্ড না থাকায় কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কিনা। এদের মধ্যে ৬৪% বলেছেন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় অন্যদিকে ৩৬% উত্তরদাতা বলেছেন কোন সমস্যা হয়না।

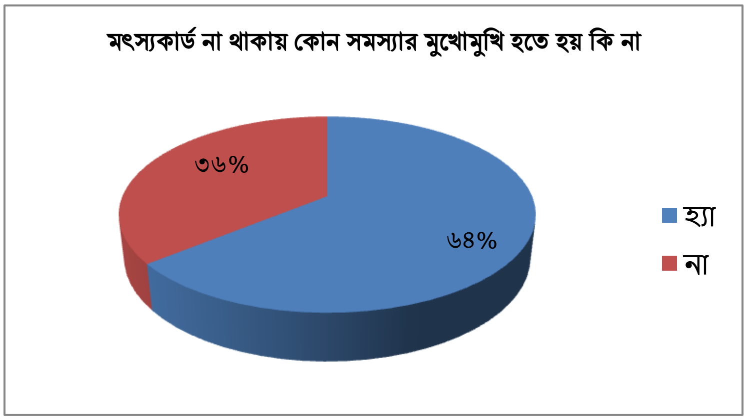

লেখচিত্র-২৮: মৎস্যকার্ড না থাকায়সমস্যা হয় কিনা

৩.৭.২ মৎস্যজীবী কার্ড না থাকায় যেসকল সমস্যা হয় তা দূরীকরণে করণীয়

লেখচিত্র-২৮ এ বর্ণিত ৬৪% উত্তরদাতা যারা মৎস্যজীবী কার্ড না থাকায় সমস্যার কথা বলেছেন তারা এ সকল সমস্যা দূরীকরণে FID কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা, জলমহাল ইজারা প্রদান সহজ করা ও মূল্য কমানো এবং মৎস্যদপ্তরের সাথে যোগাযোগের সুপারিশ করেছেন।

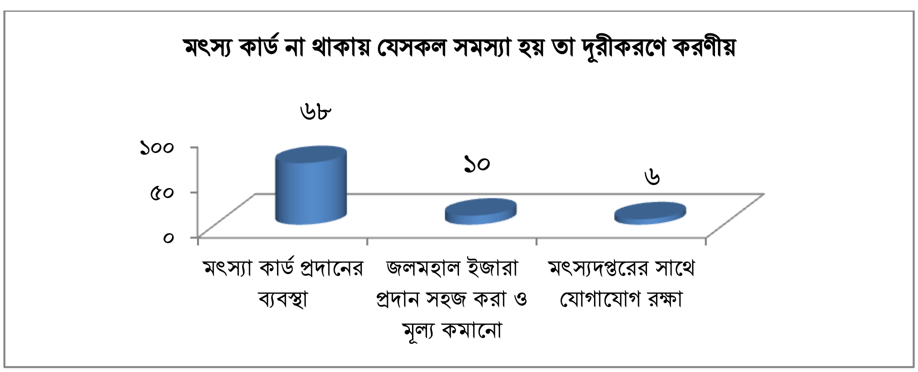

লেখচিত্র-২৯:মৎস্য কার্ড না থাকায় যেসকল সমস্যা হয় তা দূরীকরণে করণীয়

৩.৮ মৎস্যজীবীদের মৎস্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা

গবেষনা হতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জরীপ প্রশ্নমালা ২ এর মাধ্যমে উত্তরদাতা সমবায়ী সদস্যদের বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ও বিক্রয়ের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উৎপাদন খরচের তুলনায় মুনাফা আশানুরুপ নয়।

উৎপাদন/আহরণ (কেজি)	মোটউৎপাদনখরচ (টাকা)	মোটবাজারমূল্য (টাকা)
২৯৫৬.৬৬	৪,২৪,৬৫৪	৬,১১,৫৯৩

সারণী-১: বাৎসরিক মাছ উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ

৩.৯ মৎস্য উৎপাদন/আহরণের উৎস এবং মৎস্য উপকরণের উপর মালিকানার ধরণ

বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের বেশির ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের ফলে মৎস্য আহরণের উৎস এবং উপকরণের উপর মৎস্যজীবীদের মালিকানা নেই বললেই চলে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় মৎস্য আহরণের উৎসগুলোর উপর মালিকানার ক্ষেত্রে ভাড়া/ইজারার সংখ্যা সর্বাধিক বলে মতামত দিয়েছে জরিপে অংশ নেয়া ৩২৫ জন, সমবায় সমিতির মালিকানা রয়েছে এমন উত্তর দিয়েছেন ১৭৭ জন এবং মৎস্যচাষীদের ক্ষেত্রে নিজস্ব মালিকানা উৎস রয়েছে এমন মতামত দিয়েছেন ৯২ জন।

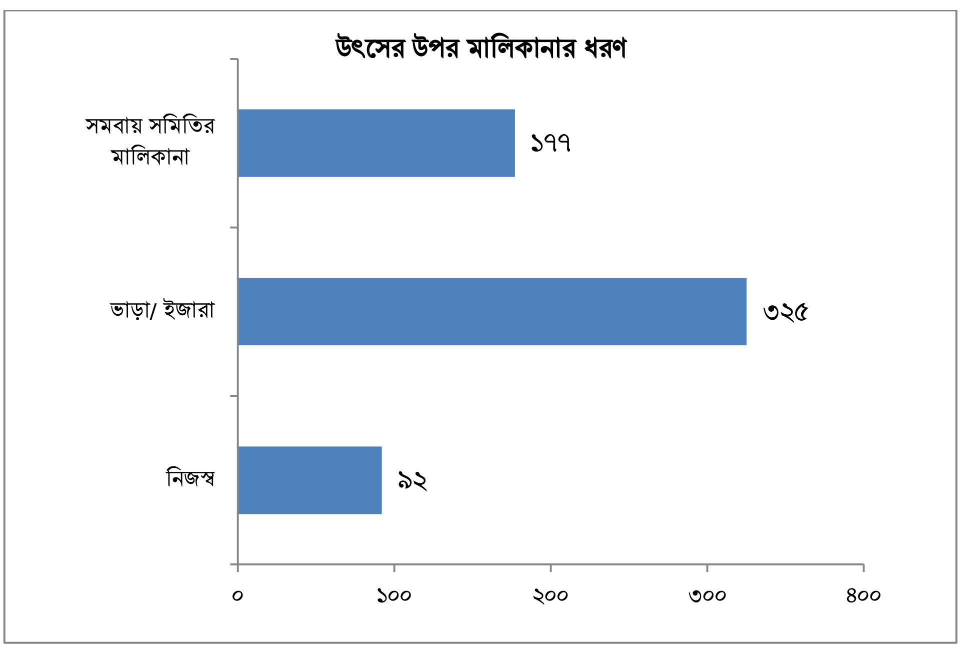

লেখচিত্র-৩০: উৎসের উপর মালিকানার ধরণ

মৎস্য উপকরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ৩৪% উত্তরদাতার মতে মৎস্য উপকরনের (নৌকা/ জাল ইত্যাদি) মালিকানার ধরণ ভাড়া বা ইজারা। এছাড়া নিজস্ব মালিকানার (৩০%), সমবায় সমিতির মালিকানায় (২৫%) এবং মহাজনের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ১১% বলে মতামত দিয়েছেন জরীপে অংশ নেয়া ব্যক্তিগণ।

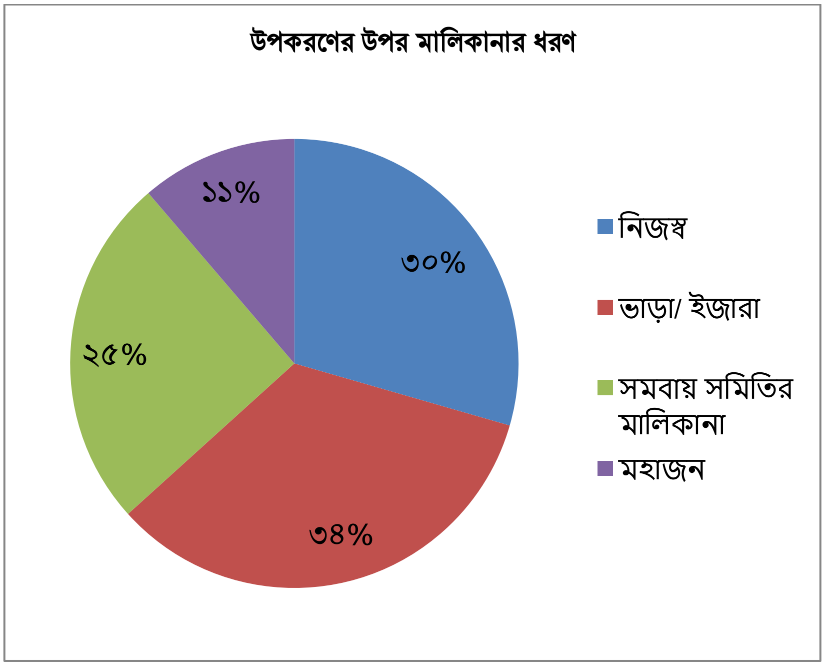

লেখচিত্র-৩১:মৎস্য উপকরণের উপর মালিকানার ধরণ

৩.১০ প্রশিক্ষণ

জরীপ প্রশ্নমালা-১ হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জরীপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৮% সমবায়ী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যাদের মধ্যে ৬৮% উত্তরদাতা সমবায়ী সমবায় অধিদপ্তর হতে মৎস্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৬০% উত্তরদাতা মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। খুব অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা এনজিও ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এছাড়াও সমবায় সমিতির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের আয়োজন খুবই কম (৬%) । অন্যদিকে ৩২% উত্তরদাতা কোন প্রশিক্ষণ পাননি বলে জানিয়েছেন।

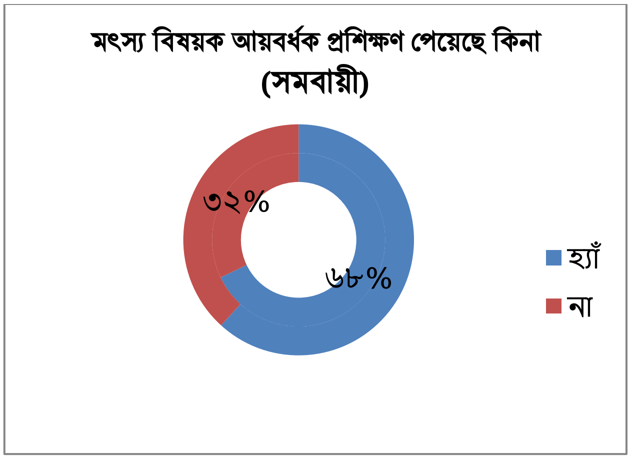

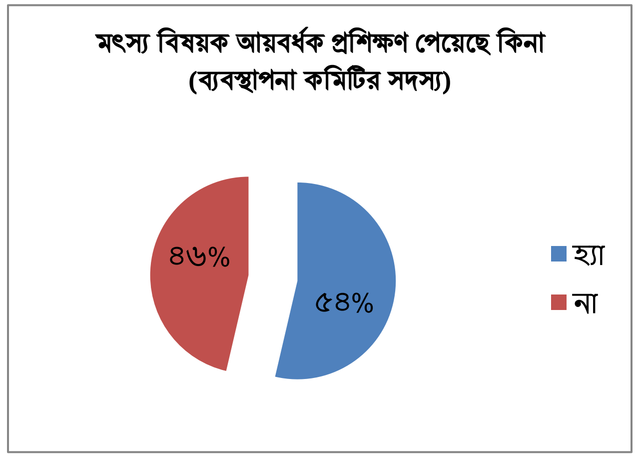

লেখচিত্র-৩২: সমবায়ীদের মৎস্য বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ

লেখচিত্র-৩৩: ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ

জরীপ প্রশ্নমালা-২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১৬৯ (৫৪%) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ১৪৬ (৪৬%) জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন তার প্রশিক্ষণ পাননি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৬৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৮ জন সমবায় অধিদপ্তর থেকে, ৮১ মৎস্য অধিদপ্তর থেকে ৭ জন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে এবং ৩ জনএনজিও হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

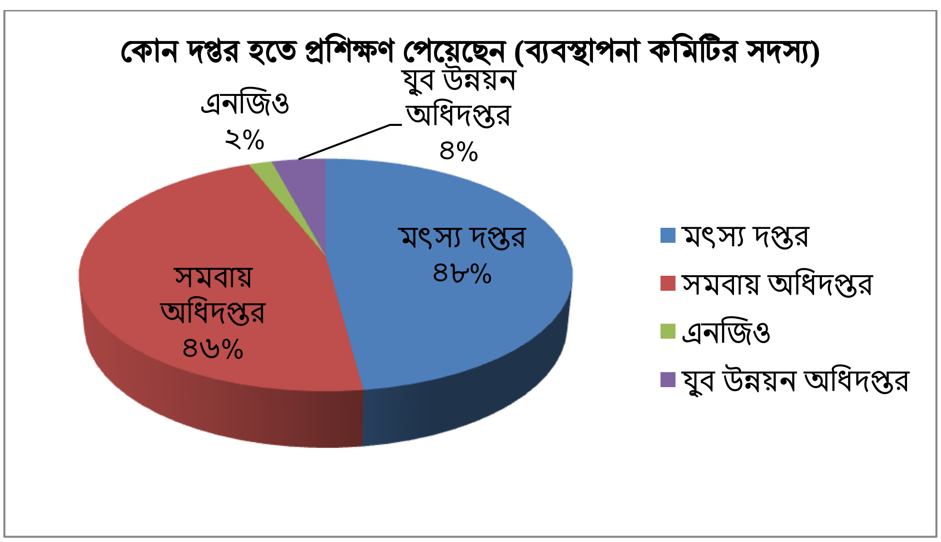

লেখচিত্র-৩৪: দপ্তরভিত্তিক প্রশিক্ষণ

মৎস্য বিষয়ক আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৭২% জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ সমবায়ী সদস্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করলেও ২৮% এর মতে আধুনিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই

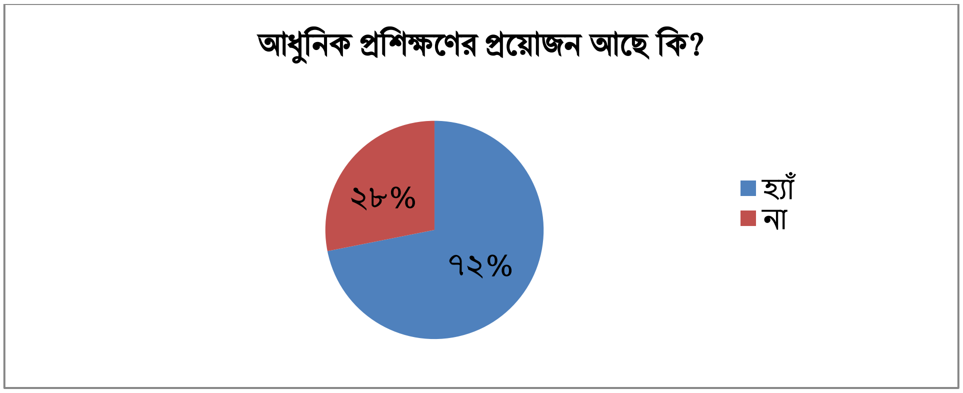

লেখচিত্র-৩৫: আধুনিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

তবে আধুনিক প্রশিক্ষণ চান এমন ব্যক্তিগণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ, মাছের রেণু পোনা উৎপাদন পদ্ধতি, খাচায় মাছ চাষ, পুকুর তৈরি, মাছ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ, মাছ হতে উৎপাদিত খাদ্য প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে বলে জানান।

৩.১১ আহরিত/ সংগৃহীত মাছ বিক্রয়ের স্থান

মৎস্যজীবী সদস্যগণ তাদের আহরিত/ সংগৃহীত মাছ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে ৭৬.৯৩%, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে ৪১.৯১%, মহাজন/ আড়তদারের নিকট বিক্রী করে ১৪.৬৪%। সামান্য পরিমাণে সমবায় সমিতিতে, অন্য জেলা শহরের বাজারেও বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

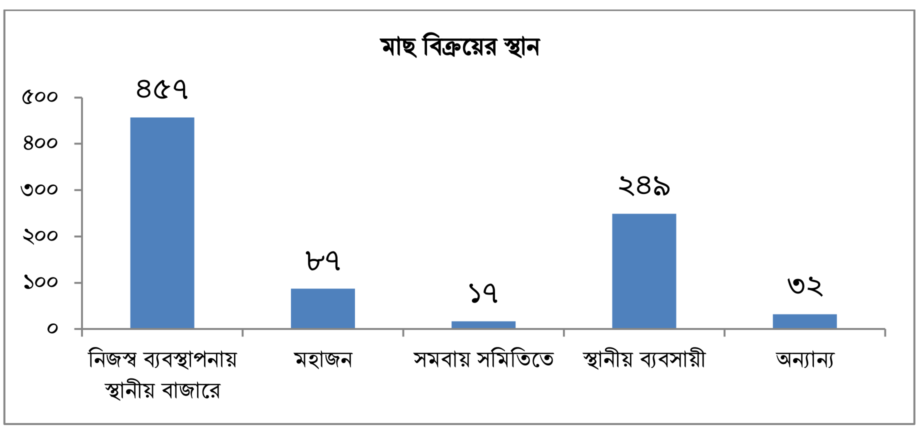

লেখচিত্র-৩৬:মাছ বিক্রয়ের স্থান

৩.১২ সদস্যদের উৎপাদিত/আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা

জরীপ প্রশ্নমালা-২ এর মাধ্যমে উত্তরদাতা ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যকে মৎস্য বাজারজাতকরণে সমিতির কোন ভূমিকা আছে কিনা তা জিজ্ঞাস করা হয়। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫৪% উত্তরদাতা মনে করেন সমিতির ভূমিকা আছে যেমন পরিবহন কাজে সহায়তা, আড়তদারের কাছে বিক্রিতে সহায়তা,পরামর্শ দিয়ে সহায়তা,বাজারজাতকরনে সহায়তা, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সমিতির মাধ্যমে মাছ বিক্রয়ে সহায়তা। তবে ৪৬% অংশগ্রহণকারী বলেছেন মাছ বাজারজাতকরণে সমিতির কোন ভূমিকা নেই।

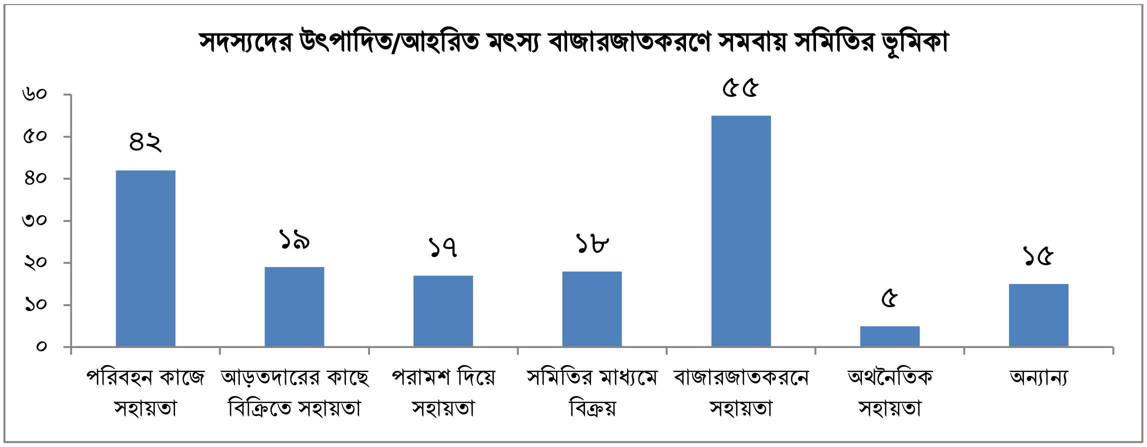

লেখচিত্র-৩৭:সদস্যদের উৎপাদিত/আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা

৩.১৩ মাছ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার

মাছ আহরণ ও চাষের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মৎস্যজীবী সনাতন পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উৎস হতে মৎস্য আহরণ করেন। মাছ চাষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও প্রশিক্ষনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। জরীপ প্রশ্নমালা-১ ও জরীপ প্রশ্নমালা-২ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৩% মৎস্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেননা বলে জানিয়েছেন।মাত্র১৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন।

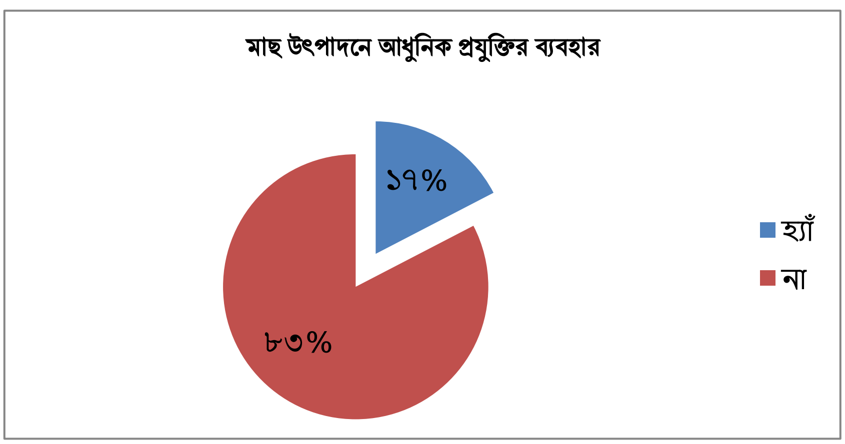

লেখচিত্র-৩৮:মাছ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

জরীপ প্রশ্নমালা-২ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদনে যেসকল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণ তথ্য দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

- সার, মাছের খাবার তৈরী, রোগবালাই দমনের সঠিক নিয়ম ও ঔষধ ব্যবহার
- ট্রলার এবং সুতার জাল
- মটরের মাধ্যমে পানি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, এ্যারেটর
- জলাশয় পরিষ্কার/খনন কাজ
- মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি, খাচায় মাছ চাষ
- পানির গভীরতা মোতাবেক মৎস্য চাষ, একরে কয়টি মাছ চাষ করা যায়
- হ্যাচারী থেকে ডিম সংগ্রহ করে মাছের পোনা নার্সিং
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিম ফোটানো হয়, পানির গ্যাস মুক্ত করা হয়
- মাছের সঠিক মাত্রায় অক্সিজেন পাওয়ার জন্য আধুনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে
- চাইনিজ পিদ্ধতে মৎস্যচাষ
- উন্নত জাতের পোনা সংগ্রহ, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের পরিচর্যা ও খাবার প্রয়োজন
- পুকুরে অক্সিজেন উৎপাদন হয় এমন প্রযুক্তি
- উন্নত জাতের পোনা সংগ্রহ, পোনা মজুদ,
- জৈব সার ব্যবহার
- মাটি খনন করে কৃত্রিমভাবে মাছের রেনু ফুটানো হয়

অন্যদিকে জরীপে অংশগ্রহণকারী সমবায়ী সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির ৮৩% উত্তরদাতামাছ উৎপাদন/আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন না এবং এদের মধ্যে ৮৮% অংশগ্রহণকারীই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অবগতও নন। মাত্র ১২% প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অবগত আছেন বলে ফলাফলে দেখা যায়।

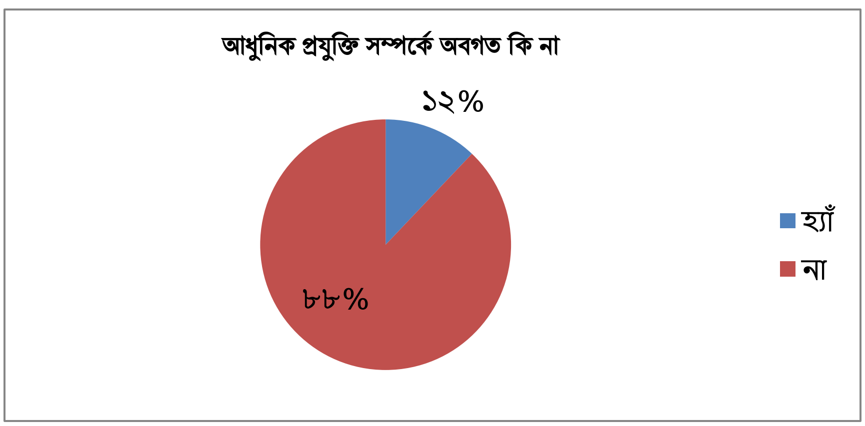

লেখচিত্র-৩৯: আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত কি না

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে মৎস্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে বর্তমানে মৎস্যখাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। ৭০% বলেছেন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন খাঁচায় মাছ চাষ, কুয়োর মত বদ্ধ জায়গায় মাছ চাষ, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং পানির অক্সিজেন ঠিক রাখা।

তবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসনে অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীগণের ৭৫% মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ততটা অবগত নন এবং এ সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ পাননি বলে জানান।

৩.১৪ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রাকৃতিক উৎস্য হতে মৎস্য আহরণ এবং বর্তমানে মৎস্য চাষ প্রক্রিয়ায় মৎস্য উপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণসহ বিভিন্নক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরাও এ পেশায় তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করেছেন। জরীপ প্রশ্নমালা-১ ও জরীপ প্রশ্নমালা-২ হতে প্রাপ্ত সমবায়ী সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উত্তরদাতাদের ২৬% এর মতে প্রশিক্ষণের অভাব ও ৩১% এর মতে পুজিঁর অভাবকাজেরক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা। ১৫% উত্তরদাতা ন্যায্যমূল্য না পাওয়া এবং ১০% উত্তরদাতা জলাশয়/মৎস্য উপকরণের উপর মালিকানা না থাকাকে প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন । এছাড়া মাছের খাবারের দামবৃদ্ধি,পোনার অপর্যাপ্ততা, হিমাগারের অভাব এবং পরিবহন সমস্যা, বাজারের অভাব এবং মহাজন/মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেটকেঅন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে জরীপে অংশগ্রহণকারীগণ।

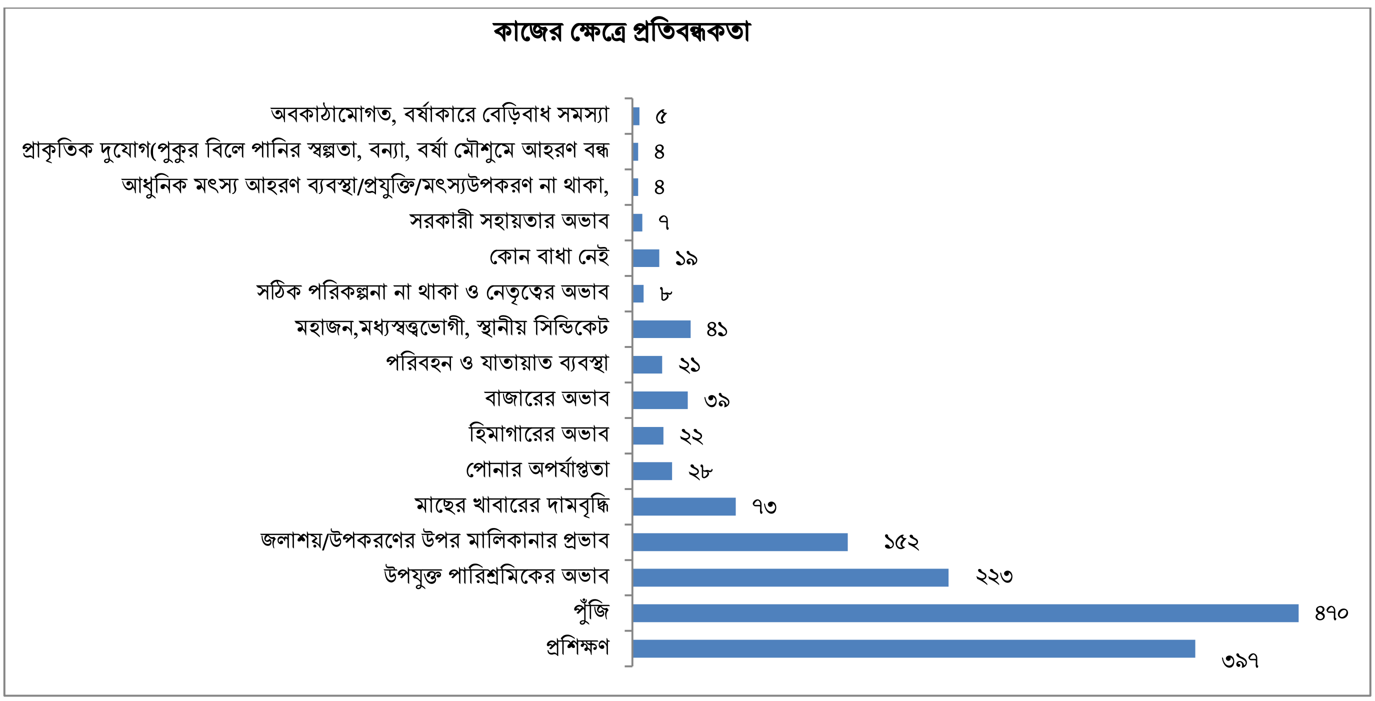

লেখচিত্র-৪০: কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

৩.১৫ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ

জরীপ প্রশ্নমালা-১ হতে প্রাপ্ত সমবায় সদস্যদের তথ্য ও জরীপ প্রশ্নমালা -২ হতে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সারণী-২ এ বেশ কিছু উপায় চিহ্নিত করা হয়েছে:

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উপায়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঋণ সহায়তা	২৯৭	৪১%
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা	১১৩	১৬%
প্রশিক্ষণ	১২২	১৭%
ইজারা প্রাপ্তিতে সহায়তা	২২	৩%
আধুনিক মৎস্য উপকরণ সরবরাহ	৬১	৮%
হিমাগার/মৎস্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা	২১	৩%
অবকাঠামোগত উন্নয়ন/খনন/সংস্কার	১৫	২%
জলদস্যু প্রতিরোধ	১৮	২%
রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত	১৫	২%
ন্যয্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	১৮	২%
মাছের পোনার পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা	১২	২%
মাছের খাদ্য তৈরীর কারখানা স্থাপন	৮	১%
মোট	**৭২২**	

সারনী-২: কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ ****একাধিক উত্তর রয়েছে।**

৩.১৬ জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

জরীপে অংশগ্রহণকারী ৫৯৪ জন সমবায়ী সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের নিকট জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি জানতে চাইলে৪৬% উত্তরদাতা পুঁজি না থাকা এবং ৩৫% উত্তরদাতা রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও মৎস্যজীবী কার্ড না থাকা, ইজারা মূল্য অধিক হওয়া, একই এলাকায় একাধিক সমিতি থাকা, অনলাইনে আবেদন করতে না পারা এবং সমিতির সক্ষমতা না থাকাকে জলমহাল ইজারা না পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।তবে জরীপে অংশগ্রহণকারী ৩% উত্তরদাতা মনে করে ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।

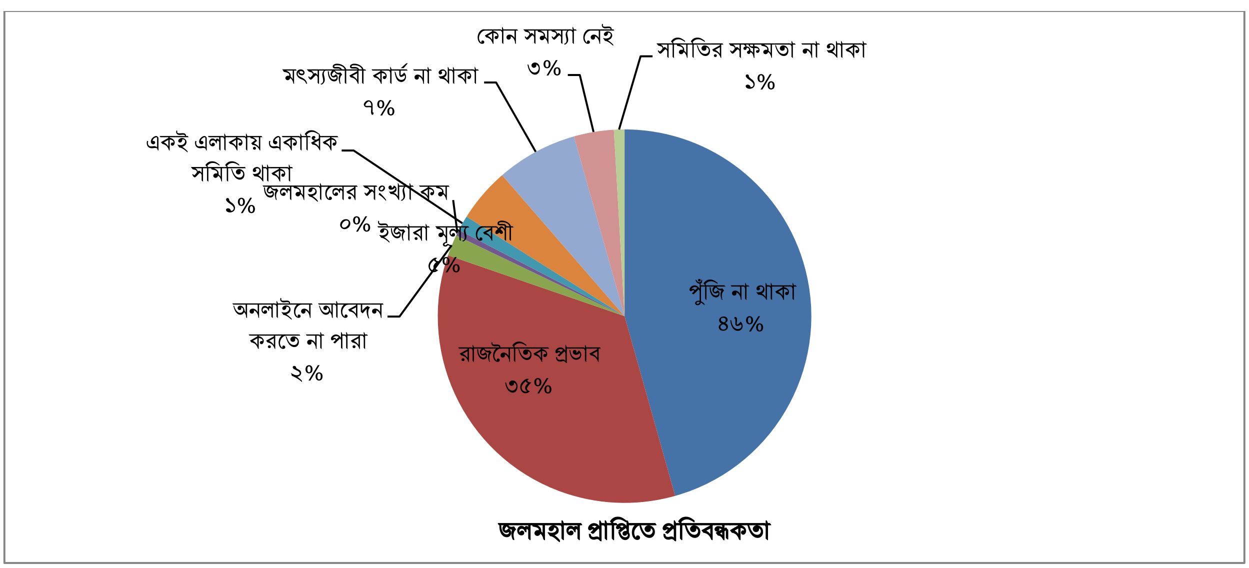

লেখচিত্র-৪১: জলমহাল প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা

৩.১৭ জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়

জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়	উত্তরদাতা	শতকরা হার (%)
FID কার্ড প্রাপ্তি সহজ করা	২০৩	৫৫%
জলমহালের ইজারা মূল্য কমানো	২৮	৭%
জলমহালের ইজারা প্রাপ্তি সহজ করা	৩৭	১০%
প্রকৃত মৎস্যজীবী যাচাই করে মৎস্যজীবী কার্ড প্রদান	২৪	৭%
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা	১৩	৪%
স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধকরণ	৪১	১১%
একই এলাকায় একাধিক সমবায় সমিতি গঠন বন্ধ করা	২২	৬%
মোট	৩৬৮	

সারণী- ৩: জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়সমূহ ****একাধিক উত্তর রয়েছে।**

জরীপ প্রশ্নমালা-১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ৫৫% মনে করেন জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে FID কার্ড না থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ তাই FID কার্ড প্রাপ্তি সহজ করাকে তারা সমাধান বলে মনে করেন এবং ৭% উত্তরদাতা প্রকৃত মৎস্যজীবী যাচাই করে মৎস্যজীবী কার্ড প্রদানের সুপারিশ করেছেন। এছাড়াও জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়হিসেবে ৭% উত্তরদাতা জলমহালের ইজারা মূল্য কমানো, ১০% উত্তরদাতা জলমহালের ইজারা প্রাপ্তি সহজ করা, ১১% উত্তরদাতা স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ৪% উত্তরদাতা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার সুপারিশ করেছেন।

৩.১৮ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

উৎপাদিত এবং আহরিত মাছ সঠিক সময়ে বাজারে নিয়ে বিক্রয় করতে না পারলে এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং উপযুক্ত দাম প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।জরীপে অংশগ্রহণকারী ৫৯৪ জন সমবায়ী সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের নিকট জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি জানতে চাইলে জরীপে অংশগ্রহণকারী ৯০৯ জন উত্তরদাতাকে মৎস্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি জানতে চাইলে ৩৬% অংশগ্রহণকারী পরিবহন/যানবাহন সমস্যাকে, ১৪% অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ১৫% মাছ সংরক্ষন ব্যবস্থা/হিমাগার না থাকা এবং ১৫% ন্যয্য মূল্য না পাওয়াকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও উত্তরদাতাগণ

মধ্যস্বত্বভোগী/আড়তদার/মহাজন সিন্ডিকেট এর ভূমিকা (৪%),পুঁজির অভাব (৬%), মৎস্য উপকরণের অভাব (২%) এবং মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের জন্য সমবায়ভিত্তিক বাজার না থাকাকে (১%) মৎস্য বাজারজাতকরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে মনে করেন।

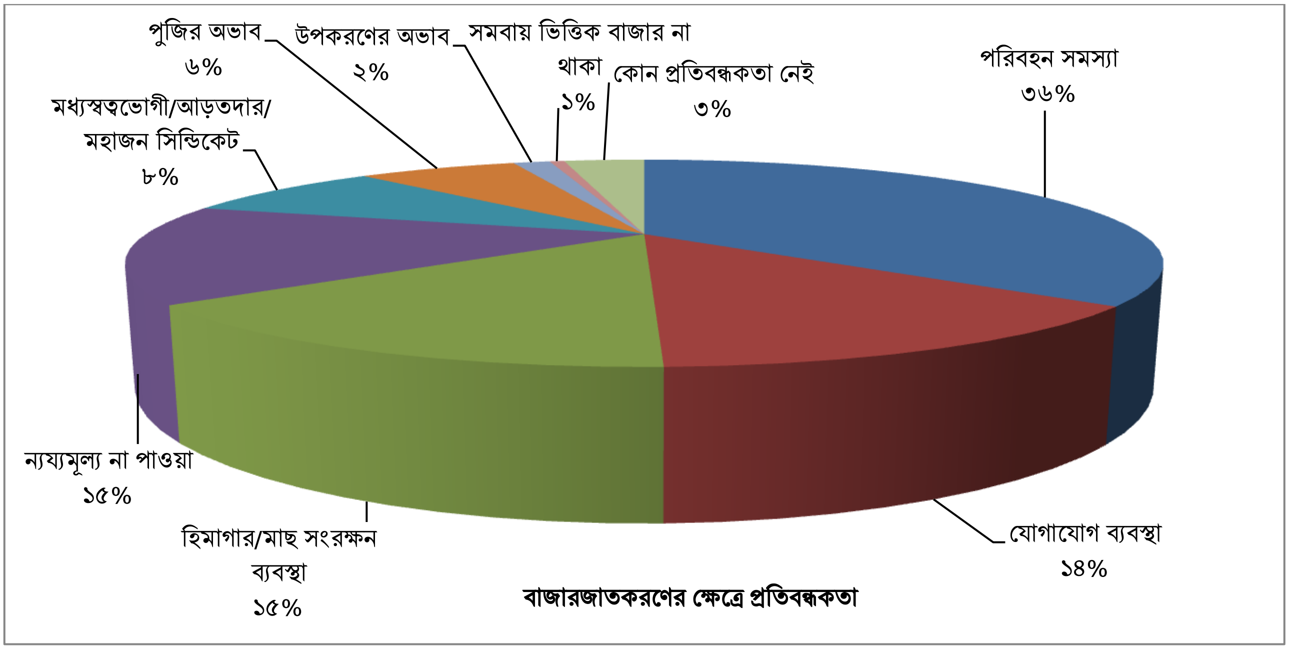

লেখচিত্র-৪২:বাজারজাতকরণের প্রতিবন্ধকতা

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ১৪ কর্মকর্তাকে মৎস্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে জানতে চাওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়১০০% উত্তরদাতা প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলেছেন প্রকৃত জেলেরা সরাসরি বাজারে মাছ বিক্রয় করতে পারে না , আড়তদারের কাছে বিক্রয় করতে হয়। মাছ পর্যাপ্ত উৎপাদন হলেও মধ্যস্বত্ত্বভোগী/আড়তদারের সিন্ডিকেটের কারণে মাছের দাম পড়ে যায় এছাড়াও আড়তদারের নিকট পাইকারি মূল্যে মাছ বিক্রয় করা হয় বলে মাছের দাম কমে যায় ফলে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীরা ন্যায্যমূল্য পায়না অন্যদিকে ২ বার হাত বদল হওয়ায় ভোক্তার নিকট পোঁছাতে পোঁছাতে মাছের দাম দ্বিগুন হয়ে যায়। অন্যদিকে পুঁজির অভাবে তারা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেয়, নৌকা ও জাল নেয় এভাবে তারা মহাজনদের নিকট বিক্রি হয়ে যায়। ৩৬% উত্তরদাতা পরিবহন সমস্যা এবং ৪৩% মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের অভাবকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) তেঅংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তারা মৎস্য বাজারজাতকরণে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আড়তদারের সিন্ডিকেট এবং সঠিক বাজারমূল্য না পাওয়ার কথা বলেছেন।

৩.১৯ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়

বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকার হার (%)
পরিবহন সমস্যার সমাধান	৩১৮	৪৫%
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৫৮	৮%
ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা	১৪১	২০%
হিমাগার/বরফ কল স্থাপন	৮৬	১২%
মধ্যস্বত্বভোগী/ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা	৫৪	৮%
সরকারী সহায়তা প্রদান	৩৩	৫%
সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণ	২৩	৩%
মোট	**৭১৩**	

সারণী- ৪: বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ****একাধিক উত্তর রয়েছে।**

জরীপ প্রশ্নমালা-১ এর মাধ্যমে ৫৯৪ জন উত্তরদাতা সমবায়ীর কাছে তাদের উল্লেখিত বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের ক্ষেত্র করণীয় জানতে চাওয়া হয়। ৪৫% উত্তরদাতা তাদের উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণে পরিবহন/যানবাহন সমস্যার সমাধানের সুপারিশ করেছেন এবং ২০% বলেছেন ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও ৮% উত্তরদাতা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১২% উত্তরদাতা মাছ সংরক্ষণে হিমাগার/বরফ কল স্থাপন,৮% মধ্যস্বত্বভোগী/ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা এবং ৫% উত্তরদাতা সরকারী সহায়তা প্রদানের কথা বলেছেন। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণের নিমিত্ত সমবায় ভিত্তিক একটি প্লাটফর্ম তৈরীকে সমাধান হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৩% উত্তরদাতা।

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে মৎস্যজীবীদের জন্য অধিকতর সুবিধাজন করার ক্ষেত্রে কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। গবেষণায় অংশগহণকারী সমবায় বিভাগের শতভাগ কর্মকর্তা এর উত্তরে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণের কথা বলেছেন। মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিকল্প হিসেবে সকল মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিকে এটি নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসা এবং সমবায় মার্কেটিং প্লাটফর্ম থেকে মাছ উৎপাদন/আহরণ ও বাজারজাতকরণকে তারা সমাধান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ৫৭% কর্মকর্তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সপ্তাহে ১দিন মাছ বিক্রির জন্য স্ব-স্ব এলাকায় বিক্রয়ের স্থান নির্ধারণের কথা

বলেছেন এর ফলে মৎস্যজীবী/মাছ চাষীগণ সরাসরি মাছ বিক্রি করতে পারবে এবং ন্যায্যমূল্য পাবে। ২১% উত্তরদাতা মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমাগার/বরফকল স্থাপন, ২১% উত্তরদাতা ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে মাছ বিক্রয়ের কথা বলেছেনএবং ২৯% উত্তরদাতা মাছের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যেরপ্তানীমুখী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতামত দিয়েছেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) তে অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীগণ মৎস্য বাজারজাতকরণে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সমাধান হিসেবে সমবায়ের মাধ্যমে বাজারে মাছ বিক্রয় এবং সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের মৎস্য উপকরণ সরবরাহের কথা বলেছেন এরফলে এ পেশায় জড়িত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা হবে। এছাড়াও মাছের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে বিদেশ থেকে মাছ আমদানী নিরুৎসাহিত করার কথা বলেছেন।

৩.২০ ঋণ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের এনজিও এর কার্যক্রম বিস্তৃত থাকায় প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর একট বড় অংশ নানা কারণে বিভিন্ন ধরণের এনজিও হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া মহাজন, বিভিন্ন সমবায় সমিতি, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ। জরীপ প্রশ্নমালা-১ এর সমবায়ী সদস্যদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অংশগ্রহণকারীদের ৪৫% ঋণপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা নেই বলে মনে করলেও ৫৫% প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই মত দিয়েছেন। এনজিও এবং মহাজনের নিকট অতি উচ্চহারে সুদভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম মৎস্যজীবীদের সমস্যা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না বরং মহাজন এবং এনজিওদের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদে শোষণের স্বীকার হচ্ছে।

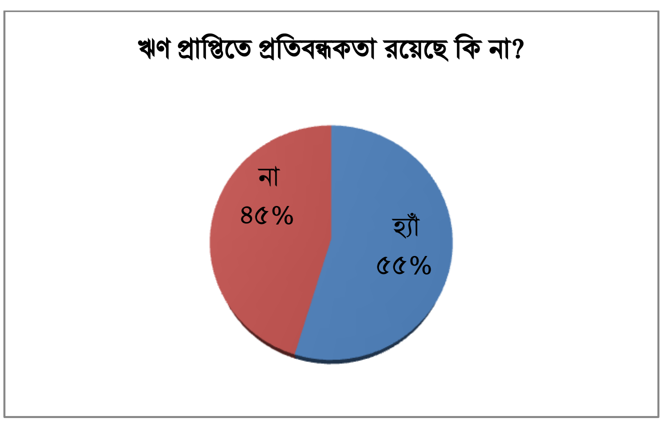

লেখচিত্র-৪৩:ঋণ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা

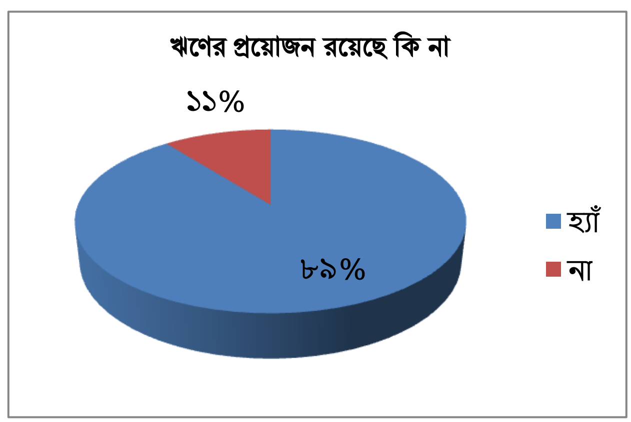

লেখচিত্র-৪৪: ঋণের প্রয়োজনীয়তা

জরিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৫৯৪ জন সমবায়ী সদস্যের মধ্যে ৪৫% উত্তরদাতা ঋণ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা নেই মনে করলেও ৮৯% উত্তরদাতা ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে জানান।

মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প, সমবায় সমিতি, এবং অন্যান্য দপ্তর সংস্থা হতে মৎস্যজীবীগণ বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও বয়স্ক ভাতা, চাল, জলমহাল ইজারা প্রাপ্তিতে এবং বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।শুধুমাত্র কৃষিব্যাংক হতে ঋণ পেয়েছেন এমন কয়েকজনের তথ্য পাওয়া যায়।

৩.২০.১ ঋণের উৎস (জরীপ প্রশ্নমালা-১)

এনজিও এবং মহাজন	ব্যাংক	সরকারি দপ্তর/সংস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আশা উত্তরণ উদ্দীপন মহাজন আড়তদার গ্রামীণ ব্যাংক ব্রাক	কৃষি ব্যাংক	জেলা সমবায় কার্যালয় মৎস্য অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপজেলা সমবায় কার্যালয় উপজেলা ভূমি অফিস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	আমার বাড়ী আমার খামার সমবায় সমিতি বিআরডিবি পিডিবিএফ

সারনী-৫: ঋণের উৎস

৩.২০.২ সদস্যরা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কি কাজে ব্যবহার করে:

জরীপ প্রশ্নমালা-২ এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩১৫ জন সদস্যের নিকট জানতে চাওয়া হয় সদস্যগণ সমিতি হতে ঋণ পান কিনা পেলে সদস্যগণ কিধরণের কার্যক্রম করেন।৭৫% উত্তরদাতা বলেছেন সদস্যরা সমিতি থেকে কোন ঋণ পায়না । ২৫% উত্তরদাতা বলেছেন সদস্যরা সমিতি থেকে ঋণ পায় এবং এদের মধ্যে ৯৫% উত্তরদাতা ঋণের অর্থ মৎস্য চাষে ব্যবহার করেন।

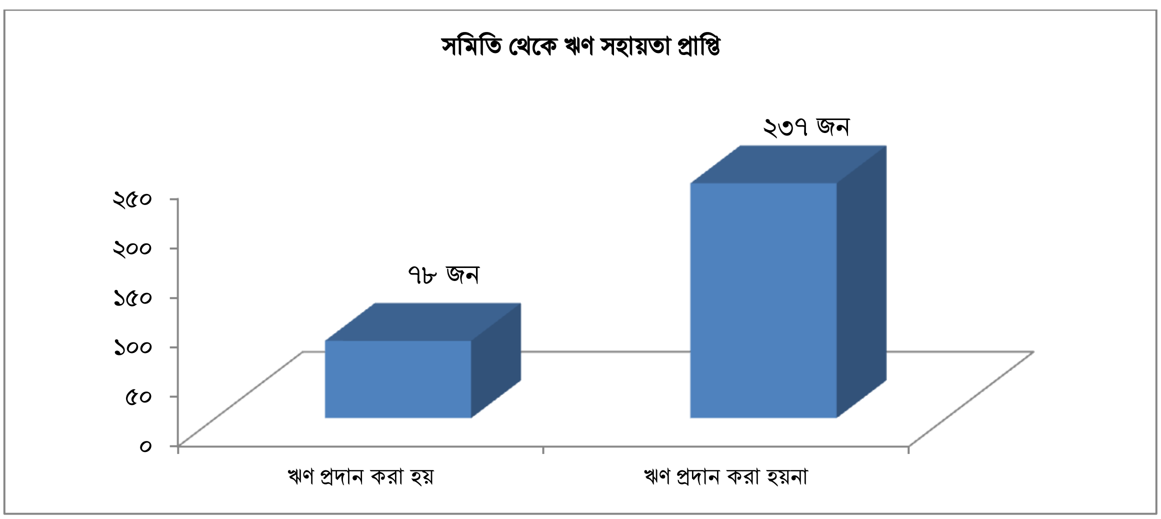

লেখচিত্র-৪৫:সমিতি থেকে ঋণ সহায়তা প্রাপ্তি

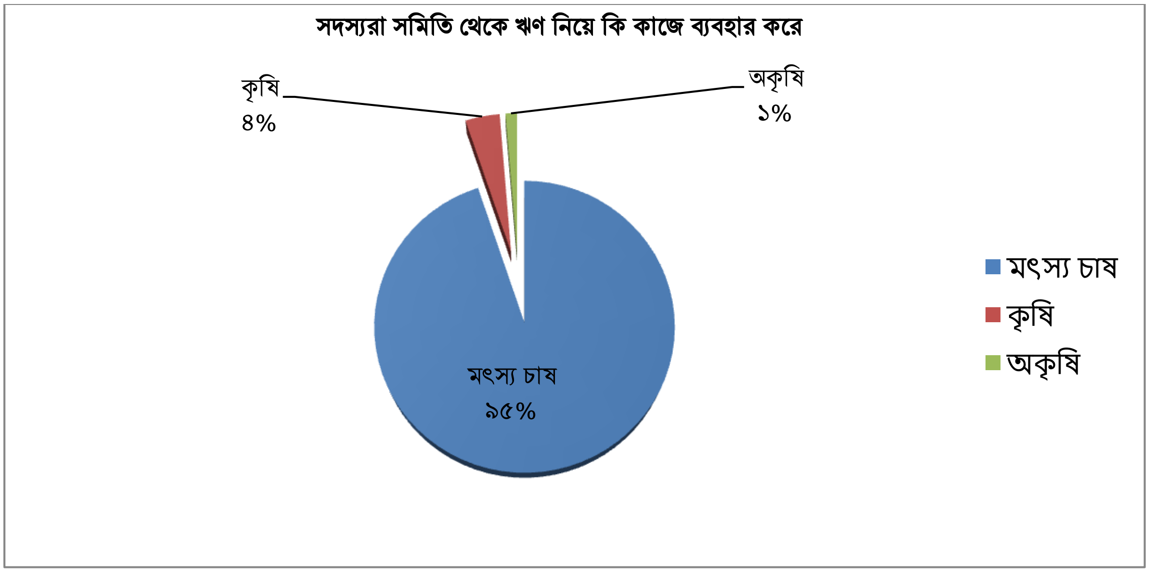

লেখচিত্র-৪৮: সমিতি থেকে গৃহীত ঋণের ব্যবহার

জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তার সমিতি অন্য কোন দপ্তর/সংস্থা বা উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছে কিনা। ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন সমিতি অন্য দপ্তর হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি মাত্র ৮% উত্তরদাতা ঋণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন যার মধ্যে অধিকাংশই মহাজন ও এনজিও থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছেন এবং মাত্র ১% উত্তরদাতা সরকারী দপ্তর থেকে ঋণ প্রাপ্তির কথা বলেছেন যা খুবই নগন্য।

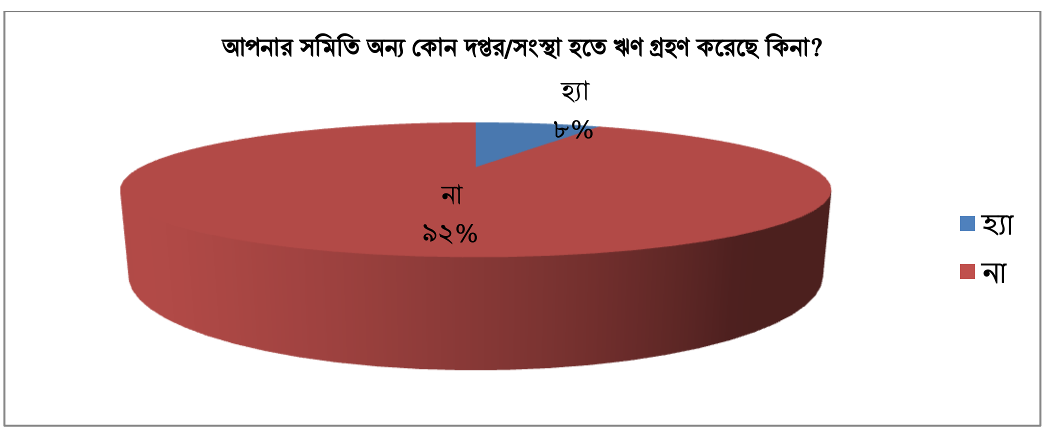

লেখচিত্র-৪৯:অন্য দপ্তর/সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ

৩.২০.৩ কোন দপ্তর হতে ঋণ পেয়েছেন

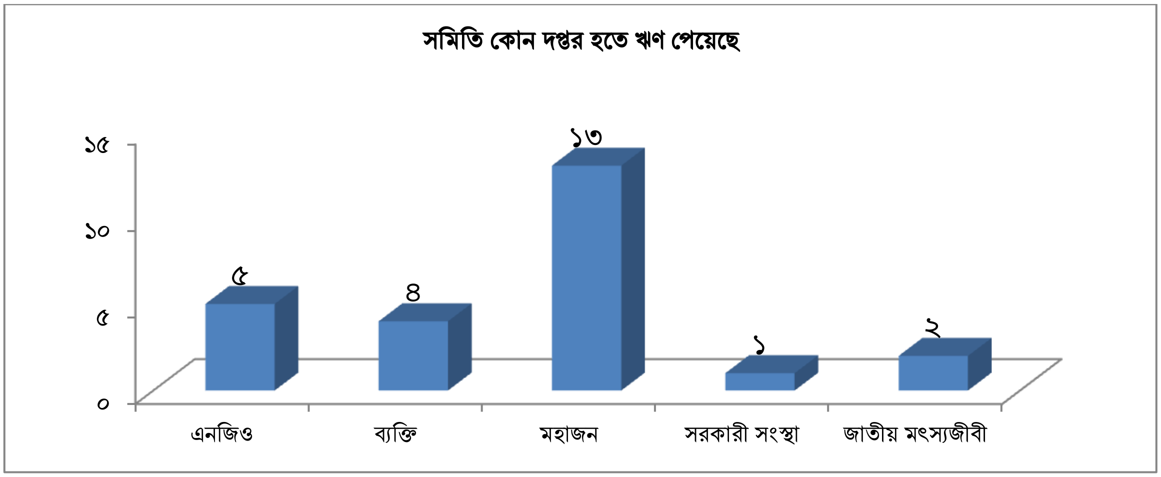

লেখচিত্র-৫০: সমিতি যেসকল দপ্তর/সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছে

৩.২০.৪ অন্য দপ্তর থেকে কত টাকা ঋণ পেয়েছে

লেখচিত্র ৫০ বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩১৫টি সমিতির মধ্যে অন্য দপ্তর/সংস্থা বা উৎস হতে ঋণ পেয়েছে মাত্র ২৫টি সমিতি এবং মোট প্রাপ্ত ঋণের পরিমান ২,৯৮,৭৭,৯৬৯ টাকা অর্থাৎ সমিতি প্রতি ঋণ প্রাপ্তির পরিমান গড়ে ১ লক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকা । জরীপে অংশগ্রহণকারী ৭৯% ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বলেছেন তাদের সমিতি অন্য দপ্তর বা উৎস হতে ঋণ পায়নি। ঋণ গ্রহণ না করে থাকলে ঋণ না পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে ৭৭% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সমিতি ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। ৮% উত্তরদাতা উচ্চহারে সুদ ও ঋণ প্রাপ্তির জটিলতার কথা বলেছেন এবং ১২% অংশগ্রহণকারী বলেছেন ঋণের প্রয়োজন নেই।

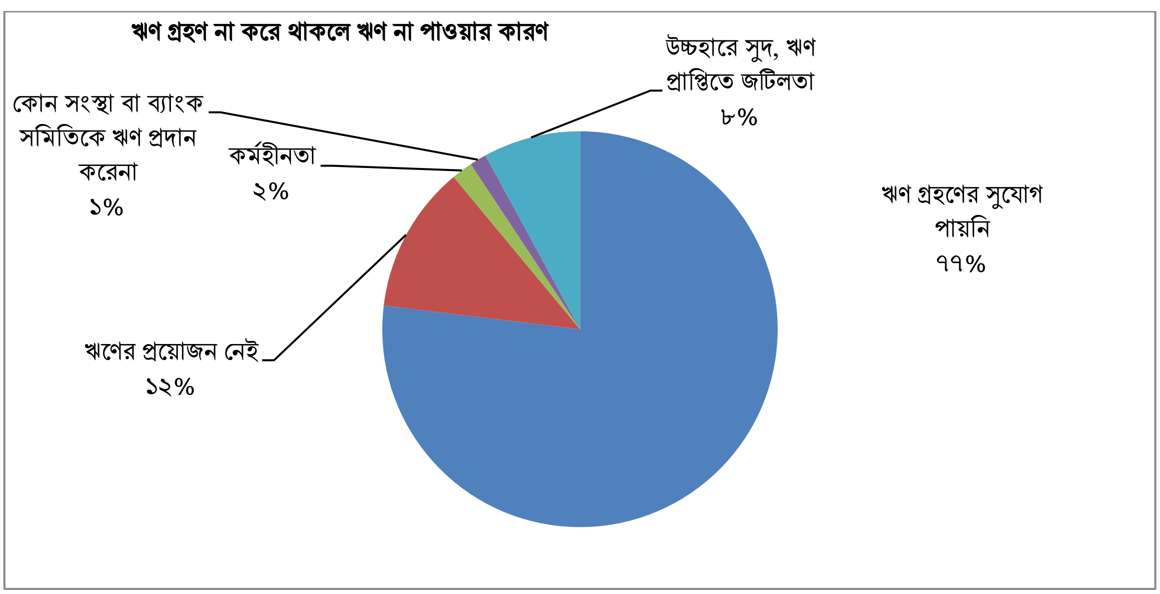

লেখচিত্র-৫১: ঋণ না পাওয়ার কারণ

৩.২০.৫ সমিতি কর্তৃক ঋণ আদায় ও বিতরণের হার

জরীপ প্রশ্নমালা-১ হতে মাঠ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩১৫টি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩১৫টি সমিতির মধ্যে সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করেছে ৫৩টি সমিতি এবং মোট ঋণ বিতরণের পরিমান ১,৭৫,৬০,১৭৩ টাকা। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে আদায় হয়েছে ৮৫,২০,৭৪২ টাকা অর্থাৎ সদস্যদের মধ্যে গড়ে ঋণ বিতরণের পরিমান সমিতি প্রতি ৩,৩১,৩২৪ টাকা এবং গড়ে ঋণ আদায়ের পরিমান ১,৬০,৭৬৯ টাকা (আদায়ের হার ৪৯%)। সমিতির ঋণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাত্র ১৭% সমিতি সদস্য বা অসদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে এবং ঋণ প্রদানের হার সর্বনিম্ন ১লক্ষ হতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ পর্যন্ত।

৩.২১ মৎস্যভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সম্ভাবনা

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ হতে দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের কাছে মৎস্যভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরকার কি ভূমিকা পালন করতে পারে জানতে চাইলে ৭% বলেছেন সরকার মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারে। । ২১% উত্তরদাতা গ্রুপভিত্তিক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন যেমন প্রডিউসার'স গ্রুপ যারা শুধু মাছ উৎপাদন করবে, মার্কেটিং গ্রুপ- যারা মাছ বাজারজাতকরণে কাজ করবে, প্রসেসিং ইউনিট- যারা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে যুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ কাজগুলো করা সম্ভব বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। ১৪% বলেছেন কৃষির মত মৎস্যের ক্ষেত্রেও সরকার মেশিনারিজ,বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভর্তুকি দিয়ে সহায়তা করতে পারে এর ফলে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার ঘটবে। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যভিত্তিক বিভিন্ন প্ল্যান্ট স্থাপনের কথা বলেছেন ৪৩% উত্তরদাতা। উদাহরণ হিসেবে তারা ড্রাই ফিস প্রসেসিং যেমন শুটকি, টুনা এর কথা বলেছেন। এছাড়াও তারা মনে করেন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের জন্য পৃথকভাবে প্লাটফর্ম করা সম্ভব। তবে ১৪% উত্তরদাতা মনে করেন সরকার সরাসরি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করবে না এক্ষেত্রে সরকার পলিসি দিয়ে সহায়তা কিংবা ঋণ/আর্থিক সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করতে পারে।

৩.২২ সরকারী-বেসরকারী সংস্থা হতে মৎস্যজীবেদের জন্য প্রদত্ত সহায়তা

দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারী বেসরকারি কোন সহযোগিতা রয়েছে কিনা। ৭১% বলেছেন সরকার থেকে কিছু সহায়তা দেয়া হয় যেমন বছরেরর কিছু সময় মাছ ধরা বাধ্যতামূলক বন্ধ রাখতে হয় সে সময় সোশ্যাল সেফটি নেট এর আওতায় কিছু সহায়তা করা হয় তবে এ সুবিধা সকলেই পায়না। FID কার্ডধারীরা পেলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ২৯% উত্তরদাতা বলেছেন সরকারী দপ্তর হতে

প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও সকলে এ সুবিধা পায়না। এ প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় জানতে চাওয় হয় মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের জন্য নতুন কোনধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন আছে কিনা। ২১% কর্মকর্তা আধুনিক প্রশিক্ষণ, ৪৩% উত্তরদাতা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ৩৬% স্বল্পমূল্যে মৎস্য উপকরণ যেমন নৌকা/আধুনিক ফিশিং বোট, জাল সরবরাহের কথা বলেছেন। ১৪% উত্তরদাতা উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ উৎপাদন, বাজারজাতকরন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন।

৩.২৩ মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন নীতি/পলিসি

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শতভাগ উত্তরদাতা বলেছেন সরকারের নীতি/পলিসি পর্যাপ্ত হলেও এর প্রয়োগ সীমিত। যথাযথভাবে সরকারী নীতিমালার প্রয়োগ হলে মাছ উৎপাদন ও গূণগত মান বৃদ্ধি এবং বিপণন বাড়ানো সম্ভব। ৪৩% উত্তরদাতা মনে করেন সরকারের বিদ্যমান পলিসির পাশাপাশি মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে নতুন পলিসি নিতে হবে। ৭% উত্তরদাতা মনে করেন সরকারকে সাদা মাছের বাজার তৈরী করা ও ভর্তুকি দিতে হবে এবং গলদা/ভেটকি/ভেনামী ট্যাংক বেইজড করা ও ইনটেনসিভ চিংড়ি চাষ করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। ১৪% উত্তরদাতা বলেছেন মৎস্যজীবীদের মত মৎস্যচাষীদেরকেও সরকারী পুকুর/জলাশয় লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়াও ৭% উত্তরদাতা মতামত দেন যে হাওড়ের মধ্যে রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তৈরী করা উচিত কারন না হলে মাছের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি ও লাইফ সাইকেল বাধাগ্রস্ত হবে।

৩.২৪ মৎস্যখাতে মূল্য সংযোজনের সুযোগ

মৎস্যখাতে মূল্য সংযোজনের কি ধরণের সুযোগ রয়েছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা বলেন এ খাতে মূল্য সংযোজনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। জরীপ প্রশ্নমালা-৩ হতে উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মাছ প্রক্রিয়াজাত করে ফিশ বল, ফিশ ফিলেট, ড্রাই ফিস প্রসেসিং এবং টিনজাত মাছ সংরক্ষনের মাধ্যমে এ খাতে মূল্য সংযোজন করা সম্ভব বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। ৫০% উত্তরদাতা জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্য এলাকাভিত্তিক মাছের ধরণ অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের বিষয়ে মতামত দেন। সমবায়ের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করে রপ্তানীমূখী মৎস্য শিল্প যেমন জাত অনুযায়ী চিঙড়ি উৎপাদন ও শুটকি তৈরীর কথা বলেছেন ৮৫% উত্তরদাতা। সমবায় সমিতির মাধ্যমে মাছের ফেলে দেওয়া অংশ/উচ্ছৃষ্ট থেকে মাছের খাবার/পোল্ট্রি ফিড তৈরীর কথা বলেছেন ১৪% উত্তরদাতা।

৩.২৫ মৎস্য রপ্তানীতে সম্ভাবনা ও ঝুঁকি

জরীপ প্রশ্নমালা-৩ এর মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নিকট জানতে চাওয়া হয় মৎস্য রপ্তানীতে কি ধরনের ঝুঁকি ও সম্ভাবনা রয়েছে। শতভাগ উত্তরদাতা বলেছে মৎস্য রপ্তানী সম্ভাবনাময় হলেও প্রধান ঝুঁকি হচ্ছে সঠিক গুনগতমান নিশ্চিত করা। বৈদেশিক বাজার ধরে রাখার জন্য কি ধরণের মাছের খাবার ব্যবহার করা হচ্ছে, কিভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হচ্ছে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। ৭% উত্তরদাতা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মাছের বাজার বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি হিসেবে দেখেছেন। মার্কেট যথাযথভাবে নির্বাচন না করতে পারাকে ঝুঁকি হিসেবে দেখেছেন আরও ৭% উত্তরদাতা। অন্যদিকে ২৯% উত্তরদাতা প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের সাথে নেটওয়ার্ক লিংক স্থাপনের মাধ্যমে মাছ বাজারজাতকরণ কে সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন এবং ২১% উত্তরদাতা মাছের এলাকা নির্বাচন করে প্রক্রিয়াকৃত মাছের আইটেম রপ্তানীকে সম্ভাবনাময় বলেছেন।

৩.২৬ সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ

দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের নিকট জানতে চাওয়া হয় সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ কি কি। ৩৬% উত্তরদাতা বলেছেন সমবায় অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ভূমি অধিদপ্তর, বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে আন্ত দাপ্তরিক সমন্বয় করে পলিসি গ্রহণ করা হলে মৎস্য আইডি কার্ড প্রদান, মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, জলাভূমি ইজারা প্রাপ্তি, মাছ রপ্তানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা গুলো উত্তরণ করা সম্ভব হবে এবং প্রকৃত জেলে/মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী এবং এ পেশার সাথে জড়িতরা উপকৃত হবে। ৪৩% উত্তরদাতা বলেছেন এ পেশায় জড়িতদের একটি প্লাটফর্মের মধ্যে নিয়ে এসে তাদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধি, সম্পদ সহায়তা প্রদান এবং সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তারা এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখেছেন। পতিত পুকুর, নদী , খোলা জলাশয়ে সমবায় ভিত্তিক মাছ চাষের কথা বলেছেন ১৪% উত্তরদাতা। তবে এতে চ্যলেঞ্জ ও রয়েছে কেননা বন্যা হলে পুকুর ডুবে যায়। সেক্ষেত্রে তারা পুকুরে পার বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছেন। ৫০% উত্তরদাতা বলেছেন সমবায় ভিত্তিক মৎস্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যথাযথ তদারকির অভাব। শতভাগ উত্তরদাতা মৎস্যজীবীদের কাজের ক্ষেত্রে মহাজন/আড়তদার ও রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ ও উপকরণ দিয়ে মৎস্যজীবীদের সহায়তা করা এবং জলাশয়/পুকুর লিজ প্রাপ্তিতে সহায়তা করার মাধ্যমে মহাজন/ স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাবমুক্ত রাখা সম্ভব বলে মনে করেন ২১% উত্তরদাতা। সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার কথা বলেছেন ৭৯% উত্তরদাতা।

৩.২৭ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

গবেষণার কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু করার জন্য জনপ্রতিনিধি, মৎস্যজীবী সমবায়ী, মৎস্যচাষী এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২ টি স্থানে (মৎস্য উৎপাদন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সদর উপজেলা এবং বরিশাল বিভাগের অধিন আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বরিশাল এ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিসমূহের কেন আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না তার কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয় যা নিম্নরূপঃ

- প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের কারণে মৎস্যচাষীগণ এবং ভোক্তা উভয়ই ন্যায্যমূল্যে মৎস্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন;
- সমবায় ভিত্তিক মৎস্য চাষে কোনো প্রকল্প না থাকা। প্রকল্পের আওতায় সমিতির মালিকানায় স্থায়ী অবকাঠামো এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি না হওয়ায় সমিতির প্রতি মৎস্যচাষীদের অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে;
- মৎস্যজীবী কার্ড প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মাঝে বিতরণ সীমাবদ্ধ রাখতে না পারা, রাজনৈতিক চাপ, মৎস্যজীবী সমবায়সমূহ যথাযথভাবে নিরীক্ষীত না হওয়া এবং জলমহাল ও খাসপুকুর বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক জলমহাল বরাদ্দ নীতিমালা, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণ না করার কারণে জলমহাল ও খাসপুকুর বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বঞ্চিত হওয়া;
- মৎস্য চাষীদের জন্য মৎস্য বিভাগ হতে কোন পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা না থাকা। মৎস্য বিভাগে মৎস্য চাষীদের জন্য স্বতন্ত্র কোন পরিকল্পনা, নীতিমালা, প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকা;
- অধিকাংশ মৎস্যচাষী অন্যের পুকুর/দিঘী লীজ নিয়ে মৎস্য চাষ করে থাকে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্গা চাষীদেরকে ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। মৎস্য বিভাগ অথবা সমবায় বিভাগ মৎস্যচাষীদের মাঝে কোন ঋণ বিতরণ করে না। ফলে মৎস্যচাষীগণ মহাজন কিংবা এনজিও হতে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হন। উক্ত ঋণে গ্রেস পিরিয়ড থাকে না এবং ঋণের সুদ হার অত্যাধিক। সঞ্চয়ের বিষয়ে যথেষ্ট মোটিভেশন প্রাপ্ত নন বলে সমবায় সমিতিতে নিজস্ব মূলধন গঠনে মৎস্যচাষীগণের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে;
- মৎস্যচাষীদের জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ এর সংখ্যা ও পরিধি খুবই সীমিত। সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং সকল ক্যাটাগরির সমবায়ের সদস্যগণের জন্য উন্মুক্ত। পর্যাপ্ত এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় মৎস্য চাষে সমবায়ীগণ প্রায়শই দুর্যোগের সন্মুখীন হন;

- মৎস্য চাষের জন্য অপরিহার্য্ পোনা এবং ফিডের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় একইসাথে উৎপাদিত মাছের মূল্য কম হওয়ায় মৎস্য চাষ করে প্রকৃত অর্থে চাষীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন;
- মৎস্যবীমা না থাকায় যেকোন দুর্যোগের ক্ষতি মৎস্যচাষীগণ কাটিয়ে উঠতে পারেন না;
- মৎস্য চাষের আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির মূল্য অত্যাধিক হওয়ায় প্রান্তিক মৎস্য চাষীগণ উক্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন;
- প্রচলিত বাজারের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে তথ্য না থাকায় এবং বাজারের উপর চাষীদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় একই বাজারে একই দিনে একাধিক চাষী কর্তৃক চাহিদার অতিরিক্ত মৎস্য সরবারহ করায় চাষীগণ প্রায়ই কম দামে মৎস্য বিক্রয়ে বাধ্য হন;
- স্থানীয় ভাবে মৎস্য সংরক্ষণে হিমাগার, বরফকল এবং প্রক্রিয়াকরণে প্রসেসিং ফ্যাক্টরী না থাকায় চাহিদা অতিরিক্ত সরবারহকৃত মৎস্য অল্প দামে বিক্রয়ে চাষী বাধ্য হন;
- মৎস্যের ব্রান্ডিং না থাকায় মানসম্পন্ন, ভেজালমুক্ত, অপদ্রব্যমুক্ত মৎস্যের জন্য চাষী প্রাপ্য অতিরিক্ত মূল্য হতে বঞ্চিত হন;
- বাজারে আড়ৎদারদেরকে অতিরিক্ত খাজনা, পৃথক আড়ৎদারী এবং "ফাউ" দিতে মৎস্যচাষীগণ বাধ্য হন। আড়তে সিন্ডিকেটের কারণে অন্যায্য "ডাকে"ও মৎস্য বিক্রয়ে চাষী প্রায়শই বাধ্য হন;
- মৎস্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি, তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং পচনশীল দ্রব্য হওয়া সত্বেও ঘাটে জরুরী সেবা না পাওয়ায় মৎস্য পরিবহন খরচ অত্যন্ত বেশী হয়। ফলে চাষী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। অনেক সময় পথে মৎস্য পচে যায়;
- নিজস্ব প্লাটফরম না থাকায় চাষীগণ অনলাইনে মৎস্য বিক্রয়ের সুযোগ হতে বঞ্চিত হন;
- মৎস্য আমদানীতে নীতিমালা না থাকায় দেশে মায়ানমার, ভারত এবং শ্রীলংকা থেকে প্রচুর পরিমানে নিম্নমানের চাষের এবং সামুদ্রিক মৎস্য আমদানী করা হয়ে থাকে। স্বল্পমূল্যের উক্ত মৎস্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় চাষী টিকতে পারছে না;
- দেশে এবং বিদেশে মৎস্যের উপজাত দ্রব্যাদি (আইশ, কাটা, হাড়, ফুসফুস, ত্বক, নাড়িভুড়ি) হতে উৎপাদিত প্রসাধনী, ফিড, চিকিৎসা এবং সৌখিন পণ্যের বিপুল চাহিদা থাকা সত্বেও এ খাতে কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি;
- মৎস্যচাষে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞ মতামত মৎস্যচাষীদের জন্য সহজলভ্য নয়। মৎস্য বিভাগের সাথে মৎস্যচাষীদের যোগাযোগ নিবিড় নয়;

- কৃষি এবং শিল্প খাতে কীটনাশক, রাসয়নিক সার এবং কেমিক্যাল এর যথেচ্ছ ব্যবহার, আবাসিক এবং প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রী যথাযথভাবে রিসাইক্লিং না করে উন্মুক্ত পরিবেশে ফেলে দেয়া মৎস্য চাষের উপযোগী পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৪.০ পর্যবেক্ষণ

আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রমে মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ,বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নমালার আওতায় যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণপূর্বক এবং গবেষণা দল কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, FGD (Focus Group Discussion) ও সেকেন্ডারী উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা পূর্বক পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীদের অধিকাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ৬৫ এর মধ্যে এবং অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত। সমবায়ী মৎস্যজীবী পরিবারগুলো একক উপার্জনকারীর উপর নির্ভরশীল। মৎস্য আহরণই এদের প্রধান পেশা। তবে অনেকেই এ পেশার পাশাপাশি কৃষি কাজেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। অধিকাংশ মৎস্যজীবী ১০ বছরের অধিককাল ধরে এ পেশায় সম্পৃক্ত রয়েছেন যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নীচে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় মৎস্যজীবীগণের বড় অংশ এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটি এ সম্প্রদায়ের পেশার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন।
- সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ যে সমবায় সমিতির সদস্য তার সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় অধিকাংশ সমিতিতে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যাদের বড় অংশই নিয়মিত মাসিক সভা করে থাকে। এ সকল সমিতির স্থাবর সম্পত্তি নাই বললেই চলে। কিছু কিছু সমিতি বছর শেষে মুনাফা অর্জন করে এবং লভ্যাংশ বিতরণ করে বলে তথ্য রয়েছে। অধিকাংশ সমিতিরই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পাদিত হলেও সমিতির দৃশ্যমান কোন কার্যক্রম নেই, কোন টার্গেট বা প্রকল্প নেই ফলে সমিতিগুলো যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল তার প্রতিফলন বাস্তবে দেখা যায়না। এছাড়াও বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তরের কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। সমিতির তুলনায় জনবল কম বিধায় এরুপ দুর্বলতা রয়েছে বলে মাঠ সমীক্ষা থেকে তথ্য এসেছে।
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর কাছ থেকে এ সদস্যরা বিভিন্ন রকমের সহয়তা পেয়ে থাকেন বলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জানিয়েছেন। সমিতির সদস্যগণ তাদের সমিতি হতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ সহায়তা আশা করে থাকেন। সমিতিগুলো মূলত তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও মৎস্য উপকরণে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। তবে এ সংখ্যা খুব বেশী নয়- অর্ধেকের কিছু

বেশী মাত্র। বাদবাকী সমিতিগুলো তেমন কোন সহায়তা প্রদান করেনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

- বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য সরকার সময়ে সময়ে নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে। পাশাপাশি সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এ সকল নীতিমালা বা কর্মসূচীর সুফল পাওয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত মৎস্যজীবী কার্ডধারী হতে হবে। তথ্য প্রদানকারী অনেক সমবায়ী মৎস্যজীবী কার্ডধারী হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো মৎস্যজীবী কার্ড পায়নি। যে কারণে মৎস্যজীবী হিসেবে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জনে সমবায়ী মৎস্যজীবী ব্যর্থ হচ্ছেন। মৎস্যকার্ড না থাকায় অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিশেষ করে জলমহাল ইজারা গ্রহণ ও মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সরকারী সহায়তা প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ছাড়াও মৎস্যজীবী হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরের সেবা গ্রহণেও বেগ পেতে হয়। এ সকল কারণে সহায়তা বা সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য জরীপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী মৎস্যকার্ড প্রদানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
- মৎস্য আহরণের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের উৎপাদন খরচের তুলনায় মুনাফা আশানুরুপ নয়। এছাড়া আহরিত মৎস্য হতেও কাঙ্খিত মুনাফা অর্জিত হয়না। মৎস্য আহরণের উৎসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাড়া বা ইজারায় পাওয়া-যা মুনাফা আাশানুরুপ না হওয়ার মুল কারন। এছাড়া বাজারজাতকরণ সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা এবং উৎপাদন সম্পর্কীত আধুনিক ধারনার অভাবও কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন না হওয়ার জন্য দায়ী।
- মৎস্য আহরণে উৎসের মালিকানা মৎস্যজীবীদের শোভন কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ সকল উৎসের অধিকাংশই ইজারা ভাড়ায় প্রাপ্ত, কিছু অংশ সমিতির মালিকানায় থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। সমিতির সাংগঠনিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সমিতির মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণে আশাবাদী থাকেন। একারনে মৎস্য আহরণে উৎসগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের জন্য লাভজনক।
- মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদ। কাঙ্খিত মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে সঠিক উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। তাই মৎস্য উৎপাদন বা মৎস্যচাষ সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। উত্তরদাতার মধ্যে ৫০ শতাংশের অধিকাংশ মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। তবে যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বিশেষ করে

সমবায় অধিদপ্তর বা মৎস্য অধিদপ্তর যে ধরনের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তা সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়নে অপ্রতুল। আরো আধুনিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতির তত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদসংশ্লিষ্ট গবেষক বা শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

- বিশ্বব্যাপী অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে যেকোন প্রয়াসের ফলাফল জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীগণ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। পরিবেশ ও মান সম্মত মৎস্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ (যেমন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অনাগ্রহ, প্রশিক্ষণের অভাব, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ) ইত্যাদি কারনে উদ্যোগগুলো সার্থক হয়নি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
- প্রাকৃতিক মৎস্য আহরনের ক্ষেত্রে জলমহালগুলোর ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। জলমহালগুলোর ইজার গ্রহণের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমাবায় সমিতির অগ্রাধিকার থাকলেও মৎস্যজীবী কার্ড এর অপ্রাপ্যতা, মধ্যসত্বভোগীর দৌরাত্ব, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রকৃত মৎস্যজীবী ইজারা প্রথার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জলমহাল ইজারা প্রথায় সরকারী নীতিমালা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে এর প্রয়োগ সঠিকভাবে করা যচ্ছেনা।
- মৎস্য বিপণনে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায়ী মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে নিরাপদে তাদের আহরিত মৎস্য বাজারজাত করতে সক্ষম হননা। প্রথমতঃ এজন্যে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংরক্ষণাগার নেই। কোন সময়ে কোন বাজারে তাদের উৎপাদিত মৎস্য বিপনণের জন্য প্রেরন করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব লাভজনক বাজারজাতকরণের বড় বাধা। এছাড়া মৎসের মত পচনশীল পণ্যের পরিবহনে কোন সহনশীল নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্থানীয় বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট মাছ বিক্রয় করতে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ বাধ্য হন। ফলে তার ন্যয্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হন। যেহেতু সংরক্ষণাগার, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল তাই এ সকল ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
- ইজারা, মৎস্য উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, তথ্য ইত্যাদি উপাদানের সুফল গ্রহণ করার জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলোর পক্ষে যা সম্ভব হয়না। অনেক বড় ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হলেও এ খাতে বিনিয়োগের সামর্থ্য সমাবায় সমিতি বা এর সদস্যদের নেই। বাধ্য হয়ে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়

অর্থের জন্য। অথবা মধ্যস্বত্বভোগীরা নিরীহ মৎস্যজীবীদের ব্যবহার করে এ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। যার পরিনামে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীগণ তাদের প্রধান জীবিকা হতে প্রয়োজনীয় উপার্জন করতে সক্ষম হননা। জীবন জীবিকার জন্যে ভালবেসে একটি পেশাকে আকড়ে ধরে রাখলেও এ খাতে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হলেও দিনশেষে মৎস্যজীবীগণের জীবনযাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনা। দেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদের উৎপাদনে নিয়োজিত এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সর্বাগ্রে তাদেরই দিতে হবে। মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে যে কোন ব্যাংক অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর এ বিষয়ে ভুমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায় মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির অকার্যকর হওয়ার কারণ নিম্নরুপঃ

- অর্থায়ন/ঋণের অভাব
- আহরণ/উৎপাদন পর্যায়ে মহাজনী প্রথা
- জলাধার/উপকরণের উপর মালিকানার অভাব
- বাজার ব্যবস্থায় মধ্যসত্বভোগীদের উপস্থিতি
- স্থানীয় পর্যায়ে সংরক্ষনাগার এর অভাব
- আধুনিক পরিবহণ অবকাঠামোর অভাব
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব
- উৎপাদন ও বাজার সম্পর্কীত তথ্যের অপ্রতুলতা
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটরিং এর অভাব
- বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষা সম্পাদনে নিরীক্ষকের দূর্বলতা
- পেশা হিসেবে সামাজিক মর্যাদার অভাব
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা
- সহায়ক পেশা সম্পর্কে অজ্ঞতা

- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলোকে সাংগঠনিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা হলে সমিতিগুলো সমবায়ী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সদস্যদের জন্য সহায়ক ভুমিকা পালনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে

সমবায় অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠনের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগীতার প্রয়োজন হবে। এছাড়াও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মৎস্যজীবী সমাবায় সমিতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

- সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে মৎস্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উদ্বৃত্ত হচ্ছে প্রচুর। ফলে মাছের মুল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করে বিপণনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে মতামত পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্টতায় এ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

- দেশের বাইরে বাংলাদেশের মাছের চাহিদা রয়েছে। কাজেই মৎস্য রপ্তানীর বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলোর মৎস্য রপ্তানীতে সম্পৃক্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুজির সরবরাহ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৫.০ সুপারিশমালা

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে গঠিত গবেষণা দল কর্তৃক নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলঃ

৫.১ মৎস্যজীবী/ সমবায় সমিতি গঠন

- একই এলাকায় একই উদ্দেশ্যে একাধিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান না করা;
- একই এলাকায় একই উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত বিদ্যমান সমবায় সমিতিসমূহের একত্রীকরণ;
- মৎস্যচাষী এবং মৎস্যজীবীদের জন্য সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন;
- ঐতিহ্যগতভাবে মৎস্যচাষী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি, উন্মুক্ত-বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ এবং স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় সমবায়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে অসাধু শ্রেণীর লোকজনের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির পূর্বে বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।

৫.২ মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি/সমবায়ীদের অর্থায়ন

- মৎস্যজীবী সমবায়ীদের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে (subsidized rate) ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন;
- সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- ব্যানিং পিরিয়ড বা কর্মহীন সময়ে মৎস্যজীবী সমবায়ীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- সমবায় সমিতির নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমবায়ীদের ঋণ/উপকরণ সহায়তা প্রদান।
- জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করে এর মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ১২ বিধি মোতাবেক মাছ চাষ ও বিপননে স্থানীয় বানিজ্যিক ব্যাংক হতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের মৎস্য চাষ প্রকল্প কার্যকর করা।

৫.৩ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

- সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায়ীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- সমবায় অধিদপ্তর-মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় সমবায়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন/চাষের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন;
- সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায়ীদের FID কার্ড প্রাপ্তি নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ;
- সমবায়ভিত্তিক মৎস্যচাষ/উৎপাদন বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- সমবায়ভিত্তিক আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন এবং সমবায়ীদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রোগ্রাম পরিচালনা;
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহীত প্রকল্পের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের সংযোগ স্থাপন।
- প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তিতে সমবায়ীদের অনুদান/উপকরণ সহায়তা প্রদান।

৫.৪ গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development)

- সমবায়ের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য চাষ/আহরণ-বাজারজাতকরণ এর বিজনেস মডেল প্রণয়ন
- নিয়মিতভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সমন্বিতভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ
- সমবায় অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ এর আন্তঃদপ্তর সমন্বয়
- নিয়মিতভাবে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক যৌথ সভা আয়োজন এবং প্রতিবেদন প্রকাশ
- জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে স্থানীয় উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় সংক্রান্ত যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ এবং হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সমবায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল ধরনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিদপ্তরের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের যোগাযোগ স্থাপন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমঝোতা স্বাক্ষর করা।

- সমবায় অধিদপ্তরের অধীন আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে মৎস্য উৎপাদন/চাষ ও প্রযুক্তিগত তথ্য সম্বলিত সেল স্থাপন।

৫.৫ সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন

- মৎস্য শিল্পের উপকরণ তৈরীর সাথে জড়িত জনবলকে নিয়ে প্রাথমিক সমবায় গঠন ও পরিচর্যাকরণ।
- দেশীয়-আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় সমবায়ভিত্তিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন;
- সমবায়ভিত্তিক কারখানায় মাছের ফেলে দেওয়া অংশ/উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করে সার, ফিশ ফিড মিল, পোল্টি ফিড ইত্যাদি তৈরী।
- সমবায়ভিত্তিক বাই-প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন।
- বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের লিঙ্কেজ স্থাপন।
- সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মৎস্যচাষ তৈরীর ব্যবস্থা।
- সমবায়ভিত্তিক হ্যাচারি শিল্প, অর্ণামেন্টাল মৎস্যশিল্প ও ফিশারিজ ইকোট্যুরিজম শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সমবায়ের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করে রপ্তানীমূখী মৎস্য শিল্প যেমন জাত অনুযায়ী চিংড়ি উৎপাদন ও শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট তৈরীর কথা বলেছেন ৮৫% উত্তরদাতা।

৫.৬ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি

- সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যখাতের নতুন প্রযুক্তি, পদ্ধতি ও উদ্ভাবন মাঠপর্যায়ে বিস্তার (Technology transfer) এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক মৎস্যচাষ, আহরণ, পরিবহণ ও সংরক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;
- সমবায় অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- পরিবারের অব্যবহৃত শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বায়োফ্লক্স, হ্যাচারি, খাচায় মাছ চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

৫.৭ সরকারি জলাধার বরাদ্দ প্রাপ্তি

- সকল ধরণের সরকারি জলাশয় বরাদ্দ প্রদানে সমবায় অধিদপ্তর/জেলা সমবায় কর্মকর্তার সরেজমিন যাচাই ও সুপারিশ/প্রত্যয়ন আবশ্যিক করা;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা সমবায়/মৎস্য কর্মকর্তাকে মনোনয়ন।
- জলাশয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্থানীয় সমবায় সমিতির অংশগ্রহণের বৈধতা প্রদান;
- প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জলাশয় বরাদ্দের মেয়াদ সীমা হ্রাস;
- জলাশয় বরাদ্দ প্রদানে নিলাম (সর্বোচ্চ দর) পদ্ধতির পরিবর্তে ওয়েট (মান) পদ্ধতি চালু করা।
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন।
- জলমহাল নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা। এ ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের প্রদেয় বিভিন্ন সরকারি সহায়তা/প্রণোদনা সমবায়ের মাধ্যমে প্রদান।
- মৎস্যজীবীদের মত মৎস্যচাষীদেরকেও সরকারী পুকুর/জলাশয় লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫.৮ বাজারজাতকরণ

- জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় নির্ধারিত স্থানে নিয়মিতভাবে 'সমবায়-মৎস্য বাজার' পরিচালনা;
- সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় মৎস্য/মৎস্যজাত পণ্যের অনলাইন বাজার প্রতিষ্ঠা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control) নিশ্চিতকরণ এবং ব্রান্ড ডেভেলপমেন্ট;
- কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বরফকল/সংরক্ষণাগার/প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন/পরিচালনা ও সাপ্লাই চেইন তৈরী করা।

- ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ বিশ্লেষণপূর্বক দ্রুত পচনশীল মৎস্য/মৎস্যজাতপণ্য পরিবহনের নেটওয়ার্ক তৈরি;
- মৎস্য পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।
- প্রচার-প্রচারনার মাধ্যমে সমবায়ীদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন মৎস্য/মৎস্যজাত পণ্যের বাজার চাহিদা বৃদ্ধি এবং আমদানী নিরুৎসাহিত করা;
- সমবায়ভিত্তিক মৎস্যচাষ, আহরণ, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক জোরদার করা।
- স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় বাজারে নিম্নমানের আমদানীকৃত মৎস্য বাজারজাতকরণ বন্ধ করা।

৫.৯ প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণ

- সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমবায়ীদের নিজস্ব মূলধন গঠন;
- অফ সিজনে মৎস্যজীবীদের জন্য প্রদত্ত সরকারি সহায়তা কার্যক্রম সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা;
- অফ সিজনে মৎস্যজীবীদের সমবায়ভিত্তিক বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার এক্সেস বৃদ্ধিতে কার্যক্রম পরিচালনা;
- সমিতি কর্তৃক সমবায়ীদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রকল্প গ্রহণ।

৫.১০ বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ শক্তিশালীকরণ

- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের বিস্তারিত ডাটাবেস প্রণয়ন;
- দেশব্যাপী মৎস্য উৎপাদন, বাজার চাহিদা, যোগান, ঘাটতি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ এবং এবিষয়ক রিয়েল টাইম তথ্যের ডাটাবেস স্থাপন ;
- মৎস্যখাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ, কার্যক্রম সম্পর্কে সমবায়ীদের অবহিত ও সম্পৃক্তকরণে গাইডলাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি ;
- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজিকরন এবং উৎপাদন, বাজার, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্যের জন্য কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা করা ;

- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন/নিগোশিয়েশন।
- বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর আওতায় মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলোকে সংগঠিত করে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- মৎস্য পণ্যের গ্রেডিং।
- মৎস্য পণ্যের ব্রান্ডিং, সার্টিফিকেশন অব অথেনটিকেশন।
- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত সকল কার্যক্রম (প্রকল্প সংক্রান্ত ও জলমহাল সংক্রান্ত সকল হিসাব) অডিট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

৫.১১ মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীদের জন্য সহায়ক নীতি পলিসি গ্রহণ:

- সরকারের বিদ্যমান পলিসির পাশাপাশি মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে নতুন পলিসি গ্রহণ।

৫.১২ মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিসমূহের জন্য প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ

- মৎস্য অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমে নির্বাচিত এক বা একাধিক এলাকায় প্রকল্পটি পাইলটিং করা যেতে পারে। প্রকল্প পূর্ব বেজলাইন সার্ভে এবং প্রকল্প পরবর্তী মূল্যায়ন ফলাবর্তকের পার্থক্য ইতিবাচক হলে প্রকল্পটি দেশব্যাপী রেপ্লিকেটিং করা যেতে পারে।

  নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে-

- প্রকল্প এলাকার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুবিধাভোগী নির্বাচন করা;
- নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মৎস্যচাষী কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি গঠন করা;
- নিবন্ধিত সমবায়ী মৎস্যচাষীদেরকে সঞ্চয় গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা এবং সমবায়ের হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্প এলাকার পতিত জলাশয়, উন্মুক্ত জলাশয় এবং নীচু ভূমিকে সমবায় ভিত্তিক মৎস্য চাষের আওতায় নিয়ে আসা;

- সংশ্লিষ্ট কমিটির সহযোগিতায় প্রকল্প এলাকার জলমহাল এবং খাসপুকুর প্রকল্পভুক্ত সমবায় সমিতির নামে বরাদ্দ গ্রহণ;
- মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষী সমবায়ীদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষীদের আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে বিনা জামানতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান
- প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ীদের মাঝে বিনামূল্যে কিংবা ভর্তুকীমূল্যে মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামাদি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- পিপিপি এর আদলে পাবলিক-কোঅপারেটিভ পার্টনারশীপ (পিসিপি) ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকায় চাহিদামতো পোনা উৎপাদনের হ্যাচিং প্লান্ট, ফিড মিল ফ্যাক্টরী, বরফকল, কোল্ড স্টোরেজ, ফিস প্রসেসিং ফ্যাক্টরী স্থাপন;
- মৎস্যের উপজাত দ্রব্যাদি হতে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে প্রকল্প এলাকার নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য বিভাগ, ইকোফিস, ওয়ার্ডফিস, মৎস্য ফিড এন্ড মেডিসিন সাপ্লায়ার্স সহ অংশীদারদের সাথে প্রকল্প এলাকার মৎস্যচাষী সমবায়ীদের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন;
- মৎস্যচাষী সমবায়ীদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য কল সেন্টার স্থাপন করা;
- প্রকল্পভুক্ত সমবায়ীদের উৎপাদিত মৎস্য পরিবহণের জন্য ভর্তুকী মূল্যে কিংবা বিনা মূল্যে সমিতির মালিকানায় ফ্রিজিং পিকআপ সরবারহ করা। সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগপূর্বক উক্ত পরিবহন টোল ফ্রি চলাচলের ব্যবস্থা করা;
- প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা অনুযায়ী শহরেরে সুবিধাজনক স্থানে অকৃষি খাস জমি বরাদ্দ গ্রহণ করে সমবায় মৎস্য বাজার স্থাপন করা। ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে রোটেশন সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে বাজারে চাহিদার অতিরিক্ত মৎস্য সরবারহ বন্ধ করা;
- প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের ব্রান্ডিংকরণ, মৎস্যের গ্রেডিংকরণের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ। সুপার শপ, চেইন শপ, ফুড চেইন এ মৎস্য সরবারহের জন্য সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন;
- নিজস্ব ব্রান্ডে মৎস্য বিপননের জন্য অনলাইনে প্লাটফর্ম সৃষ্টি, অনলাইন বুস্টিং এবং কনজ্যুমার সার্ভিস প্রদান;

- কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় প্রকল্প এলাকায় কীটনাশক, রাসয়নিক সার এর যথেচ্ছ ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ এবং জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি করা। প্রকল্প এলাকার শিল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং প্লাস্টিক পণ্যের রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা;
- যেকোন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যচাষীদের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে মৎস্য বীমা চালুকরণ।

৬.০ উপসংহার

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। জাতীয় রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদানের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৫৮ ভাগ সরবরাহ আসে মাছ থেকে। দেশের প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ১ কোটি ৯৫ লাখ জনগোষ্ঠী (১২ শতাংশের অধিক) মৎস্য খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে মৎস্য খাতের উন্নয়ন নিতান্তই অপরিহার্য । বাংলাদেশ সরকার এ খাতের উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. সমবায় সমিতি আইন ২০০১(সংশোধিত ২০০২,২০১৩)।

২. সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, (সংশোধিত ২০২০)।

৩. জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১২।

৪. Alam, M.F. (2001). Current constraints and future possibilities for Bangladesh fisheries. Foof Policy. 26(3):297-313.

৫. Amelia, T.A. Achmad, R., Evi, L. ,2022. The Contribution of Aquaculture Sector in Regional Development of West Bandung District, West Java Province. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research*, Page 9-21

৬. Awuor, F.J. (2021**).** The role of women in freshwater aquaculture development**.** Aquatic Ecosystem and Health Management. 24(1): 73-81.

৭. Bangla News 24.com. (2019). Bangladesh will be the first in fish production in 2022**.** Bangla News 24.com (Online Newspaper). February 5th 2019.

৮. Bartley, M.D. (2022). Freshwater and fisheries: The need for comparative valuation**.** Aquatic Ecosystem and Health Management. 25(1): 39-48.

৯. Barrows, F.T. and R.W. Hardy, 2001. Nutrition and feeding. Fish Hatchery Management, 2nd Edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, pp.483–558

১০. DoF, 2019. Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh. http://www.fisheries.gov.bd/site/page/54ea4502-a4cb-4e33-9f29-4be8f09cf8a6.

১১. FAO, 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture, 2018 (Vol. 3). Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome, Italy. 227p.

১২. Gatlin, D.M., F.T. Barrows, P. Brown, K. Dabrowski, T.G. Gaylord, R.W. Hardy, E. Herman, G. Hu, A. Krogdahl, R. Nelson, K. Overturf, M. Rust, W. Sealey, D. Skonberg, E.J. Souza, D. Stone, R. Wilson and E. Wurtele, 2007. Expanding the utilization of sustainable plant products in aquafeeds: *A review. Aquac. Res*., 38(6): 551–579.

১৩. HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition: A report by the high level panel of experts on food security and nutrition. FAO.

১৪. Hossain, M.M. *et al.* (2006). Management of inland open water fisheries resources of Bangladesh: Issues and options. Fisheries Research. 77(3):275-284.

১৫. Hussain, M.G. (2010). Freshwater fishes of Bangladesh: Fisheries, biodiversity and habitat. Aquatic Ecosystem Health & Management. 13 (1): 85–93.

১৬. Mahmood, E. (2020). "Achievements and Sustainable development in Fisheries Sector". Krishi Kotha, Chaitro,1427 Bongabdo.(Agricultural periodical in Bangla).

১৭. Morshed, K.J. *et al*. (2009). Managing fisheries conflicts through communication planning: Experience from inland fisheries of Bangladesh. Fisheries Research. 99(2):112-122.

১৮. Regier, H. (2022). Ecosystem services of fish and fisheries: Social, cultural, and economic perspective. Aquatic Ecosystem and Health Management. 25(1): 1-2.

১৯. Tacon, A.G.J. and M. Metian, 2013. Fish matters: importanc of aquatic foods in human nutrition and global food supply. *Rev. Fish. Sci*., 21: 22-38.

২০. Voice of America bangla.(2021). "12% people depend on fisheries for their livelihood". Voice of America bangla. (Daily Newspaper in Bangla). September 4, 2021. (From World Wide Web).

পরিশিষ্ট -১

দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের নিমিত্ত নির্বাচিত জেলার তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা
১.	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ
২.		টাংগাইল
৩.		গোপালগঞ্জ
৪.	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম
৫.		কক্সবাজার
৬.		কুমিল্লা
৭.		ব্রাক্ষণবাড়িয়া
৮.		চাঁদপুর
৯.	খুলনা	খুলনা
১০.		সাতক্ষীরা
১১.		যশোর
১২.		বাগেরহাট
১৩.	রাজশাহী	রাজশাহী
১৪.		নওগাঁ
১৫.		সিরাজগঞ্জ
১৬.		বগুড়া
১৭.		চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৮.	বরিশাল	বরিশাল
১৯.		ভোলা
২০.		পটুয়াখালী
২১.		বরগুনা
২২.	সিলেট	সিলেট
২৩.		হবিগঞ্জ
২৪.		সুনামগঞ্জ
২৫.	রংপুর	কুড়িগ্রাম
২৬.		দিনাজপুর
২৭.		ঠাকুরগাওঁ
২৮.	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা

পরিশিষ্ট -২

সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য প্রণীত জরীপ প্রশ্নমালা

সমবায় সমিতির সদস্য কর্তৃক পূরণীয়

‘মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক গবেষণা প্রশ্নপত্র

(যথাযথভাবে পূরণ করুন/ সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দিন)

১. ক) নামঃ...খ) লিঙ্গঃ পুরুষ / মহিলা

২. ক) মাতার নামঃ ______________________ খ) পিতা/স্বামীর নামঃ______________________

৩. মোবাইল নাম্বার (যদি থাকে):____

৪. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:____

৫. বর্তমান ঠিকানাঃ ক) গ্রামঃ ______________________খ) ডাকঘরঃ______________________

গ) ইউনিয়নঃ ________________ ঘ) উপজেলাঃ ________________ ঙ) জেলাঃ______________

৬. ক) যে সমবায় সমিতির সদস্যঃ

খ) সদস্য অন্তর্ভূক্তির তারিখঃ

৭. বয়সঃ

৮. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৯. পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যাঃ

বয়স	জন
৬০ বছরের বেশি	
১৮-৬০ বছর	
১৮ বছরের কম	
মোট	

১০. পরিবারে উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা (জন)?

১১. স্কুল/কলেজে অধ্যয়নরত সদস্য সংখ্যা কত?

১২. আপনার পেশা/আয়ের উৎসঃ ১) প্রধানঃ ২) অপ্রধানঃ ৩) কর্মহীন

১৩. ক) গড় আয় (মাসিক):

খ) ব্যাংক একাউন্ট আছে কিনা? হ্যাঁ / না

১৪. মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষ পেশায় কত বছর ধরে সম্পৃক্ত আছেন:

ক) ০-৩ বছর খ) ৩-৫ বছর খ) ৫-১০ বছর গ) ১০-তদুর্ধ্ব

১৫. আপনার মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র আছে? হ্যাঁ/ না

উত্তর হ্যাঁ হলেঃ FID নাম্বার দিনঃ

উত্তর না হলেঃ মৎস্যজীবি কার্ড (FID) না থাকার কারণ ও সমস্যা উল্লেখ করুন

১৬. ১) মৎস্য উৎপাদন/বিক্রয়ের সাথে বছরে কত মাস সম্পৃক্ত থাকেনঃ

ক) ০-৩ মাস　খ) ৩-৬ মাস　গ) ৬-৯ মাস　ঘ) ৯-১২ মাস

২) বাকী সময় অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকেন কি? হ্যাঁ/না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, নিম্নে টিক চিহ্ন দিনঃ

ক) কৃষি　খ) গবাদী পশু পালন　গ) হস্ত শিল্প　ঘ) ক্ষুদ্র ব্যবসা　ঙ) অন্যান্য পেশা (উল্লেখ করুন):

১৭. মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক টিক চিহ্ন দিন):

ক) উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাব　খ) প্রশিক্ষণের অভাব　গ) পুঁজির অভাব

ঘ) জলাশয়/উপকরণের উপর মালিকানার অভাব　ঙ) মাছের খাবারের উচ্চমূল্য　চ) পোনার অপর্যাপ্ততা

ছ) হিমাগারের অভাব　জ) বাজারের অভাব　ঝ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

১৮. ক) এ পেশায় নিয়োজিত থেকে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

১) সন্তুষ্ট নয়　২) মোটামুটি সন্তুষ্ট　৩) সন্তুষ্ট　৪) অনেক সন্তুষ্ট

খ) সন্তুষ্ট না হলে কারণ উল্লেখ করুন:

গ) অন্য পেশায় যেতে আগ্রহী কি না, হলে পেশার নাম উল্লেখ করুন?

১৯. মৎস্য আহরণের উৎস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক টিক চিহ্ন দিন):

ক) পুকুর　খ) নদী　গ) খাল-বিল　ঘ) হাওড়-বাওড়　ঙ) জলমহাল　চ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

২০. মৎস্য আহরণের উৎসের উপর আপনার মালিকনার ধরণ:

ক) নিজস্ব　খ) ভাড়া/ইজারা　গ) সমবায় সমিতির মালিকানা　ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

২১. মৎস্য আহরণের উপকরণের উপর আপনার মালিকনার ধরণঃ (টিক চিহ্ন দিন)

ক) নৌকাঃ নিজস্ব/ভাড়া/ সমবায় সমিতির মালিকানা/ মহাজন/অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

খ) জালঃ নিজস্ব/ভাড়া/ সমবায় সমিতির মালিকানা/ মহাজন/অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

২২. ক) আপনার সমিতি কখনো সরকারী জলমহাল ইজারা পেয়েছে কিনা- হ্যাঁ/না

খ) জলমহাল ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কি কি?

গ) সমাধানের উপায়গুলো উল্লেখ করুন?:

২৩. আপনার বাৎসরিক মাছ বিক্রয়ের পরিমাণ :

উৎপাদন/আহরণ (কেজি)	মোট বাজার মূল্য (টাকা)	মোট উৎপাদন খরচ (টাকা)

২৪. সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে আপনি উপকৃত হয়েছেন কিনা- হ্যাঁ/ না

উত্তর হ্যাঁ হলে (টিক চিহ্ন দিন)

ক) ঋণ খ) প্রশিক্ষণ গ) উপকরণ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

উত্তর 'না' হলে কারণ উল্লেখ করুন:

২৫. আপনি সমবায় সমিতি থেকে কি ধরণের সহায়তা পেয়েছেন?

ক) ঋণ খ) প্রশিক্ষণ গ) উপকরণ ঘ) অন্যান্য(উল্লেখ করুন):

২৬. আপনার সমবায় সমিতি থেকে আপনি কি ধরণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন:

২৭. মৎস্য চাষ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা? হ্যাঁ/না,

উত্তর হ্যাঁ হলে, কোথা হতে পেয়েছেন (টিক দিন):

১) সমবায় অধিদপ্তর খ) সমবায় সমিতি গ) মৎস্য অধিদপ্তর ঘ) এনজিও ঙ) অনান্য (উল্লেখ করুন):

২৮. মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/না,

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কি ধরণের আধুনিক প্রশিক্ষণ উল্লেখ করুন:

২৯. মৎস্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি/ পদ্ধতি ব্যবহার করেন কি না? হ্যাঁ/না,

উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন

উত্তর 'না' হলে ধরণের প্রযুক্তি সম্পর্কে আপনি অবগত কি না

৩০. বর্তমানে আপনার ঋণের প্রয়োজন আছে কি না? হ্যাঁ/ না

৩১. আপনি কি কোন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন? হ্যাঁ / না

ক) উত্তর "হ্যা" হলে, নিম্নবর্ণিত তথ্য দিনঃ

ক্রমিক	ঋণের উৎস	ঋণের পরিমাণ	ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য

৩২. ঋণ প্রাপ্তিতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? হ্যাঁ/না

উত্তর হ্যাঁ হলে উল্লেখ করুন?

৩৩. ঋণ গ্রহণের পর আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার কি উন্নয়ন হয়েছে ? (উল্লেখ করুন):

৩৪. সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা / এনজিও হতে আপনি কি কোন ধরণের সহায়তা/সেবা পান? হ্যাঁ / না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পান?

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবার প্রকৃতি

৩৫. আপনার আহরিত/সংগৃহীত মৎস্য বিক্রয়ের স্থান: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক টিক চিহ্ন দিন):

ক) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাজারে খ) মহাজন গ) সমবায় সমিতিতে ঘ) স্থানীয় ব্যবসায়ী

ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

৩৬. আপনার উৎপাদিত/ আহরিত মাছ বাজারজাতকরণের কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? থাকলে উল্লেখ করুন:

৩৭. উৎপাদিত/ আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে কি ধরনের সহায়তা প্রত্যাশা করেন?

৩৮. আপনার বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা কি কি?

৩৯. প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উপায়সমূহ কি বলে আপনি মনে করেন ?

(শুধুমাত্র দাপ্তরিক কাজের জন্য)

১। তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থলঃ

২। তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বারঃ

৩। তথ্য সংগ্রহের তারিখ ও স্থানঃ

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপসই	তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও সিল	সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

**তথ্য সংগ্রহকারী সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

পরিশিষ্ট -৩

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমটির সদস্যদের জন্য প্রণীত জরীপ প্রশ্নমালা

(সমিতির জন্য)
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সম্পাদক কর্তৃক পূরণীয়

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক গবেষণা প্রশ্নমালা।

তথ্য প্রদানকারীর নাম:

১. পদবী: ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সম্পাদক/ কোষাধ্যক্ষ/সদস্য

২. মোবাইল নম্বর:

৩. সমবায় সমিতির নাম:

৪. সমবায় সমিতির নিবন্ধন নং.....................তারিখ:......./......./......../

প্রথম নিবন্ধনের তারিখ:-

৫. সমবায় সমিতির ঠিকানা: গ্রাম: .... পো:.......................
উপজেলা:............................ জেলা:

৬. এ সমিতির সদস্য সংখ্যা কত ....। ক) মহিলা- খ) পুরুষ-

৭. সমিতিতে নিয়মিত নির্বাচন হয় কিনা: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৮. বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ধরণ: ক) নিয়োগকৃত খ) এডহক গ) নির্বাচিত

৯. সমিতির সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ: ..../......./......../

১০. সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা হয় কিনা: হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

১১. আপনার সমিতির নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা হয় কিনা: হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

১২. সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ:......./......./......./

১৩. সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদিত হয় কিনা: হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

১৪. সর্বশেষ অডিট সম্পাদনের তারিখ:......./......../......./

১৫. এ সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে কতজনের...........। ক) বেতনভূক্ত ....
খ) স্ব-কর্মসংস্থান/উদ্যোক্তা...........

১৬. সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সদস্যদের বড় বাধা কোনটি বলে আপনি মনে করেন?-

১৭. সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার সমিতি কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে (একাধিক উত্তর টিক দেওয়া যাবে) : ক) প্রশিক্ষণ খ) ঋণ গ) মৎস্য উপকরণ

ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-

১৮. সদস্যরা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কি কাজে ব্যবহার করে ?- ক) মৎস্যচাষ খ) কৃষি গ) অকৃষি ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-
ঙ) ঋণ প্রদান করা হয় না

১৯. ঋণ আদায়/ বিতরণ কর্যক্রম কিভাবে মনিটরিং করা হয়? -

২০. যে উদ্দেশ্যে সদস্যরা সমিতিতে হতে ঋণ নেয় সে উদ্দেশ্যে সেই ঋণ ব্যবহার করা হয় কিনা?- হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

২১. আপনার সমিতির ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কত?:

২২. আপনার সমিতি অন্য কোন দপ্তর/সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছে কিনা?- হ্যাঁ/না
ক) হ্যাঁ হলে ঋণের উৎস্য

ক্র: নং	ঋণের উৎস	ঋণ প্রদানকারী সংস্থা	গৃহিত ঋণের পরিমাণ	পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ

খ) উত্তর না হলে তার কারণ: (টিক দিন)

ক) ঋণের প্রয়োজন নেই খ) ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়নি গ)কর্মহীনতা ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন:)

২৩. এক বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ: ক) বিতরণ............খ) আদায়.............।

২৪. সমিতির স্থাবর সম্পদ আছে কিনা?- হ্যাঁ/ না উত্তর হ্যাঁ হলে (উল্লেখ করুন)-

২৫. বিগত অর্থ বছরের সমিতির নীট মুনাফার পরিমাণ কত?-

২৬. সমিতি হতে সদস্যদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় কিনা?- হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

২৭. সমিতি সিডিএফ প্রদান করে কিনা?- হ্যাঁ/ না (টিক দিন)-

২৮. সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবার/সমাজে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

২৯. সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে কিনা?-হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩০. সমিতি হতে সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিনা; হ্যাঁ/না (টিক দিন)

উত্তর হ্যাঁ হলে বর্ণনা করুন:

৩১. সমিতির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি/পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কিনা: হ্যাঁ/না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে কি ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন-

খ) উত্তন না হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে আপনি অবগত কিনা:

৩২. আপনার সমিতির সদস্যগণ মৎস্য চাষে দক্ষতা বৃদ্ধি/আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? হ্যাঁ/না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে নিম্নের কোথা হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন- ১) সমবায় অধিদপ্তর ২) মৎস্য অধিদপ্তর

গ) যুব উন্নয়ন ঘ) এনজিও ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-

৩৩. সদস্যদের উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণে সমিতি কোন ভূমিকা পালন করে কিনা:হ্যাঁ/না উত্তর হ্যাঁ হলে কি ভূমিকা পালন করে:

৩৪. আপনার সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত/আহরিত মাছ বাজারজাতকরণে ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন:

৩৫. আপনার সমিতি কখনো সরকারী জলমহাল /খাসজমি ইজারা পেয়েছে কিনা; হ্যাঁ/না উত্তর হ্যাঁ হলে জলমহাল ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি যোগ্যতার অত্যাবশ্যক-

৩৬. জলমহাল ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার/প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় কিনা; হ্যাঁ/না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে টিক দিন; ক) রাজনৈতিক প্রভাব খ) মৎস্যজীবী কার্ড (FID) না থাকা

গ) ইজারা ও অর্থ যোগদানের অভাব ঘ) সমিতির সক্ষমতা না থাকা ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-

৩৭. আপনার সমিতির সদস্যদের সকলের মৎস্যজীবী কার্ড (FID) রয়েছে কিনা হ্যাঁ/না (টিক দিন)

ক) উত্তর না হলে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কিনা; হ্যাঁ/না (টিক দিন)

খ) উত্তর হ্যাঁ হলে এ সকল সমস্যা দূরীকরণের উপায় সমূহ কি বলে আপনি মনে করেন?

৩৮. সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর হতে কি ধরণের সহযোগিতা পেয়েছেন?

ক) প্রশিক্ষণ খ) ঋণ সহায়তা গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-

৩৯. আপনার সমিতির অবস্থার উন্নয়েনে সমবায় অধিদপ্তর থেকে কি ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন?

শুধুমাত্র দাপ্তরিক কাজের জন্য)

১। তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থলঃ

২। তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নম্বারঃ

৩। তথ্য সংগ্রহের তারিখ ও স্থানঃ

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপসই	তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও সিল	সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

**তথ্য সংগ্রহকারী সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

Key Informant Interview (KII)

(দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য)

‘মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক নমুনা প্রশ্নপত্র

Key Informat Interview (KII)

১. বাংলাদেশের মৎস্য খাতে কি ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে সামগ্রিকভাবে আপনি মতামত দিন;

২. বর্তমানে মৎস্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে?

৩. এ প্রক্রিয়ায় মধ্যসত্বভোগীদের কি ধরণের ভূমিকা রয়েছে?

৪. এ বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়াকে মৎস্যজীবীদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক করার ক্ষেত্রে কি ধরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ?

৫. মৎস্যজীবীদের উৎপাদিত/ আহরিত মাছ বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসন কি ভূমিকা রাখতে পারে?

৬. মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে যৌথ উদ্যোগ /সমবায় পদ্ধতি কি ভূমিকা রাখতে পারে বা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৭. বর্তমানে মৎস্য খাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। হয়ে থাকলে কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?

৮. নতুন কোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব কিনা?

৯. মৎস্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে কি ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন (Canned fish/শুটকি/প্রক্রিয়াজাতকরণ/মার্কেটিং/উৎপাদন /Fising etc)

১০. মৎস্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরকার কি ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১১. সরকারী বেসরকারী সংস্থা হতে মৎস্যজীবীদের জন্য কোন ধরণের (আর্থিক/অন্যান্য) সহযোগিতা রয়েছে কিনা; যদি থাকে কি ধরণের? নতুন কোন সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে কিনা?

১২. মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকারের গৃহিত যে সকল নীতি/পলিসি রয়েছে সে সর্ম্পকে আপনার অভিমত কি?

১৩. এ খাতের উন্নয়নে সরকার আরো নতুন কি ধরণের উদ্যোগ/নীতি/পলিসি গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১৪. আপনার মতে মৎস্য খাতকে পেশা হিসেবে গ্রহণে কি ধরণের সম্ভাবনা ও কি ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে?

১৫. মৎস্য খাতে মূল্য সংযোজনের কি ধরণের সুযোগ রয়েছে?

১৬. মৎস্য রপ্তানীতে কি ধরণের সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন;

১৭. সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খাতে উন্নয়নে সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ কি কি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১৮. সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খাতের উন্নয়নে কি ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে? এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকণের করণীয় কি?

১৯. বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

তথ্য সংগ্রহের তারিখ ও স্থানঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

**তথ্য সংগ্রহকারী সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

পরিশিষ্ট -৫

বিভাগভিত্তিক মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সার্বিক অবস্থার বিবরণ

বিভাগ	জেলা	মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সংখ্যা	কার্যকর	অকার্যকর	মোট সদস্য সংখ্যা		শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত
					পুরুষ	মহিলা		
ঢাকা		১০২৩	৮১৮	২০৫	২৭২৫১	২১০৮	২০৭৯২২৮২	৫৮৫৩৫৮৭২
চট্রগ্রাম		১৪৩৩	৯৭৬	৪৬৪	৪৯৭৪৫	১৫৯০	২৬০৩০৮৯৬	৭২২৯০০৩০
খুলনা		৭০৩	৫৮৯	১১৫	২৪৩৮৮	১০১৫	১৮০৩৮৮৪১	৬০৫২৯১৭৩
সিলেট		১৭৫৪	১৬৫৬	১২৮	৪৮২৪০	৩৬৬০	৫৫৪৫৬৭৫৫	১৯৫৫৭৫৬৪৬
বরিশাল		৩৬১	১৮০	১৭৯	২৯৯৬৭	২৫৬১	৫৮২২৪৬২	২১৫৬৭৬০৭
রাজশাহী		২৮০১	২৬৭৪	৭০	৬০৫০৬	৪৮০৭	৫৩৮২৩৬৩১	৮১০৩২২০৪
রংপুর		১০৫৭	৯৭১	৮৬	৩০০০৩	১৫৩৪	২৩৭৮৯২৫০	৫২৮৪৪১৬৩
ময়মনসিংহ		৪৮৫	৪২০	৬৪	১৩৬১৯	৩০৯	১৭৭২৭২৪০	১৭০০৩৮৫৪
	সর্বমোট=	**৯৬১৭**	**৮২৮৪**	**১৩১১**	**২৮৩৭১৯**	**১৭৫৮৪**	**২২১৪৮১৩৫৭**	**৫৫৯৩৭৮৫৪৯**

বিভাগওয়ারী মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষীদের তথ্য:

ক্রঃ নং	বিভাগ-খুলনা		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংস্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকর্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কমসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১		রূপসা	৫	২০৭	০	২	৩	৯২৩৩৫	৩৫০৯৬৩	০	০	০
২		তেরখাদ	৩	৬০	০	১	২	৬৪০০০	৬৭৮০০	০	০	০
৩		দিঘলিয়া	২	৮৭	০	১	১	২৪০৯৫	২৪২৬৬০	০	০	০
৪		ডুমুরিয়া	২৫	৮৪৮	৮	২৫	০	৮৩১৮৮৭	১৮৭২৬৭৫	৮৫৬	০	০
৫		বটিয়াঘাটা	২৩	৫৫৩	০	১৯	৪	৪৮৭৯০০	৮৯২৭৬৭	১৬৫	০	০
৬		দাকোপ	৩২	৭৬০	৭	২৯	৩	৭৩৪০০০	৭৬১৯৮০	২৯২	০	০
৭		পাইকগাছা	২৮	৬২৩	২৮	২৬	২	৬০৭২০০	১২৫১৭৫০	৩৫	০	০
৮		কয়রা	৬৫	১৩২০	১১০	৬২	৩	১৩২০০০০	১৬২৫০০০	১১০	০	০
৯	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	১০	৩৭৪	-	১০	-	১৫৬৩৫০	৩০৭৪৭৫	৪৯	-	-
১০		তালা	১৮	৪২১	---	১৪	৪	৪২১৭০০	১৩২৬৮৯৩	৭৫	---	----
১১		কলারোয়া	৪	২৪১	-	৩	১	১৩২৫৬২	৩৩৭০০৭	২৪১	---	----
১২		আশাশুনি	৩৯	১৫৯৩	১৪৬	৩৬	৩	৮২০০০০	১৬১০০০০	৭০	-	-
১৩		দেবহাটা	১০	২৬৫	১১৫	১০	-	৪৫৪৭৬০	২৯৮০৮৪২	১৫	-	-
১৪		কালীগঞ্জ	১৩	৩১২	৩০	১০	৩	৩২৭৬০০	৩৩৩৩১০	২৫	--	--
১৫		শ্যামনগর	৩০	৬২৫	২৬১	২৫	৫	৬২২১৬৫	১১৮৭২৮৬	৬০	-	-
১৬	বাগেরহাট	বাগেরহাট-সদর	২৬	৬১৩	২৯	১৫	১১	৩৫৪২২০	১৫০৬৩৯০	২০	-	-
১৭		ফকিরহাট	৭	২৭১	০	৩	৪	৮২৪৫৩	৩০৫০৭৪	২০	-	-

১৮		মোল্লাহাট	২	৫৯	০	০	২	১৭১৫০	৫৪৬৭০	-	-	-
১৯		কচুয়া	৩	১৩৯	০	২	১	২৩১৭০	২১০৯০	-	-	-
২০		চিতলমারী	১	১৮৫	০	১	০	৮৯৮০	২০২৯০	-	-	-
২১		মোড়েলগঞ্জ	৪	১৭১	০	০	৪	১০০৩০	২৫৭৭২	-	-	-
২২		শরণখোলা	৭	২৬২	১৫	৪	৩	১০৯৩৮০	২১৫৯৯০	-	-	-
২৩		রামপাল	৪	৩৮৯	৫০	২	২	১৫৬০৯৯	১৮১১৫৩৩	১২	-	-
২৪		মোংলা	৪	২৭৯	-	২	২	৬২৯৫০	৪৪০৭৮৯	--	-	-
২৫		চৌগাছা	২১	৫৯৪	৩৫	১০	১১	৮১২৫৭৫	১৬৯১৮৫৮	৭১	--	--
২৬	যশোর	যশোর সদর	১৫	৮৯২	-	৯	৬	২০১৭৬০	৩২৭৭৬৫৪	৮৯২	-	-
২৭		অভয়নগর	১০	৪৫৯	-	৬	৪	৩৬৭৭৭৫	৮৬৬২২২	২৩৪	-	-
২৮		শার্শা	১৫	৭১৪	৬	১৫	--	২০৬০১০	১৮৪৩৩৯৫	৫৫	জমি ৪ শতক ও অফিস ঘর	২০০০০০
২৯		ঝিকরগাছা	৬	২৯৪	৪	৪	২	১১৮৩৮০	১৬০৭০৪	২১৮	--	-
৩০		মনিরামপুর	১৫	১৩৩০	০	১০	৫	৪৭৫০০০	৪৭০০০	৪৩	--	--
৩১		বাঘারপাড়া	৮	২৮৫	০	৮	০	২৫১৮৭৫	১২৩২১১৫	২৪৩	-	-
৩২		কেশবপুর	৭	২৬৯		৭	--	১৩৪৭১০	২২২৪৩০৬	২৩	জাল, লাইট, নৌকা আসবাবপত্র	৭৬০৯৬২
৩৩	নড়াইল	নড়াইল সদর	৮	৪৫১		৫	৩	১৭৪৩৩৭	১২১০৬৫৭	৫০	---	---
৩৪		লোহাগড়া	৮	২৯১	৯২	৮	---	২৪১৩১০	৪৮৫৩৫০	১৫	---	---
৩৫		কালিয়া	৬	২৫৩	৬	৪	২	১৭২০৭৭	৭২৬০১০	৬	---	---
৩৬	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	১৬	৪৩৭	১৯	১৬	-----	৩৩০১৯০	৮৯৮৯৩৬	৪৫	------	
৩৭		কালীগঞ্জ	৬	৩৫৯		৬	-	১১৫৭৮০	৩২০০৮০	৩৫৯	-	-
৩৮		কোটচাঁদপু	৮	৮৫৯		৮	-----	১৩৭৩৩০	৩৯৭২৭৮	৪৬১	৫ শতকজমি।	২৭৫০০০

		র									
৩৯		মহেশপুর	২৯	১২০৯	২৯	২৬	৩	৬৩৩০০০	২০৯০০০	১০৫০	-	-
৪০		হরিণাকুন্ডু	৬	১৮৮		৫	১	৩৯৬২৬০	৬৩৭৮৫০	২০	-	-
৪১		শৈলকুপা	২	৭৩	-	২	-	৩৯৮৬০	৪৪২০০	৫	-	-
৪২	মাগুরা	মাগুরা সদর	১৭	৬৩৭	--	১৭	--	৫১০০০০	১১০৫০০০	৯৪২	নাই	--
৪৩		মহম্মদপুদ	৯	৫৮৩	--	৯	--	১৪১০৪০	২৮৪৭৭৩	২১৫	নাই	--
৪৪		শালিখা	৭	২৪১	৫	৭	--	১৭৭৩৬০	৪৩৫২৭৫	১১৫	নাই	--
৪৫		শ্রীপুর	৬	২৮৭	--	৬	--	১৩৮১৩০	২৩৫৬৯০	২৮৭	নাই	--
৪৬	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	১১	২৯৬	-	১১	-	৫১০৬০০	১৩৩২৯৭৮	৩৪	-	-
৪৭		কুমারখালী	১০	২৭২	--	১০	-	৩৬৪৩০০	১৮৯৫৭০২	১২১	--	---
৪৮		খোকসা	৬	১৫২	-	৩	৩	২৩০৮২৫	২৫৭১৮৬	২৬	-	-
৪৯		মিরপুর	৪	৮২	-	৪	-	১১৫৫০০	১২৯৬৯৮		-	-
৫০		ভেড়ামারা	৪	১০৮	-	৪		১০২২০০	৩৪৬৬৩০	৮	-	-
৫১		দৌলতপুর	১৩	৩৮০	২০	১১	২	৩৮১৩৫০	৫৮৪৫২০০	৪৫০	-	-
	মেহেরপুর	মেহেরপুর	২৭	৯৮৭		২০	৭	৬৮৪০০০	২৭০২৭৪৪	৪৭৯		
৫৩	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	১৩	৩২৭	-	১২	১	৪১৭৩০০	১২৩২৪০০	৩০৫	জাল , দড়ি, নৌকা, সেলোমেশন, পাইপ	১৪২২৮৯৮
৫৪		আলমডাঙ্গা	১	৩০	-	১	১	৪৪০০০	৫৬৮০০	৩০	-	-
৫৫		দামুড়হুদা	১৩			১৩	-	১১৮৩৪১১	৮৩৫৩৩৯০	২০১	-	-
৫৬		জীবননগর	১১	৩৯২	-	১০	১	৩০৯৬১০	৪৯৩০৮৬	৩৯২	-	-
			৭০৩	২৪৩৮৮	১০১৫	৫৮৯	১১৫	১৮০৩৮৮৪১	৬০৫২৯১৭৩	৯৪৪০		

ক্রঃ নং	বিভাগ-বরিশাল		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৫	৩৫৩		১	৪	২৬৪৬৫	২০১১৬৮	৩০		
২		নাজিরপুর	৫	১৭৫		৩	২	৯২০০০	৫৯১৯৮০			
৩		নেছারাবাদ										
৪		কাউখালী	৮	৩০০		১	৭	১৮০০০০	২০০০০০			
৫		ভান্ডারিয়া	৪	৪৪০			৪	৭৮০০০	৭৮০০০			
৬		মঠবাড়ীয়া	২৮	২৪৮১	১০১	২৫	৩	১০১৯৭৫	১৮৫৭৬১৩	৮		
৭		ইন্দুরকানী	১	৩৮			১	১১৮০	২১৫৩			
৮	ভোলা	ভোলা সদর	৩৫	৮০৫	২১৫	১৭	১৮	৫৪২৩২০	১২৩৬৯২৮	১১০	জমি ০৮ শতাংশ ১ বরফ কল পরিত্যাক্ত	৩০০০০০০
৯		দৌলাতখান	৮	১৭৯০	৪৬		৮	৫৩১৬৫	৯৫৫৫২			
১০		বোরহানউদ্দিন	৫	৮৬৯	৪৫	৪	১	১৩৩৫২	২৩৫১১	৪৮		
১১		তজুমদ্দিন	২১	১০০৫৭	৮৪০	৯	১২	৪৫৭০০০	৪৪০০০০	১০		
১২		লালমোহন	৯	৭০২	৭২	৫	৪	১৫৩৫২	২৬৫১১	৫২		
১৩		চরফ্যাশন	২৭	১৩০২	--	১৬	১১	৪৭২৬২৮	৮৭৪৬২৮	১৩		
১৪		মনপুরা	৮	২০০	৪০	৩	৫	৮০০০০	৬০০০০	৬০		

১৫		আমতলী	৩৯	২৭৭	৪২	২২	১৭	৬৯৫০০০	১৮৭৭০০০	৪২	সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন রয়েছে	৭৫০০০০
১৬		বামনা	৬	১০২০	৪৩২	৬	০	৩৪৩০০০	১২২০০০০	১০	-	-
১৭		তালতলী	২২	১৪০৭	৩৭	৩	১৯	৩৬১৬৬০	৮৯০৭৮২		-	-
১৮		পাথরঘাটা	১৩	১৫৬০	২৯৬	১	১২	২১১৭৯০	৯৭৭৭৫৪	১০	সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন রয়েছে	২৭০০০০
১৯		বরগুনাসদর	২০	১৫৫০	৯৮	২	১৮	২১৮১৩৫	৬২১৩৭৫	৭		
২০		বেতাগী	৪	১৩৫	১৮	১	৩	৮৫৩৫৬	১৩৫৪৯২	২		
২১	বরিশাল	বরিশাল সদর	১০	৩৫১	-	৪	৬	২৮৫০০০	২৫৪০০০০	১৫	ভূমি ও দালান	২০৩৪৯০
২২		বাকেরগঞ্জ	৫	২৭৭	০	১	২	২০৭৭০	৫১১১৪			
২৩		বানরীপারা	৫	২০৬	০	৪	১	১৮০০০০	২০৪৫২০	৫০		
২৪		উজিরপুর	৫	৯০	৩০	৩	২	১০৫৭০০	১৬০৬০০	৩০		
২৫		গৌরনদী	০	০	০	০	০	০	০	০		
২৬		আগৈলঝাড়া	২০	৫০০	০	২০	০	৪৫০০০০	১৪৬০০০০	২৫২		
২৭		বাবুগঞ্জ	৪	৯৭	০	৩	১	১০৯৭০০	২৯৯৩০০	০		
২৮		হিজলা	২	৩৮	১৫	২	০	৩১১০০	৪০৭৯০০	২		
২৯		মুলাদী	৫	২০৮	২৬	৫	০	১২৩২৫০	৫৫৮৫৩০	৩২		
৩০		মেহেন্দিগঞ্জ	১২	১৫০২	০	১২	০	৩৬৪১৫	৩২৬৯২৭৯	২		
৩১	ঝালকাঠি		২৫	১২৩৭	২০৮	৭	১৮	৪৫২১৪৯	১২০৫৯১৭	১	সমিতির অফিসঘর	৫৮৮০০
			৩৬১	২৯৯৬৭	২৫৬১	১৮০	১৭৯	৫৮২২৪৬২	২১৫৬৭৬০৭	৭৮৬		

ক্রঃ নং	বিভাগ- ঢাকা		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ঢাকা	ধামরাই	৮	২৪৪		৮		১২৬২৭০	৫৮৬৫২০	২৪৪		
২		সাভার	১	১১৩	২৮	১		১১২৮০০	২৪১০২০	১৪১	১৫.৫০ শতাংশ জমি (কাউন্দিয়া ইউনিয়নের ইসাকাবাদ মৌজা)	১৩৩৩৮৯০ (২০২০-২০২১ সনের অডিট নোট দৃষ্টে)
৩		কেরানীগঞ্জ	৮	১৬২	৩০	২	৬	৪৮৫০০	৪৮৩৩১০০	১০	-	-
৪		দোহার	২৫	৬১৭	৭৫	১০	১৫	৪৭৩৫৮০	৯৫৪৫৯৮	৬০০	-	-
৫		শাহআলী	১	১৪৮	২৫	১		১৮০০০২	১৫৬১৫৮৫	২	০১ ।সিটি০২। অন্য দাকানের মূল্য করপোরেশনের দোকান,০৩। ঘরেরমূল্য, ০৪। মার্কেটের মূল্য (ক্ষুদ্র)	১। সিটি করপোরেশনের দোকানের মূল্য-৭০২৭৫৫০.০০, ২। অন্য দোকানের মূল্য-১০০৯২৪.০০, ৩। ঘরের মূল্য

												৬৩৯৬৩৬.০০, ৪।মার্কেটের মূল্য (ক্ষুদ্র)-১৬১৫৩৬.০০
৬	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	৩	১৩০	২৬	২	১	৪২৮১০	৫১৩৬১১	১		
৭		সোনারগাঁ	৬	১২৪		৩	৩	১২৪০০০	৪৪৯৩৪০	২৬		
৮		বন্দর										
৯		আড়াইহাজার										
১০		রূপগঞ্জ										
১১	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৩	১৪৪		২	১	৫৫০০৫	৩৮৮৪৫			
১২		রায়পুরা	২০	১১৯৬		১৭	৩	৩৫৬৮১৮	১০৭৬৪৬২	৩		
১৩		শিবপুর	২০	৪৫০	৫৬	১৬	৪	২২০০০০	১২০০০০০	৬		
১৪		মনোহরদী										
১৫		পলাশ										
১৬		বেলাবো	২	১০৫	৮	২		৪০৮৮২	৩০৪২৫১	১১৩		
১৭	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	১৯	৪০৯	১৮	৭	১২	৩৭৫০০০	৩৯৮০০০	৫৭		
১৮		শ্রীপুর	২০	৪৫০	১২	১৬	৪	৪৫০০০০	১৩১৫০০০	৪৬২		
১৯		কালীগঞ্জ	২	৪৩	৯	১	১	৪৫৪০০	৯৭৫০০	৫২		
২০		কালিয়াকৈর	২	৪১	০	২	০	৪১৪০০	১৯৩৪০০	১০		
২১		কাপাসিয়া	২	২৮০	১৮	০	২	৪৯৪০০	২৯৩৩০০	২৫		
২২	মুন্সীগঞ্জ	টংগিবাড়ী	২	৪৭		২		৪৮০০০	৪৬৩৪২০	৪		
২৩		শ্রীনগর	৬	১৭৮		৫	১	১৫৫৬০০	১১৭৮৩০০	১৩		

২৪		সদর	২	৪০		২		৪০০০০	১১৪০০০	৭		
২৫		সিরাজদিখান	৩	৫১	১২	৩		২৪০০০	২৪০০০	৩		
২৬	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	৮	৩১৫		৮		২৩২২৫	১২৮১৩৪	৩৮	জালক্রয়	২০০০০
২৭		দৌলতপুর	৫	১১৩		৫		১২১০০০	৪৬৩৪০০	১৪	জালক্রয়	৩০০০০
২৮		সাটুরিয়া	৪	-	৩	৪		৬২০০০	৩৮১০০০	১২	১ পুকুর	
২৯		সিংগাইর	২৫	৫৬৮	১৪৯	২৩	২	৪৫৩১১০	৪২১২৩৮			
৩০		হরিরামপুর	৫	৭৩	১৭	১	৪	৭১৬৮০	১৯৪৩০৩			
৩১		ঘিওর	১০	৪৯০		৩	৭	১৪৭৭২০	৬৮৫০২৪			
৩২		মানিকগঞ্জ সদর	২	৫৭	৩২	২		৫০০০০	১৩২০০০	৫		
৩৩	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদী	১৬	৪৬১		১৩	৩	২৪৫৮৩০	৬৩৪৬৮০০	১৪০	০	০
৩৪		অষ্টগ্রাম	৫৩	১৫৮৬	৪	৪৮	৫	১১৭৩০০০	১২৫০০০০	৩০০	০	০
৩৫		কিশোরগঞ্জ সদর	৩	৬৫		২	১	৫৩৭৫০	৫৫৭৫০		০	০
৩৬		করিমগঞ্জ	২৯	৬৫০		২৩	৬	২৮৮০০০	৩৬০০০০	৮০	০	০
৩৭		নিকলী	৬৩	১৪৮০		৬২	১	১৪৮০০০০	২৬৫৮০০০	১৪০	০	০
৩৮		পাকুন্দিয়া	৪	১১৯		৪	-	১০১১০০	৩৩০৪০০	৫০	০	০
৩৯		বাজিতপুর	১৯	২৪২১		১৮	১	৫৪৪৯৮০	২৪৩৪৩৬	৩০	০	০
৪০		ভৈরব	২৩	৪৯৭		২১	২	৬২০০০০	৭৯০০০০	১৩২	০	০
৪১		হোসেনপুর	২	৫০			২	৬৮৪০	২৪০৭৬	-	০	০
৪২		তাড়াইল	৩৬	৯২৩		৩৩	৩	৮৫৭৫০০	১০৮১০২০	১৭৯	০	০
৪৩		কুলিয়ারচর	১৪	৪৩০	১০	১২	২	২১০৬৬১	৫৭৫৮৭৯	২০	০	০
৪৪		ইটনা	১১৪	৩৪৫৭		৯৯	১৫	২৫৬০০০০	২৯০০০০০	৩০০	০	০
৪৫		মিঠামইন	৫৫	৯৯৬	২১	৪৯	৬	১২৪২০০০	১৫২১০০০	৩১২	০	০
৪৬	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	১৫	৬২৩	৫	১৩	২	১৬৭২৮৭	৪৬১৮১২	১০	নৌকা, ইঞ্জিন চালিত বোট,	৬০০০০০

										জাল অন্যান্য	
৪৭		ঘাটাইল	১৬	৫৮২		১৬		৩৯৬৩৮০	১৬৪১৩৯৩	৩২০	নৌকা, জাল অন্যান্য	১০০০০০০
৪৮		মির্জাপুর	৮	৩১৭		৭	১	১৩৫৭২০	৬৯৮৯২৯	২৪	নৌকা, ইঞ্জিন চালিত বোট, জাল অন্যান্য	৬৭০০০
৪৯		বাসাইল	৯	২০৪	০	৯	০	৯৬৫৬৪	২৪২৬৬৭	০	০	০
৫০		সখিপুর	৪	১১২	০	৪	০	৭৫০০০	১১০৫২০	০	০	০
৫১		মধুপুর	৭	২১১	২	৭	০	১৯৪৪০০	৩২৫৭৮০	৭০		
৫২		গোপালপুর	১৬	২৩২		৭	৯	২২০০০৫৩	৫৭৯৬৫০৯	১৭৫		
৫৩		দেলদুয়ার	৮	২২৯		৮		৩৬৯৯০	১৮৮২৬৮২	১৫২		
৫৪		নাগরপুর	৯	২১০		৮	১	১৪০২৫০	৩৭৩০২৫	২১০		
৫৫		টাঙ্গাইলসদর	৪	২৬৫		৪		৩৬৭৮০	১২৪১৮০			
৫৬	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৯	২৮০		৮	১	১৯৯৮৮০	৬৯০৯৪৭	২৮০	জাল,নৌকা, বাঁশ	৫০০০০০
৫৭		চরভদ্রাসন	১৩	৪৬	৫	৬	৭	৪৬০০০	৬৪৪০০	২	-	-
৫৮		আলফাডাংগা	২	৪৭		২		৪৭০০০	৫২৬০০	২২	প্রযোজ্যনয়	০
৫৯		নগরকান্দা	৯	১৮০		৯		২২৮৪০০	২৫৪৫৩০	-	-	-
৬০		বোয়ালমারী	৮	৮০০		৮		১৭৯৭৬০	৬৭৩০৪৭		--	--
৬১		ভাংগা	১২	৩৩৯	৩	১২		১৪০০০০	২৮০০০০	৪৮	জালনৌকাবাশ	৩৯৫০০০
৬২		মধুখালী	২	৯৬		১	১	৫৩৭০০	৮৮২৫০	৯৬	-	-
৬৩		সদরপুর	৩	৯৪		৩		৪৭১৬৫	১৭২৭৫০	৫০	-	-
৬৪		সালথা	৩	৪৯		১	২	২৮৩০০	১০১০০		-	-
৬৫	মাদারীপুর	সদর	৫	১৫৬		২	৩	১৪৫০০০	২২৫০০০			

৬৬		রাজৈর	৫	১২৫	২৩	৪	১	১০৩২৮৫	৩৮৮৬০২	২	জমিঅফিস ঘররাইচমিল	৯৫৬২৭২
৬৭		কালকিনি										
৬৮		শিবচর	৭	২৭৭		৭		২১৩১০০	১৩০৩৩২৪	২০		
৬৯	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৩	৪৮	২	২	১	৪৫৮০০	৯৫২২০০	২০		
৭০		নড়িয়া		০								
৭১		জাজিরা	৩	৬২	১	৩		৯৬০০০	২২৭০০০		নৌকাজাল	২১৯০০০
৭২		ডামুড্যা	৪	৬১		৩	১	৬৫০০০	৮৫৫০০			
৭৩		ভেদরগঞ্জ	১	৪০		১		২১৪০০	৫৫১৫৬১	১৫		
৭৪		গোসাইরহাট	১	২২			১	২৪৫০০	১৬৮৬০০			
৭৫	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৩১	৭	২৮০	২৮	৩	১৬৮৬০০	৬৯০৮০৬	৪		
৭৬		পাংশা	৩৩	৩	১৩৯	৩১	২	৮৯১০০	৯৪৯৯৫৯	১		
৭৭		বালিয়াকান্দি	১১	১২	৩৫৬	০	১১	২৮৮৬০০	৬৪৬৮০০	১		
৭৮		গোয়ালন্দ	৬	৯	২০২	০	৬	১৪৭৮০০	৩১১৪৬০	৬		
৭৯		কালুখালী	২৬	১০	৩৯৭	১৯	৭	২৫০৯০০	৭৩৩২৪৪	৩		
৮০	গোপালগঞ্জ	সদর	২৯	৫৮০	৫৭	১৬	১৩	৬৩৮০০০	২৯৮০০০	১০		
৮১		কোটালীপাড়া	৩৩	৭২৬	০	২৫	৮	১১৫৫০০	১৪৮২০০	৩০		
৮২		টুঙ্গিপাড়া	১২	১৮৭	৫৩	৫	৭	৬২৫০০	৪৮২০০	০		
৮৩		মুকসুদপুর	৭	১৬২	২৬	৪	৩	৫০১০০০	৩৬৯৪২৮	১৮৮		
৮৪		কাশিয়ানী	৪	১২৫	৪	৩	১	৪৪৭০৫	১১৬১৫৫	২০		
৮৫			১০২৩	২৭২৫১	২১০৮	৮১৮	২০৫	২০৭৯২২৮২	৫৮৫৩৫৮৭২	৫৩১০		

ক্রমিক নং	বিভাগ-সিলেট			সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্ম সংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সিলেট	সিলেট সদর	২৮	৩০৬৯		২৬	২	১৫০৯০০০	১১৪৮০০০	৫২	-	-
২		দক্ষিন সুরমা	২০	৪০৭	২২	১৭	৩	৫৫০০০০	২৫৮০০০০	২০	-	-
৩		ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৩	৮০০	১৯০	২৮	৫	৭২২৮০০	৭২২০৬৭৬৪	১৪৫	-	-
৪		বিশ্বনাথ	৭	১৭২	৬	৫	২	২৮০০০০	৪৭২৯০০	১৭৮	-	-
৫		বালাগঞ্জ	৪৫	১০৯০		৩৮	৭	১৩৫৫৪২০	১৬৭৮৯৪৮	৭০	-	-
৬		গোলাপগঞ্জ	২১	৪৬৫		২০	১	৫৫৬৫০০	৭৫২০০০	৩৫	-	-
৭		বিয়ানীবাজার	৩৩	৫৫০	০	২৫	৮	৫৫০০০০	৭৫০০০০	২০০	-	-
৮		জকিগঞ্জ	২৮	৬০০		২৪	৪	৬০০০০০	৭২০০০০	৫২	-	-
৯		কানাইঘাট	৩১	৭০৮	১১	৩০	১	৯৪৬৩০০	১৭২১৪০০		-	-
১০		জৈন্তাপুর	৩০	৮২৪	৫	২৮	২	১৬৮৭০০০	৯৩৭০০০০	৫৫	-	-
১১		গোয়াইনঘাট	৩৭	৭৮০		৩৪	৩	৬৮০০০০	৮৬০০০০	৭৮০	-	-
১২		কোম্পানীগঞ্জ	৪৫	৯৫০	১৩৬	৪৫		১২২৯২০০	৩৫৩৯৯৬০	৪৮৬	-	-

১৩	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	৯৮	২২৮৪	১২৬	৯৭	১	৩৫১৯০০০	৫৩০৩০০০	১২৮০	জাল,নৌকা,চেয়ার, টেবিল,কাটাবাঁশ ইত্যাদি	২০ লক্ষ
১৪		জামালগঞ্জ	৬৬	১৬৬৭	২৪৬	৬৪	২	৩২৭৭০০০	৪৫৬০০০০	৯৫	-	-
১৫		ধর্মপাশা	১৫৬	৪২১২	৩১২	১৪৬	১০	৮৫৮০০০০	১০৯২০০০০	১২৫	-	-
১৬		বিশ্বম্ভরপুর	৩৪	১০৪৬	২	৩৪		১১৩০০০০	২০৬০০০০	৫০	-	-
১৭		তাহির পুর	৩৬	১১১০	০	৩৬		১০৭২০০০	৯৭৩০০০	১৩৫	-	-
১৮		দিরাই	৭৬	৩৩৬৪	৩২৮	৭৪	২	৩৭১৭০০০	২০৫৮৭০০০	৯১	--	--
১৯		শাল্লা	৬৪	২০৭৫	১৯	৬৪		২০৯৯০০০	৩২২৯০০০		-	-
২০		শান্তিগঞ্জ	৯৫	৩১২০	১১৪০	৮৯	৬	৩০৪৫০০০	৮৩৪৩০০০	১৪৮০	জাল,নৌকা,চেয়ার, টেবিল,কাটাবাঁশ ইত্যাদি	১০ লক্ষ
২১		জগন্নাথপুর	৫৯	১৫৮০	৪০৭	৫৬	৩	২৬৮২০০০	৪৫৫৩০০০	৭৯	-	-
২২		দোয়ারাবাজার	২২	৫৫৭	৪	২২	০	৭১২৬০০	১৫৪২৬০০	০	০	০
২৩		ছাতক	৪৭	১৩২০	৪৯	৪৭		১৩৬৯০০০	৪৯০৭৫০০	৩৯০		
২৪	মৌলভীবাজার	সদর	৩০	৫৮৫	১৮	২৮	২	৭৫৬৪০০	৪৬৭৭৮০০	১৪	-	-
২৫		রাজনগর	৬৮	১২৬৪	১৬৯	৬৫	৩	২৩৬৭০৭০	২৪৯৪৯১৮	৬৫০	--	--
২৬		কুলাউড়া	২৮	৬০৪	৪১	২৫	৩	৫২০৬০০	২০৪০৫০০	৭১	--	--
২৭		জুড়ী	২৩	৪০৫	১৪৭	১৭	৬	৫২২৪০০	১৩১৭৭৫০	৫৪	----	-----
২৮		কমলগঞ্জ	২২	৪৮৪	২	১৯	৩	৪৭০৮০০	৮১০৭০০	২৯	-	-
২৯		শ্রীমঙ্গল	৩৭	৮৫১		২৮	৯	৩১৯৫০০	১৭৮৭০৩৫		--	--
৩০		বড়লেখা	৯৬	১৯৭০	১৯২	৮৭	৯	১৯২০০০০	২১১২০০০	৪৬	---	---
৩১	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	৩১	৭০৯	১৭	২৯	২	১১৫৫৭০০	৬৯৫৭৫০	৮৩	--	--
৩২		মাধবপুর	১০	৩৫৬	১	১০		১৬৭৪০০	৫৮৬৪৪০		--	--

৩৩		বাহুবল	১৯	৫২৮		১৭	২	৩৬২২৬৫	৬১৩৯৩১		--	--
৩৪		চুনারুঘাট	৫	১১৬		৫		২৯৯৩০০	২২৪২০০	৮	--	--
৩৫		নবীগঞ্জ	১১২	২৬৯৮	৫৮	১০২	১০	৩০০০০০	৭১০০০০০	১২৪০	--	----
৩৬		বানিয়াচং	১১৫	৩১৭১	১২	১০৯	৬	২৭৬৩০০০	৫৭২৭০০০	৬০	-	-
৩৭		আজমিরীগঞ্জ	২৪	৫৭৫		২২	২	৬১১৭০০	৯৬৩৬০০	১০০	-	-
৩৮		লাখাই	২৩	১১৭৪		৪৪	৯	১০৫১৮০০	১৬৪৫৯৫০		--	--
			১৭৫৪	৪৮২৪০	৩৬৬০	১৬৫৬	১২৮	৫৫৪৫৬৭৫৫	১৯৫৫৭৫৬৪৬	৮১৫৩		

নং	বিভাগ-ময়মনসিংহ		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৭	১৯৯		৬	১	৭৫০০০	২০৪০০০	৭৮		
২	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	৬	২৮৬		৪	২	১৪০৩৫০	৩৬৫৩৬৫	৬০		
৩	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	৩	৮০		২	১	৮২৪৭০	৩১৭৯৯০	৪		
৪	জামালপুর	ইসলামপুর	২	৫৯		২		৭৮০০	২০৯৪০০			
৫	জামালপুর	মেলান্দহ	১৮	১০৪০		১৫	৩	২১০৫০০	৮৭০০০০	৩৮০		
৬	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	৩	৩৫৯		৩		১৫৮৯৫	৯০৯৩১	১৫		
৭	জামালপুর	জামালপুর সদর	১০	৫৪৫		৭	২	১১৭৫২৫	৪১১৯৫৯	৬০		
৮	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	৬	১৪৯	১৬	২	৪	১২২০০০	২৩৮৩৪০	১৩	জালনৌকা	
৯	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়ীয়া	৯	১৯০	৩৮	৫	৪	১৮২০০০	৩৪৪৬৫৪	৭৩	জালনৌকা	
১০	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	৩	৫০	২৫	৩	০	৬৩০০০	১৬২৩৪৪	২৫	জালনৌকা	
১১	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৮	১৯৯	৯৩	৮	০	১৬২০০০	৩২১৪২০	১২৫	জালনৌকা	
১২	ময়মনসিংহ	সদর	২	৫০	১৯	২	০	৪১০০০	৭২৩১০	৩০	জালনৌকা	
১৩	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	১২	৫০০	২৭	১১	১	২৪১০০০	৪১৬৪৮৮	১৯০	জালনৌকা	

১৪	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	২	৪০	১৩	০	২	৪৩০০০	৪২৩৫৫	০	জালনৌকা	
১৫	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৩	৯০	৭	৩	০	৬৭০০০	১১০৩২০	২৩	জালনৌকা	
১৬	ময়মনসিংহ	ভালুকা	১০	২০০	১০	৮	২	২১৫০০০	৩২৪৬৫০	৩২	জালনৌকা	
১৭	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	২	৫৫০	৫	২	০	৪৪০০০	৭৬৪২৫	৫৫	জালনৌকা	
১৮	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	১১	২১০	৫০	৫	৬	২২৫০০০	২২১৪১৫	৪৭	জালনৌকা	
১৯	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	২৭	৭৯৪		২৩	৪	৫০৪৯০০	৮১৭৩১০			
২০	নেত্রকোণা	আটপাড়া	৪৩	৯৬০		৪০	৩	৬৫১০০০	৭৪০০০০			
২১	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	১১	২৩০		১০	১	৩০৬৭৫০	৩৮৭৭৩১	১২৫		
২২	নেত্রকোণা	বারহাট্টা	২২	৪৭৫		২২	০	৪৪৯৭৬০	৭৬২৫৫৪	২২		
২৩	নেত্রকোণা	পূর্বধলা	১৪	৪২৪		১৩	১	৩৩১০০০	৫৪৩০০০	১০	০.৭৪ একর	১০০০০০০
২৪	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা	২০	৪০২		২০	০	৩৮২৩৯০	৪২৩৭৮৫	২০		
২৫	নেত্রকোণা	কেন্দুয়া	১২	৩০৮	৩	১০	২	২৭১০০০	৬৭০৩১৪	১২০		
২৬	নেত্রকোণা	মদন	৫৮	১৩০০		৫৩	৫	১১১৬২৫০	১৯৩৫৬৬৬	১০০		
২৭	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ	৪০	৮৯২		৩৬	৪	৯০১২০২০	১৩৮৭৭৬৪	৫৬		
২৮	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী	৯৪	২০৪০	৩	৮৩	১১	১৮৬৬০০০	২৩৯০০০০	১৫০		
২৯	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	১	২৭		১	০	৩৫৯০০	২২৫০০০	২৭	নৌকা ও জাল	২৬১২৫
৩০	শেরপুর	নকলা	১০	৪০১		৮	২	২২৯৫০০	৬৪৭৭১০	১৬৪	নৌকা ও জাল	১৪১৩১৩
৩১	শেরপুর	শেরপুরসদর	৭	২১৩		৫	২	১৪৬০১০	৫৪৫১৬০	১২	নাই	নাই
৩২	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	৩	১৫৮		২	১	৫০৫০০	১১২৩০০	১৫	নাই	নাই

৩৩	শেরপুর	শ্রীবরদী	৬	১৯৯		৬		৩১৯৭২০	৬১৫১৯৪	১৯০	সম্পদ কলকব্জাযন্ত্রপাতিআসবাবপত্র ও সরঞ্জাম নৌকা ও জালদড়ি।	৫১৫২৯৪
৩৪		মোট	৪৮৫	১৩৬১৯	৩০৯	৪২০	৬৪	১৭৭২৭২৪০	১৭০০৩৮৫৪	২২২১		

ক্রঃ নং	বিভাগ-রংপুর		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	রংপুর	সদর	১৩	১২৩০	৩৪	১৩	০	৬১২০০০	২৫৯৬০০০	১৬	জাল মাছরাখারজন্য বড়পাতিল	১৯৬০০০
২	রংপুর	বদরগঞ্জ	১৯	৪৭২	৭	১৬	৩	৪৭৭১৪০	১২৮১৮০৬	৪০	জাল নৌকা ডেক্সি অফিসঘর।	৪৭২১৮৯
৩	রংপুর	গংগাচড়া	৫	১৫৭		৫		১৭৪৬০০	৭১৮৩০২	১০	জাল ঘর	৪৭৪০৩
৪	রংপুর	তারাগঞ্জ	১০	২৮০		১০		২৮২৮০০	৭১৪৭৬৫	২১০		
৫	রংপুর	কাউনিয়া	৮	২৫৯		৮		৪৩৭০০০	১১৯১০০০	৮৮	জাল নৌকাঘর	৫০০০০
৬	রংপুর	পীরগাছা	৮	৩৩০		৮		৩১০০০০	৮৫০০০০	৩৩০	জালপাতিল	৯৬০০০০
৭	রংপুর	মিঠাপুকুর	৩৪	১১৬৭	৩	৩৪	০	১৩২৫১০০	২৫৪৫০০০	২৫১	জাল ২০নৌকা ১০পাতিল ৪০ রশি ৫০ কেজি ভ্যানগাড়ি ০৫	১৩৭৬০০০
৮	রংপুর	পীরগঞ্জ	১৩	৪৪৭		১১	২	২৯১২২৫	১৭০২৭৬৬	৩০০		
৯	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	১৫	৩৫৪	০	১৫	০	২৯৬০০০	৪৯৪০২০	১৫৮		
১০	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	১২	৩৪০	৯৯	১২	০	২৫০৪৫২	৬২৭১৯৬	১৫		
১১	দিনাজপুর	হাকিমপুর	১৩	৪৩৯	০	১৩	০	৩২৮১৬০	৯৬২৯৩০	৪৩৯		
১২	দিনাজপুর	বিরামপুর	৪৩	৮৫৫	৭০	৩৮	৫	১০০৬৮০০	১৬৬৩৮৩০	১৫০		
১৩	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৪৪	৬৮৪	৪০	৪৪	০	৭৩৯০০০	২২০০০	৬৮৪	জালবাইসাই কেলডেক্সিনৌকা	১০০০০০
১৪	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	৮	২২৪	৩৮	৮	০	১৮২৯০০	৫৪৫১৩২	১১		

১৫	দিনাজপুর	বিরল	৫০	১০৩৮	২০	৫০	০	১০৯৫০০০	১৫৮০০০০	২০		
১৬	দিনাজপুর	সদর	৩৩	১১০৯	৪৬	৩৩	০	৬০৬০০০	২৩০৬০০০	১৫		
১৭	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	২৩	৫১৯	০	২০	৩	২৯৯৯৮৫	৮৫৮৩২১	১৪৫		
১৮	দিনাজপুর	খানসামা	৬	৬	৪৩২		৬	০	১০৬১২৫	২৪৫০৫০		
১৯	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	৩৬	৭২৪	৬	৩৬	০	৬৯৬৫৫০	৯৬২১৭০	১৩৩		
২০	দিনাজপুর	কাহারোল	৪৯	১১৩০	০	৪৯	০	১০৫০৬২০	১২৩০৫৬০	৩৫৭		
২১	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	২৩	৫৫৪	০	১৯	৪	৫৪৩৩০০	৮৪৮৪০০	২২২		
২২	নীলফামারী	সদর	১৫	৪০৯		১৫		৯৪২৫০	২১২০৮৬১	৩৫০		
২৩	নীলফামারী	ডোমার	৩	৮৬	২১	৩		২৮২০০	৬১৬৫০	৮৬	জাল	৫০০০০
২৪	নীলফামারী	ডিমলা	৯	৪৫০	০	৯		২৪৮০৫০	৫৫১৬১০	৩৯৭	০	০
২৫	নীলফামারী	জলঢাকা	৮	১৮৫		৮		২৪০১০০	৪৫৫২১২	২০	জাল পাতিল অফিসঘর বাইসাইকেল	৩৫০০০০
২৬	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৬	১৯৩		৬		৭৯৯০০	৫৬৭২৫৫	১৯৩	১। জাল ০৫	৩০০০০০
২৭	নীলফামারী	সৈয়দপুর	৫	১৯০		৫		১১৪৭০০	৭২৫৭৭০			
২৮	ঠাকুরগাঁও	সদর	৬৬	১৪৫২		৩৯	২৭	১৫৮৪০০০	৪২২৪০০০	৮৫০		
২৯	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	১৫	২৮১	২২	১৫		৩১৮০০০	৬৫৫৫০০	৩০		
৩০	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৩৯	৭৪০		২৯	১০	৭৪০০০০	৭৪০০০০	৩৫		
৩১	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল	৪১	৮৪৪	২৮	৪১		১২৯২৯৭০	২১৬৯০৫০	৭৭		
৩২	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	৩৫	৭৫৯		৩৫		৭০৪৪৪০	৭৪১২৩০	৩০		
৩৩	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	২০	৬৪৬	৪	২০	০	৪৮১৩৮৬	৫৭৬০৩৭	২৬০	০	০

৩৪	পঞ্চগড়	বোদা	১৩	৪৪৮	০	১৩	০	৩২৯৮৪০	১০৮৯৪৮১	৫	জমি	১০০৬৩৫৩
৩৫	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	৭	৬৭১		৫	২	৬২৫০০	৭২২৯৫০	১৯	০	০
৩৬	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	১৯	৩৬০	২০	১৮	১	৪৯১৩৯৬	৫৬৬০৩৩	৩৬০	০	০
৩৭	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	৩	১২৯	০	৩	০	৭০৫০০	৮১৬০৩৭	২৯	১.জমি১০ শতক	১৫০০০০
৩৮	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	৭	২৩৩		৭		১০৫০৩০	২০১৩১১			
৩৯	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	৫১	১৯১৬		৫১		৭০৩৪০৭	১১৫৩৫১২			
৪০	গাইবান্ধা	সাঘাটা	২৭	৮৮১	৪৮৫	২১	৬	৪৭০৬৮০	৮৯৬৯৪০	৫৩	জালবানা ও নৌকা	১৯৫০০০০
৪১	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	১০	৪৮৫	৭	১০		১৪৭৭৬০	২০১১৩১			
৪২	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	১১	৪২৪	১১	১১		২৬৮৬৯০	৫৪৭৮৫৫			
৪৩	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	১৩	৪৫৫	১৪	১২	১	২১০৩৭০	৩৩৫৫৭০			
৪৪	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	১১	৩০০	৬	১১		২২৫৯১০	৫৮০৭১০	১০০		
৪৫	লালমনির হাট	সদর	১৪	৩১১	৩	১৪		১১৩৬০	৫৮০১০০			
৪৬	লালমনির হাট	আদিতমারী	৬	২১১		৬		১৭০২৫০	১০৩৭৩১৪	২১৯		
৪৭	লালমনির হাট	কালীগঞ্জ	৮	২৬১	১৬	৮		১৯৭৬০০	৬৫৭৫৩০	২		
৪৮	লালমনির হাট	হাতীবান্ধা	২	৬৪		২		৪২০০০	৫৪৮০০			
৪৯	লালমনির হাট	পাটগ্রাম	৪	১৮৯		৪		৭৮৬০০	১৩৬৬৫০	৯০		
৫০	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রামসদর	১৫	৩১৫	১৫	১০	৫	৩৮২০০০	৭০১২১৩	৯৭	জাল নৌকাস্যালো মেশিন	১১০৫০০০
৫১	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৯	২০৫		৭	২	১৯০০০০	২৫২২০০			

৫২	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	১৬	৩৬৯	৭	১৬		৫২৯০৫০	৯৭২৮২০	২২	নৌকা ১৬ জাল ২০	১২৮৭৬৫০
৫৩	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৩৩	৮৯৩	৩৭	৩৩		৯১০৫৯০	১৫২২২৩৯	৩৫	নৌকা ১০০ জাল ৫০	৩০০০০০০
৫৪	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	১৬	৭৪৭		১৫	১	৪৭৪৪০০	১১০৯৪৩৫	১৯১	নৌকা ১০ জাল ১০ শ্যালোমেশিন ০৫ সেটঘর ০৫	৯৭৫০০০
৫৫	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	১২	২৭৯	১	১১	১	৩১৯৯০০	৪৫৫০১০			
৫৬	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	২	৩৪৮	২৩	২		৭৫৬০০	১১৪৬০০	৫		
৫৭	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	১৭	৪৫৭	১৯	১২	৫	৩২৪১৫৯	৬৬৭৮১৮	১০	নৌকা ০১ জাল ০১	৯৬২১৫
৫৮	কুড়িগ্রাম	চররাজিবপুর	৪	৪৯৯		২	২	৬৭০৩০	৭৬৪০৬			
৫৯		মোট	১০৫৭	৩০০০৩	১৫৩৪	৯৭১	৮৬	২৩৭৮৯২৫০	৫২৮৪৪১৬৩	২৫২২০৯		

ক্রঃ নং	বিভাগ-চট্রগ্রাম		মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
-১	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	৬	৪৫৯	৪	১	৫	৭৪০০০	৭২৩২৭			
০		পয়া	৫	২৬৫			৫	২৩৯৭৫	৩২০১৬			
১		আনোয়ারা	৭	৯৬২		২	৫	১৩৫৮১০	৭০২৫২			
২		বাঁশখালী	২১	২৩২৬		৭	১৪	৩২২৪৭৩	২৫২৮০১৯		জালদড়িগুছ	১৬০০০০০০
৩		কোতোয়ালী	৪	২০২	৫	৩	১	১৯১৮১৭	২৪০৬৯৪		০.০৯৫	৩ কো টাকা
৪		সন্দ্বীপ	২৬	৬৫০			২৬	২৯০০০০	১৮০০০০			
৫	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	২৫	১২৩৮	০	৩	২২	২০০২০	৪০০০০	০	০	০
৬		চকরিয়া	৭৩	১১৪০	২৪০	৬৯	৪	১৩৮০০০০	১৪৪০০০	০	০	০
৭		রামু	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮		উখিয়া	১৬	৩৫৫	১২	৩	১৩	৮৫০০০	৯০২০০	০	০	০
৯		টেকনাফ	১৯	৮৮২	০	৮	১১	৪৬৫৫০০	৮০৭৬৫২০	৩৫	০	০
১০		পেকুয়া	৯	২০০	০	৮	১	২৩৪১০০	৩১৩৬৫০	০	০	০
১১		মহেশখালী	৫৫	২৩১৯	০	১৫	৪০	৯৭৫০০০	৮৩০০০০	৫৫০	০	০
১২		কুতুবদিয়া	২২	১২০৪	০	১০	১২	১৭৩৭০৪	১৪৩২৯৪	০	০	০
১৩	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	১০	৮০৬	০	১	৯	২০০০০০	৩৫৩০৯২			

১৪	ঐ	কাউখালী	১	১২৭	০	১	০	৩৭৫৪০	৪২৮৩৮			
১৫	ঐ	কাপ্তাই	১	২৭	০	০	১	২৭০	৪২৪০			
১৬	ঐ	লংগদু	৩	১২১	৪	৩	০	৮৪২০০	১৬২৫২০			
১৭	ঐ	বাঘাইছড়ি	১	২০	০	১	০	২০০০০	১০০০০			
১৮	ঐ	বরকল	১	২১১	০	০	১	১৭৩০	১৫১৭			
১৯	ঐ	রাজস্থলী	০	০	০	০	০	০	০			
২০	ঐ	বিলাইছড়ি	০	০	০	০	০	০	০			
২১	ঐ	জুরাছড়ি	০	০	০	০	০	০	০			
২২	ঐ	নানিয়ারচর	৬	১৫১	০	০	৬	৮১৩২৫	৬৬৬২৫			
২৩	বান্দরবন											
২৪	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	৩	১৬৭	৩৮	৩		২৯৫৫০০	২১২৬০০০	১১২	জলমহালবাঁধ	৫৫০০০০০
২৫	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১	১৩	৭		১	৪০০০০	৮৯৭২০০		বর্গাচাষী	
২৬	খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি	১	২৮	৬		১	২০৪০০	২০৪০০			
২৭	খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা	২	৭৫	৭	১	১	৪০০০০	৫৫০০০	৩০	বর্গাচাষী	
২৮	ফেনী	ফেনী সদর	১১	২১৪	১২৫	৬	৫	২০৪১৫০০	৭৯০৩৩০০	১২	৬.৬০শতক	২৬৪০০০
২৯		দাগনভূঞা	৫	১৬৫	১১	৩	২	৭১০০০	১১০০০০	০		
৩০		ছাগলনাইয়া	৭	১২৮	২৮	৬	১	১৫১৪০০	২২৩৪০০	২০		
৩১		পরশুরাম	৭	১২৭	১৬	৭	০	১৪৫০০০	২৫৫৮৫০	১২		
৩২		ফুলগাজী	২	৩১	১০	২	০	৪১০০০	৮৮০০০	৭	জাল১	৪০০০০
৩৩		সোনাগাজী	১৪	২৮২	৩৩	৭	৭	২২৩০০০	৩৮২০০০	৩৬		
৩৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১২	৯৫৪	৫	৩	৯	৮৪৯০০	৪৩৬৭০০	১৫		

৩৫		রায়পুর	৮	৩৮২	১১৩	৭	১	১৫৬০১০	১৩০০২৫	২৫২		
৩৬		রামগঞ্জ	১৯	৩৯০	২০	১৫	৪	৩৯৫০০০	৫৪০০০০	২৩		
৩৭		কমলনগর	১৬	৩৫০		৩	১৩	৩৩৫০০০	৩৯৭০০০			
৩৮		রামগতি	২৮	৩৮৫৫		১৩	১৫	২৮৬৯০৫	৩৯৯৭৫৭	২	৪.২২একর	৫৮৪৬৮৭৬
৩৯	কুমিল্লা	বরুড়া	৯	২৩২	০	৭	২	১৯৮৯০০	১৫১৩৯০০	০	০	০
৪০	কুমিল্লা	লাকসাম	২৯	৬১৫	০	১৯	১০	৪১৩৬০০	১৯৮১৬০০	০	০	০
৪১	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	৮	২০৮	০	৫	৩	১৩৪১৫০	৩০২২৭০	০	০	০
৪২	কুমিল্লা	নাঙ্গাকোট	৪২	৬৬১	২০৩	১৪	২৮	৪০৫২০০	৫৪০৮৮০	০	০	০
৪৩	কুমিল্লা	মুরাদনগর	৪৮	১২১৫	০	৪৩	৫	১০৫৫২০০	৬০৯৮২৯০	৬২	০	০
৪৪	কুমিল্লা	চান্দিনা	২৫	৩১৬	০	২৫	০	৩১৬০০০	৬০২০০০	০	০	০
৪৫	কুমিল্লা	মেঘনা	৪	১১৫	০	২	২	৪৬৮০০	১১৭০৮৪	০	০	০
৪৬	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	৮০	১৪৪৬	২০০	৭৮	২	১০৮৬০০০	১২৩৪৯৩২	৩৯	০	০
৪৭	কুমিল্লা	বুড়িচং	১৩	২৬০	২৫	৬	৭	২৪৪৭০০	৩৩৬৪২৫	৫	০	০
৪৮	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	১১	২৭৬	০	৯	২	৭৫২৫০০	৩১৭২৩৮০	৪২	০	০
৪৯	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	১৩	২১০	৬৬	৩	১০	৩৫৮৮০০	৩৫৯৩৯৩৩	১২	০	০
৫০	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	৪	১৭৬	০	৪	০	৩৪২৬৭	৫৫৮৭৮	৮৫	০	০
৫১	কুমিল্লা	হোমনা	৪	৮৩	০	৩	১	৮৩৩০০	৩২১২০০	৬০	০	০
৫২	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	২২	৪৪৯	০	১৯	৩	২০৬৮০০	৪৯৬৮২০	০	০	০
৫৩	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	৪	৬০	২৩	৪	০	৭০৫০০	৮৫২০০	৩৫	০	০
৫৪	কুমিল্লা	মতলব উত্তর	২৫	৪৮০	২০	১৯	৬	৫০০০০০	৪৮০০০০	১০		
৫৫	চাঁদপুর	চাঁদপুরসদর	২১	৮১২	১১৭	১৯	২	৫৩১০০০	২৫৫৫০০০	১৩৩	জাল, কাঠেরনৌকা, পাম্পমেশিন, ঝুড়িবালতি,অ	১৮০০০০০

											ফিসআসবাবপত্র	
৫৬	চাঁদপুর	শাহরাস্তি		১৮৫		৭		১৫২৮০০	৭৩১১০০	১৩		
৫৭	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৪৪	১২২৬	১২	৪৩	১	১২৩৮০০০	২৬৩৭৬৫০	২৭৫	জাল, কাঠেরনৌকা, পাম্পমেশিন, ঝুড়িবালতি অফিসআসবাবপত্র	২২০০০০০
৫৮	চাঁদপুর	কচুয়া	১১	২৬০		৯	২	২৪৯১০০	১১৭৭১৬১	১১		
৫৯		হাইমচর	৭	৮৬০		২	৫	৪৮৭০০	২১৩০৯১		জাল, কাঠেরনৌকা, পাম্পমেশিন, ঝুড়িবালতি, অফিসআসবাবপত্র	
৬০	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	২০	৪১০		১৫	৫	৩৮৫৫০০	৪০০৮০০	২০০		
৬১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর	৮৮	১৭৬০		৪৫	৪৩	১৬০৫০০০	১৭৫৬০০০	২৭০		
৬২		আশুগঞ্জ	২৯	৬১৯		২৯		৬২৬০০০	৯৬৩০০০	১০		
৬৩		সরাইল	৪৮	১৫৮০		৪৬	২	৭৫৬০০০	১১১৬০০০	৪৪৩		
৬৪		নাসিরনগর	৬৭	৪৫৩৬		৫৯	৮	১৭২৪০০০	২৬৭১০০০	৩৫০০		
৬৫		নবীনগর	৬৫	২০৮৬		৬০	৫	১৩৪৯০০০	১৭১২০০০	১৩৮৬		
৬৬		বাঞ্ছারামপুর	৫০	১৭৯৮	৭৯	৩৬	১৪	৬৩৯০০০	৮১৯০০০	১০৫০		
৬৭		আখাউড়া	১৭	৩৯০		১৫	২	২২৪০০০	২০৯০০০০	৩৫		

৬৮		কসবা	১৮	৩৩৯		১৪	৪	৩১২০০০	১৫৭২০০০	২১		
৬৯		বিজয়নগর	৫৪	৯৫০	১৫০	৩৯	১৫	৬৮৭০০০	১০২০০০	৬২০		
৭০	নোয়াখালী		১৪	১৬৩৭		৩	১১	১০৬০০০	১৯৫০০০			
৭১			২৬	৬৬০	১০	২৬		৪৬০০০	৭১০০০	৫		
৭২			৬	১৪০		৬		৭৩০০০	৩৫৫০০০			
৭৩			৯	২০০		৮	১	১৯০০০	২৩২২০০০			
৭৪			৫	১০২	১	৫		৮৯০০০	১৭৭০০০			
৭৫			৮	৪২৭		৬	২	৯৪০০০	৩৪৪০০০	৮		
৭৬			৩৭	১১২০		১২	২৫	৪৫০০০	৯০০০			
৭৭			১	২০		১		২০০০	২০০০			
৭৮			১৪৩৩	৪৯৭৪৫	১৫৯০	৯৭৬	৪৬৪	২৬০৩০৮৯৬	৭২২৯০০৩০	৯৪৩৬		

ক্র:নং	বিভাগ-রাজশাহী		মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		কার্যকর সমিতির সংখ্যা	অকার্যকর সমিতির সংখ্যা	শেয়ার	সঞ্চয়	কর্মসংস্থান	ভৌত সম্পদের বিবরণ	ভৌত সম্পদের বাজার মূল্য
	জেলা	উপজেলা		পুরুষ	মহিলা							
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	১৩	৬৬	৩	১০	৩	৪২০৬৯৩	৯৯০৩১৯	২৮০	ঘড়,নৌকা, জাল,সেচমেশিন, আসবাবপত্র, ডাল, ব্যাটারী	৩৩৫৭০৪
২		শাহজাদপুর	৫২	১১৪৮	৪০	৫২		১০৩১৭২০	১৮৩১৯৯৩	১৩০	ঘড়,নৌকা, জাল,সেচ মেশিন, আসবাবপত্র	
৩		উল্লাপাড়া	১০৭	২১৫০	১৫০	১০৬	১	৭৪৯০০০	১৬০৫০০০	১১৫০	ঘড়,নৌকা, জাল,সেচ মেশিন, আসবাবপত্র	
৪		রায়গঞ্জ	৫৭	১৬৫৫	৬৩			৯৮৬৬৬০	২৫৪৪১১২	৬০	অফিস ঘর জাল, নৌকা,শ্যালো মেশিন	৩২৫৩১১

											, আসবাব পত্র সাইনবোর্ড,	
৫		তাড়াশ	৭৪	১৬৬৯		৭৪		১১৬০৭০০	১৮৫১০০০	৩২	অফিস ঘর জাল, নৌকা,শ্যালো মেশিন	
৬		কামারখন্দ	১২	৩৫৭	৬৪	১২		২১০৪৬৫	৬২৩৬৪১	৬	ঘড়,নৌকা, জাল,সেচ মেশিন, আসবাবপত্র	
৭		বেলকুচি	২	৫৪		১	১	৫৩৩০০	৭১৬০০	২	-	
৮		কাজিপুর	৫৭	১৬৫৫	৬৩	৫৭		৯৮৬৬৬০	২৫৪৪১১২	৬০	অফিস ঘর জাল, নৌকা,শ্যালো মেশিন , আসবাব পত্র সাইনবোর্ড,	
৯		চৌহালী	৩	৭৯		৩		৪৭৩৫০	৯৩৯৫০			
১০	পাবনা		১০	৩৭১		১০		৩৯৯০০০	১০৯০০০০	১২৯		
১১			৬	২৯৬	১	৬		১৩৫২০০	৩৬৫১০০	৬১		
১২			২৬	৭৪০	৮	২৬		৭৩৮১৬০	৮৯৭৮০০	-		
১৩			৫১	১৫৭৪	১২৩	৫১		৮১১৭৮৫	১২৪১২৮৭	২৫		
১৪			৪৬	১১০৪		৪৬		৯৬৬০০০	১১৫০৮০০	৬১৮		
১৫			৩৯	১০৫৩		৩৯		৬৫৫৪৫০	৮০৪০৭০	২৪		
১৬			২২	৫৮২	৯	২২		২৮৮৪০০	২২৭১০০	২২		
১৭			৬	২৫৬	৮	৬		১০৫২২০	২৩১০৩৪			
১৮			৪৬	১০৯০	-	৪৬		৮০২০০০	২১৪৩৩৪৯			

১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জসদর	৪০	১১১০	০	৪০		১০৪৯০০০	১৪৬২৫০০	৩২৫	নৌকা, জাল, দড়ি ও বানা	৮৯৬০০০
২০		চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৮	১৬১	১০	৮		১৯৫০০০	২২৬০০০	৭৫	নৌকা, জাল, দড়ি ও বানা	১১০০০০
২১		শিবগঞ্জ	৪৬	৯৬৬	৩	৪৬	০	৯৪৩০০০	১০১২০০০	৩৭৬	--	--
২২		গোমস্তাপুর	১০৩	২১৬০	০	১০৩	০	২৬৭৮০০০	৩১২০০০০	০	-	০
২৩		নাচোল	৩১	৬৮০	০	৩১		৭৯২৫০০	১২৫৬০০০	১৮০	জাল, নৌকা, বানা,বাঁশ	৩৫৮৫০০
২৪		নাচোল	২৮	৫৩০	৩০	২৮		৬৭২০০০	৬৮১৬০০	১৬৮	জাল, নৌকা, বানা,বাঁশ	২৯৮৫০০
২৫		ভোলাহাট	৪৫	১১৩৩		৪৫		১৪১২৭৫২	২১৯৪৫৭৭	২৭০	সমিতির নিজস্ব কোন সম্পতি নেই। তবে সরকারী বদ্ধ জলাশয় যথা-বিল/খাল/পুকুর ইজরা গ্রহনের মাধ্যমে লিজ নিয়ে থাকে।	-
২৬	নাটোর	নাটোর সদর	৫৭	১২৫৪		৫৭		১৯৬৬৫০	৬৫৫৫০০	১০৮		
২৭		সিংড়া	১৩১	২৯১০	৪৩	১৩১		১০৪৮০০০	১৯৬৫০০০	৮৩		
২৮		লালপুর	১৯	৪১৪		১৮	১	২৪৫৪০০	১১৪৯৪৬০	২০		
২৯		বড়াইগ্রাম	৩৩	৮৪৪	২১	৩৩		৪০১১১৫	৯৪৩৩৪৩			
৩০		বাগাতিপাড়া	১৪	২৯৮	৮	১৪		১৩৮০৪০	৭৩৫৪৩০			
৩১		গুরুদাসপুর	২১	৪৮০		১৯	২	৩৬৪১৪৫	৬৪৯০৮৫	৩৮		
৩২	রাজশাহী	বোয়ালিয়া	৫	১৪২	০	৪	১	১২২৩৩৯	২১৭৯০৪	৫০	০	০

৩৩		পবা	৭	১৬৩	৩	৬	১	১৮৩৬০০	৩৩৩৩৯০	১৪	গ্রামঃ গহমাবোনা, ডাকঃ হরিপুর অন্তর্গত মদনপুর মৌজার নকসা নং ৪২ প্রায় ১.৬৫ শতাংশ জমি রয়েছে	বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা।
৩৪		গোদাগাড়ী	২২৩	৩৫৭৬	৩১৩	২১৩	১০	৪৯৬৮০০০	৬৬৫৮৬০০	২৪৫	০	০
৩৫		মোহনপুর	৬০	১৪২৬	০	৫৯	১	১৮৫০০০০	২২২৫০০০	৩০	০	০
৩৬		দূর্গাপুর	৪১	৮৪১	০	৩৪	৭	৭৩৭৫০৯	৩৩৪২৪৩	১৩	০	০
৩৭		বাগামারা	৬৮	৭০	১৬৯৮	৬৪	৪	১৯৭২০০০	১৭২৫০০০	০	০	০
৩৮		পুঠিয়া	৪	০	১৮৩	৪	০	৭৫৩৮০	৩০০৫৪১	১৬৫	০	০
৩৯		তানোর	৬	২১৬	০	৬	০	১৭৪৫৪০	৫০২৮৩২	১৭৫	০	০
৪০		চারঘাট	৮	১৭৪	০	৮	০	২২৪৫০০	৭৫৪৩২০	৮	০	০
৪১		বাঘা	১২	৩১০	৩৫	১২	০	২৬৩০০০	৪২৯৪৬৯	১০	০	০
৪২	বগুড়া	বগুড়াসদর	৩৩	৬৯৪	১১৬	৩৩	০	৬৬০০০০	১৫৮০০০০	২৪	০	০
৪৩		সোনাতলা	১৬	৭৯২	৭০	১৬	০	২৩০০০০	২৪৫০০০০	৬০	০	০
৪৪		নন্দীগ্রাম	১৭৯	৩৩২২	২৭৩	১৭১	৮	১৩২৭০০০	২৫৭৯০০০	৫০	০	০
৪৫		শিবগঞ্জ	১৪৭	২৭০৫	৮৫	১৪৫	২	৩০৮৬০০০	৫২২০০০০	৬০	০	০
৪৬		আদমদিঘী	২৮	৯১৩	০	২৮	০	৫৫৪০০০	৫৯০০০০	৬০	০	০
৪৭		শাজাহানপুর	৩০	৬৫০	১৩	২৯	১	১১২২০০০	১৯১০৮৫৬	৪৫	০	০
৪৮		ধুনট	২৮	৭৫৪	৩১	২৮	০	৭৩০০০০	৩০১০০০০	৯৫	০	০
৪৯		সারিয়াকান্দি	১৭	৫৯৫	১২৩	১৩	৪	৩৪৫৫০০	৫২৩৬৩০	১০৩	০	০
৫০		গাবতলী	৩৯	৯০০	১০	৩৭	২	৮০০০০০	১৯৫০০০০	৬৫০	০	০
৫১		দুপচাঁচিয়া	১৯৫	৩৬৪০	৫৯২	১৯৪	১	২০৩৫৮৫০	২৬৭০৬০৩	১১৭	০	০

৫২		শেরপুর	৩৮	৮৯৪	৯	৩৭	১	৬৭৬৪৮৫	১৪৭৩৬৩৬	৮২	০	০
৫৩		কাহালু	১৩০	২০৩৭	৫৯৩	১২৮	২	৬১৪০০০০	৯৪৫০০০	৬২	০	০
৫৪	জয়পুরহাট		২৮২	৬৮৫৩	১৩	২৬৫	১৭	৪৮৬২৫৬৩	৬২৯১৪১৮	২৭১	০	০
			২৮০১	৬০৫০৬	৪৮০৭	২৬৭৪	৭০	৫৩৮২৩৬৩১	৮১০৩২২০৪	৬৬৩১		

মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রমের ছবি

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন:সাতক্ষিরা সদর উপজেলা

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন: আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বরিশাল

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োফ্লক ল্যাব পরিদর্শন:

কর্মশালা

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'
'মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক গবেষণা
কর্মশালা
ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস,

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'
'মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক গবেষণা
কর্মশালা
সভাপতি: ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

কর্মশালা

কর্মশালা
হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস,

গবেষণা দল